সহীহ
মুসলিম
দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ

সহীহ মুসলিম

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অনুবাদ
মাওলানা আফলাতুন কায়সার
মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা
মাওলানা মোজাম্মেল হক

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা
মাওলানা মোজাম্মেল হক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৫০০৩৩২

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৯
সফর ১৪২০
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় ঃ দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র

Sahih Muslim Vol. II
Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus New Elephant Road Dhaka-1000 First Edition June 1999 Price Tk. 230.00 only.

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পবিত্রতা

অনুচ্ছেদ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ হায়েয সম্পর্কিত বর্ণনা

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কিতাবুস সালাত

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মসজিদ ও নামাজের স্থান

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন

১.	মাওলানা আফলাতুন কায়সার	হাদীস নং ৪৪১–৭৩৫
২.	মাওলানা মুহাম্মদ মূসা	হাদীস নং ৭৩৬–১০৫১
৩.	মাওলানা মোজাম্মেল হক	হাদীস নং ১০৫২ –১৪৪৯

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় অধ্যায়
পবিত্রতা

كتاب الطهارة

অনুচ্ছেদ ঃ ১
ওযুর ফযীলত।

حدثنا اسحق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحي أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

৪৪১। আবু মালেক আল-আশ্‌য়ারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্' ওজনদণ্ডের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দেবে এবং 'সুব্‌হানাল্লাহ্ ওয়াল হাম্‌দুলিল্লাহ' আস্‌মান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেবে। 'নামায' হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। 'সাদ্‌কা' হচ্ছে নিদর্শন। 'সবর' হচ্ছে জ্যোতির্ময়। আর 'আল্‌-কুরআন' হবে তোমার পক্ষে অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল প্রমাণ স্বরূপ। বস্তুতঃ সকল মানুষই প্রত্যেক ভোরে নিজেকে আমলের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার আমল দ্বারা সে নিজেকে (আল্লাহ্‌র আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা তার ধ্বংস সাধন করে।[১]

---

১. হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলোর দ্বারা তার সওয়াবের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর আল্‌-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করলে সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করলো। অন্যথায় সে নিজের ধ্বংসকারী নিজেই হলো। এই প্রেক্ষিতে কুরআনই হবে মানুষের জন্য মানদণ্ড।

অনুচ্ছেদ ঃ ২
নামাযের জন্য পবিত্রতা ওয়াজিব।

حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ

৪৪২। মুস্‌আব ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ইবনে 'আমের রুগ্ন থাকাকালে একদা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার তাকে দেখতে (সৌজন্যমূলক পরিচর্যা করার উদ্দেশ্যে) গেলেন। অতঃপর ইবনে আমের বললেন ঃ হে ইবনে উমার! আপনি অবশ্যই আমার জন্যে দো'আ করুন। জবাবে ইবনে উমার (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না এবং আত্মসাৎ বা খেয়ানতের সম্পদ থেকে সাদ্‌কা কবুল হয় না। অথচ তুমি ছিলে বস্‌রার শাসক![২]

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪৪৩। সিমাক ইবনে হার্‌ব কর্তৃক উক্ত সনদের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

২. অর্থাৎ তুমি খেয়ানত করা থেকে নিরপরাধ নও। কেননা শাসক থাকাকালীন তোমার দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার অধিকার বিনষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই এমন ব্যক্তির জন্য দুআ কবুল হয়না।

فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ .

৪৪৪। ওহাব ইবনে মুনাব্বার ভাই হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু হুরায়রা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) থেকে কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্য থেকে একটি হাদীস তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো 'হদস' (ওযু নষ্ট) হলে পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হয়না।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هٰذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ

৪৪৫। উসমান এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত। একদা উসমান ইবনে আফ্ফান ওযুর জন্য এক পাত্র পানি আনিয়ে তা দিয়ে ওযু করলেন। প্রথমে তিনি দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার ডান হাতের কনুই পর্যন্ত ধুলেন। পরে অনুরূপভাবে বাম হাতও ধুলেন। তারপর মাথা মাস্হ্ করলেন। এরপর তিনবার ডান পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধুলেন। পরে অনুরূপভাবে বাম পাও ধুলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি এখন যেভাবে

ওযু করলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ও অনুরূপ ওযু করতে দেখেছি। ওযু শেষে রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর মত ওযু করার পর দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে দু'রাক্আত নামায পড়বে, আর এ সময় তার অন্তরে কোন চিন্তা উদয় হবে না, তাহলে তার পূর্বকৃত সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বলেছেন ঃ আমাদের আলেমগণ বলতেন ঃ নামাযের জন্য এরূপ ওযুই পরিপূর্ণ ওযু।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا باناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

৪৪৬। উস্মান এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত। তিনি উস্মান ইবনে আফফান-কে দেখেছেন তিনি ওযুর জন্য এক পাত্র পানি আনিয়ে দু'হাতের ওপর ঢেলে তিনবার ধুলেন। তারপর ডানহাত পানির পাত্রে প্রবেশ করিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, এরপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধুলেন। পরে মাথা মাস্হ্ করলেন। অতঃপর দু'পা (গোড়ালী পর্যন্ত) তিনবার ধুয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর ন্যায় ওযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু'রাক্আত নামায পড়বে এবং এ সময় অন্য কোন ধারণা তার অন্তরে উদয় হবে না। তাহলে তার পূর্বকৃত সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
ওযু করার পর পরই নামায পড়ার ফযীলত।

حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة واسحق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال اسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا

৪৪৭। উস্‌মান ইবনে আফফান-এর আযাদকৃত দাস হুম্‌রান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন উস্‌মান ইব্‌নে আফ্‌ফান মসজিদের আঙ্গিনায় ছিলেন। আমি শুনলাম আসর নামাযের সময় মুয়াযযিন তাঁর নিকট আসলে তিনি ওযুর পানি চাইলেন এবং ওযু করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করবো, যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে একটি আয়াত না থাকতো তাহলে আমি হাদীসটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতাম না (অতঃপর তিনি বললেন) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলিম উত্তমরূপে ওযু করে নামায পড়লে পরবর্তী ওয়াক্তের নামায পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।[৩]

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ

৪৪৮। আবু উসামা, ওয়াকী ও সুফিয়ান উক্ত সনদে হাদীসটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে উসামার সনদে বর্ণিত হাদীসে এ কথাটুকু অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, ‘অতপর সে উত্তমরূপে ওযু করে ফরজ নামায পড়লে...।

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ

---

৩. বান্দাহ ‘কবীরা’ গুনায় লিপ্ত না হলে নেক কাজের দরুন ‘ছগীরা’ গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। লোকেরা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের প্রেক্ষিতে অন্যান্য আমল করা পরিহার করে বসে কি না এই আশংকায় হযরত উসমান (রা) হাদীসটি বর্ণনা করতে ইতস্ততঃ করেছিলেন। কিন্তু অপরদিকে ‘ইলম গোপন করার’ পরিণাম থেকে ভীত হয়ে পরে তা বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন।

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللّٰهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا وَاللّٰهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِهِ اللَّاعِنُونَ

৪৪৯। হুম্‌রান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন উস্‌মান ওযু করলেন তখন বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত উল্লেখ না থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে তা শুনাতাম না । আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে ওযু করে নামায পড়ে তখন পরবর্তী ওয়াক্তের নামায পর্যন্ত তার সকল গুনাহ্‌ মাফ করে দেয়া হয়। উরওয়া বলেছেন, আয়াতটি হচ্ছে ঃ আমি যেসব স্পষ্ট নির্দেশিকা ও বিধান নাযিল করেছি যারা তা গোপন করে তাদের প্রতি আল্লাহ ও সব লানতকারী লানত করে থাকে। আল্লাহ্‌র বাণী 'লায়েনুন্‌' পর্যন্ত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

৪৫০। আমর ইবনে সা'ঈদ ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি উসমান এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি ওযুর পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোনো মুসলিমের ফরয নামাযের সময় উপস্থিত হয়, কোন মুসলমান যদি উত্তমরূপে ওযু করে এবং একান্ত

বিনিতভাবে নামাযের রুকু সিজদা ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে কবীরা গুনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বেকার সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। আর এরূপ সারা বছরই হতে থাকে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَاهِيَ اِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ

৪৫১। উসমান এর আযাদকৃত দাস হুম্‌রান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান এর জন্যে ওযুর পানি নিয়ে আসলে তিনি ওযু করে বললেন ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করে থাকে। ঐ হাদীসগুলো কি তা আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে ওযু করে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। ফলে তার নামায এবং মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল বলে গণ্য হয়। আর ইবনে আব্‌দার বর্ণিত হাদীসে "আমি উস্‌মান এর নিকট গেলাম, তিনি ওযু করলেন" বলে উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

ابْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৫২। আবু আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন উসমান একটি উঁচু স্থানে বসে ওযু করে বললেন ঃ আমি তোমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওযু কিরূপ ছিল তা দেখাচ্ছি। এরপর তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুলেন। কুতাইবা তাঁর বর্ণনায় এতটুকু কথা অতিরিক্ত বলেছেন যে, এই সময় তাঁর (হযরত উসমানের) কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন (অর্থাৎ কেউই তাঁর বিরোধিতা করেননি)।*

حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ قَالَ كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هٰذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا أَدْرِي أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا

৪৫৩। জামে' ইবনে শাদ্দাদ আবু সাখ্‌রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হুম্‌রান ইবনে আবান কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি উসমান এর জন্যে ওযুর পানির ব্যবস্থা করতাম। এমন একটি দিনও অতিবাহিত হতোনা যেদিন সামান্য পরিমাণ পানি হলেও তা দ্বারা গোসল করতেন না। 'উসমান বলেছেন, একদিন আমরা যখন এই (ওয়াক্তের) নামায শেষ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বললেন। মিস্‌আ'র বলেন ঃ আমার হনে হয় তা ছিলো আসরের নামায। তিনি বললেন ঃ আমি স্থির করতে পারছিনা যে, তোমাদেরকে একটি বিষয়ে কিছু বর্ণনা করবো না নীরব থাকবো। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তা কল্যাণকর হয় তাহলে আমাদেরকে বলুন। আর যদি অন্য রকম কিছু হয়, তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। এরপরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা যেভাবে আদেশ করেছেন যদি কোনো মুসলমান সেইভাবে পবিত্রতা অর্জন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তাহলে এসব নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

---

* অনেক সাহাবাই হযরত উসমান (রা)-র এই ওযু দেখেছিলেন। কিন্তু কেউই কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। সুতরাং এটি ইজমা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا حدثنا شعبة عن

جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في امارة بشر أن

عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى

فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر

في امارة بشر ولا ذكر المكتوبات

৪৫৪। জামে' ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বিশরের শাসনামলে হুমরান ইবনে আবানকে এই মসজিদের মধ্যে আবু বুরদার কাছে উসমান ইবনে আফ্‌ফান থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। উসমান ইবনে আফ্‌ফান বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন যদি কোন ব্যক্তি সেভাবে ওযু করে এবং ফরয নামাযসমূহ আদায় করে তাহলে তার ফরয নামাযসমূহের মধ্যবর্তী সব গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো ইবনে মুয়াযের। তবে গুন্‌দুরের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বিশ্‌রের শাসনামল এবং ফরয নামাযসমূহের কথা উল্লেখ নেই।

حدثنا هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال

وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما

وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال

من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه الا الصلاة غفر له ماخلا من ذنبه

৪৫৫। উসমান এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন উস্‌মান ইবনে আফ্‌ফান খুব উত্তমরূপে ওযু করে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কে অতি উত্তমরূপে ওযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি

অনুরূপ ওযু করে নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যায় এবং তাঁর মসজিদে যাওয়া যদি নামায ছাড়া অন্য কোন কারণে না হয় তবে তার অতীত জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه

৪৫৬। উসমান ইবনে আফফান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়ার জন্য পরিপূর্ণরূপে ওযু করে ফরয নামায পড়ার জন্য (মসজিদে) যায় এবং লোকদের সাথে, (অথবা বলেছেন) জামা'য়াতের সাথে, (অথবা বলেছেন) মসজিদের মধ্যে নামায আদায় করে, আল্লাহ্ পাক তার সব গুনাহ মাফ করে দেন।

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر

৪৫৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমুআ' থেকে অন্য জুমুআ' এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহ্র জন্য কাফফারা হয়ে যায় যদি সে কবীরা গুনায় লিপ্ত না হয়।

حدثني نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن

৪৫৮। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং এক জুমুআ' থেকে আর এক জুমুআ' তার মধ্যবর্তী সব গুনাহকে মুছে দেয়।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ

وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

৪৫৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমুআ' থেকে আর এক জুমুআ' এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান, তার মধ্যবর্তী সব গুনাহকে মুছে দেয়, যদি সে কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

ওযুর শেষে যে দোয়া পড়া মুস্তাহাব।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ

ابْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ح

وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ

نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ

مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ

وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا

أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ

فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ

أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

৪৬০। উক্‌বা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের উপর উট চরানোর দায়িত্ব ছিলো। একদিন আমার পালা আসলে আমি সন্ধ্যায় উটগুলো[৪] চারণভূমি থেকে নিয়ে এসে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি তাঁর বক্তৃতার যে অংশ শুনতে পেলাম তা হলো ঃ কোনো মুসলমান যখন উত্তমরূপে ওযু করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়ে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। উক্‌বা বলেন, একথা শুনে আমি বলে উঠলাম এটি কি চমৎকার কথা! ঠিক এই সময়ে সামনের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, এর পূর্বের কথাটিও চমৎকার ছিল। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম উমর একথা বললেন। তিনি বলছেন, 'তুমি যে এক্ষণই এসেছো, আমি তা দেখেছি। এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কথাটি বলেছেন তা হচ্ছে ঃ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি উত্তম ও পূর্ণাংগরূপে ওযু করার পর বলে "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। তাহলে তার জন্যে বেহেশ্‌তের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোনো দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

৪৬১। উক্‌বা ইবনে আমের আল-জুহনী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অতঃপর পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন, তবে এখানে একথা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ওযু করার পর বলে ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই তিনি একক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"

৪. আমরা ক'জন উটের মালিক। নিজেদের সুবিধার্থে যৌথভাবে উটগুলো পালাক্রমে মাঠে চরাতাম, আর আমার পালার দিন একদা মাঠ থেকে সন্ধ্যায় ফিরে আসলে দেখলাম নবী (সা) ওয়াজ করছেন। তখন আমি ওখানে বসে গেলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
ওযু করার পদ্ধতি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৬২। আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম আল্-আন্সারী যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে কেউ বললো ঃ আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মত করে ওযু করে দেখান। সুতরাং তিনি একপাত্র পানি চেয়ে নিলেন এবং তা থেকে পানি ঢেলে দু' হাত তিনবার করে ধুলেন, পরে পাত্রের ভেতর হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে এক আঁজলা পানি দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরূপ তিনবার করলেন। পুনরায় তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, আবার হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে দু' হাতের কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুলেন, অতঃপর হাত ঢুকিয়ে পানি বের করে মাথা মাসহ্ করলেন এবং উভয় হাতকে মাথার সম্মুখ থেকে টেনে পেছন দিকে নিয়ে গেলেন, পরে পা দুখানা টাখনু বা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে বললেন ঃ এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ওযু।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَعْبَيْنِ

৪৬৩। কাসেম ইবনে যাকারিয়া, খালেদ ইবনে মাখলাদ ও সুলাইমান ইবনে বেলালের মাধ্যমে আমর ইবনে ইয়াহিয়া থেকে উক্ত সিল্সিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস

বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় তিনি 'ইলাল কা'বাঈন' 'টাখনু বা গিরা পর্যন্ত' ধুয়েছেন, একথা উল্লেখ করেননি।

وحدثني اسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ابن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه وغسل رجليه

৪৬৪। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া থেকে উক্ত সনদ দ্বারা এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তিন বার কুলি করলেন এবং নাকে পানি ঢেলে ঝাড়লেন, তবে 'এক হাতে পানি নিয়ে করেছেন এ কথাটি বলেননি। অবশ্য فأقبل بهما وأدبر এ বাক্যটির পরে নিম্নের বাক্যগুলো বর্ধিত করেছেন; মাথা মাসহ্ করার সময় হাত দু'খানা মাথার সম্মুখভাগে রাখলেন এবং পরে তা টেনে মাথার পেছনভাগে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আবার পূর্বের জায়গায় অর্থাৎ যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সেখানে নিয়ে আসলেন এবং পরে পা দু'খানা ধুলেন।

حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدى حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة قال بهز أملى على وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى على عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين

৪৬৫। ওয়াহাইব বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনে ইয়াহিয়া পূর্ব বর্ণিত সনদে হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি বলেছেন যে, তিনি তিন আঁজলা পানি দ্বারা কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়ে সাফ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি একবার মাত্র মাথা মাসহ্ করেছেন তবে হাতগুলো মাথার সম্মুখের দিক থেকে পেছনের দিকে টেনে নিয়েছেন। বাহ্য বলেছেন, ওয়াহাইব এই হাদীসটি আমাকে লিপিবদ্ধ করে

দিয়েছেন। আর ওয়াহাইব বলেছেন যে, এই হাদীসটি আমর ইবনে ইয়াহিয়া আমাকে দু'বার লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ح وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

৪৬৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম আল্ মাযানী আনসারী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এভাবে ওযু করতে দেখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুলি করলেন, নাকে পানি দিয়ে সাফ করলেন আর মুখমণ্ডল তিনবার ধুলেন। ডান হাত এবং অন্য হাত খানাও তিনবার ধুলেন। এরপর পুনরায় পানি না নিয়ে মাথা মাসহ্ করলেন।[৫] শেষে পা দু'খানা খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। আবু তাহের বলেন ঃ ইবনে ওয়াহাব, আমর ইবনে হারেসের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

নাকে পানি নেয়া এবং বেজোড় সংখ্যক ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ

---

৫. হানাফীদের মতে, হাত ধোয়ার পর যে পরিমাণ পানি বা আর্দ্রতা হাতে অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে মাসহ্ করা যায়। পানি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। তাঁরা বলেন, হাদীসে বর্ণিত শব্দ غَيْرِ নয় বরং غَبَرِ অর্থাৎ 'অবশিষ্ট' পানি দ্বারা মাসহ্ করেছেন। শাফেয়ীদের মতে পুনরায় পানি নিয়ে মাসহ্ করতে হবে।

৪৬৭। আবু হুরায়রা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করবে, তখন যেন অবশ্যই বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করো।[৬] আর তোমরা কেউ যখন ওযু করবে তখন যেন নাকের ভেতর পানি প্রবেশ করাও এবং নাক ঝেড়ে সাফ করো।

حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر

৪৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' আবদুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম, মা'মার ও হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাম) বলেছেন, আবু হুরায়রা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করলেন। তার মধ্যে এ হাদীসটিও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কেউ ওযু করবে তখন যেন নাকের উভয় ছিদ্রের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে তা ঝেড়ে সাফ করে নাও।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي ادريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر

৪৬৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কেউ ওযু করলে যেন নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে; আর কেউ ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করলে অবশ্যই যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে।

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا يونس بن يزيد ح وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

---

৬. হানাফীদের মতে বে-জোড় সংখ্যক ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কেননা অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 'যে ব্যক্তি এরূপ করলো সে উত্তম কাজ করলো। আর যে এরূপ করলো না সে কোন দোষ করলো না' সুতরাং বর্ণিত হাদীসটি হানাফীদের দলীল। কিন্তু শায়েফীগণ বলেন, বে-জোড় সংখ্যক ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা ওয়াজিব।

৪৭০। সাঈদ ইবনে মনসুর হাম্মাম ইবনে ইবরাহীমের মাধ্যমে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ থেকে এবং হারমালা ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াহাব, ইউনুস ইবনে শিহাব, আবু ইদরীস খাওলানী, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ

৪৭১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন যেন সে (ওযু করতে) তিনবার নাকের ভেতর পানি ঢুকিয়ে সাফ করে নেয়। কেননা শয়তান তখন তার নাকের ভেতর রাত্রি যাপন করে।[৭]

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

৪৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করবে তখন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

ওযু করতে উভয় পা পূর্ণাংগরূপে ধোয়া ।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِىُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ

৭. এ হাদীসের প্রেক্ষিতে নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো যেমন ওয়াজিব নয়, অনুরূপভাবে ঢিলা কুলুখের জন্য তিন এর সংখ্যা বাধ্যতামূলক করাও ওয়াজিব হবে না।

عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

৪৭৩। শাদ্দাদের আযাদকৃত গোলাম সালেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে দিন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ইনতিকাল করলেন সেদিন আমি নবী (সা) এর বিবি আয়েশার (রা) নিকট গেলাম। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর তাঁর কাছে এসে পড়লেন এবং আয়েশার সামনেই ওযু করলেন। তা দেখে আয়েশা বললেন ঃ হে আবদুর রহমান, ভালোভাবে পরিপূর্ণরূপে ওযু করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ এসব পায়ের গিরাওয়ালাদের জন্যে আগুনের শাস্তি রয়েছে।[৮]

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪৭৪। হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াহাব হায়ওয়াহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে শাদ্দাদ ইবনুল হাদের আযাদকৃত গোলাম আবু আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট গেলেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি আয়েশা (রা)-র উদ্ধৃতি দিয়ে নবী (সা) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَوْ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

---

৮. "খোফ" বা চামড়ার মোজা পরিহিত ব্যতিরেকে ওযুর মধ্যে পাও মাসহ্ করা জায়েয নেই। শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত, চার মায্হাবের ইমামগণের এটাই অভিমত।

৪৭৫। মুহরীর আযাদকৃত গোলাম সালেম বলেন, আমি ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের জানাযায় যাওয়ার পথে আয়েশার হুজ্‌রার দরজার পাশ দিয়ে গেলাম। অতঃপর সালেম আয়েশা (রা)-র মাধ্যমে নবী (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِىْ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৪৭৬। শাদ্দাদ ইবনুল হাদের আযাদকৃত গোলাম সালেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমি আয়েশা (রা)-র সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর তিনি আয়েশার উদ্ধৃতি দিয়ে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِىْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ

৪৭৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসছিলাম। পথিমধ্যে আমরা যখন এক জায়গায় পানির কাছে পৌঁছলাম, তখন কিছু সংখ্যক লোক আসরের নামাযের সময় তাড়াহুড়া করলো। এরা ওযুও করলো তাড়াহুড়া করে। আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম, তখন তাদের পায়ের গোড়ালিসমূহ চক্ চক্ করছে অর্থাৎ তাতে পানি স্পর্শই করেনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এধরনের গোড়ালীওয়ালারা দোযখের আগুনে ধ্বংস হবে। তাই তোমরা পূর্ণাংগরূপে ওযু করো। (অর্থাৎ ওযুর সময় ভালভাবে পা ধুয়ে নাও যাতে কোন স্থান শুকনো না থাকে।)

وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وليس في حديث شعبة أسبغوا الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج

৪৭৮। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ওয়াকীর মাধ্যমে সুফিয়ান থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুখান্না ও ইবনে বাশ্‌শার মুহাম্মদ ইবনে জাফর ও শো'বার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে (সুফিয়ান ও শোবা) আবার মানসুরের মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শোবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'আসবিগুল ওয়াদুয়া' তোমরা পূর্ণাংগরূপে ওযু করো কথাটা নেই। তবে তাঁর হাদীসের মধ্যে এ কথাও আছে যে হাদীসটি আবু ইয়াহিয়া আল্‌-আ'রাজ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار

৪৭৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোনো এক সফরে পথ চলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের সাথে এসে মিলিত হলেন। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিলো, আমরা (ওযু করতে গিয়ে) পা মাসহ্ করছিলাম। তা দেখে তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, পায়ের গোড়ালীর জন্যে দোযখের শাস্তি রয়েছে।

حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار

৪৮০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। একদিন নবী (সা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে ওযু

করেছে কিন্তু পায়ের গোড়ালী ধোয়নি। এ দেখে তিনি বললেন ঃ পায়ের গোড়ালীর জন্যও দোযখের শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

৪৮১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি কিছুসংখ্যক লোককে একদিন পাত্র থেকে পানি নিয়ে ওযু করতে দেখে বললেন ঃ তোমরা পূর্ণাংগরূপে ওযু করো, কেননা আমি আবুল কাসেম (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ পায়ের গোড়ালীর জন্যেও দোযখের নির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

৪৮২। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ গোড়ালীর জন্যেও দোযখের আগুনের শাস্তি রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

ওযুর সব অঙ্গ-প্রত্যংগ পূর্ণরূপে ধোয়া ওয়াজিব।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

৪৮৩। জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উমার ইব্‌নুল খাত্তাব আমাকে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি পায়ের এক নখ পরিমাণ জায়গা বাদ দিয়ে ওযু করলো। নবী (সা) তা দেখিয়ে তাকে বললেন ঃ তুমি গিয়ে উত্তমরূপে ওযু করে এসো। সুতরাং লোকটি গিয়ে উত্তমরূপে ওযু করে এসে নামায পড়লো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯
ওযুর পানির সাথে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়।

حدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ الَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

৪৮৪। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলিম বান্দাহ্ ওযুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ্ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দু'খানা হাত ধোয় তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'খানা ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ্ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

৪৮৫। উস্মান ইবনে আফ্ফান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ওযু করার সময় কেউ যদি উত্তমরূপে ওযু করে তাহলে তার শরীরের সব গুনাহ্ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নীচের গুনাহ্ও বের হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

ওযুর সময় মুখমণ্ডল, কনুই ও পায়ের টাখনু বা গিরার বাইরে একটু বেশী করে ধোয়া উত্তম।

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ

৪৮৬। নু'আঈম ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-মুজমির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু হুরায়রাকে ওযু করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালোভাবে মুখমণ্ডল ধুলেন, এরপর ডান হাত ধুলেন এবং বাহুর কিছু অংশ ধুলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধুলেন। এরপর মাথা মাসহ্ করলেন। অতঃপর ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধুলেন, এরপর বাম পাও একইভাবে ধুলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পূর্ণাংগরূপে ওযু করার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাদের কপাল, হাত ও পায়ের ওযুর স্থান শুভ্রতাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং তোমরা যারা সক্ষম তারা যেন নিজ নিজ মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের জ্যোতি বাড়িয়ে নাও।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

৪৮৭। নু'আঈম ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। এক সময়ে তিনি আবু হুরায়রাকে ওযু করতে দেখলেন। ওযু করতে তিনি মুখমণ্ডল ও হাত দু'খানা এমনভাবে ধুলেন যে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ধুয়ে ফেললেন। এরপর পা দু'খানা এমনভাবে ধুলেন যে পায়ের নলার কিছু অংশ ধুয়ে ফেললেন। এভাবে ওযু করার পর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমার উম্মত ওযুর প্রভাবে কিয়ামতের দিন 'গুর্‌রান-মুহাজ্জালীন'[৯] অর্থাৎ দীপ্তিমান মুখমণ্ডল ও হাত-পা নিয়ে উঠবে। কাজেই তোমরা যারা সক্ষম তারা অধিক বিস্তৃত দীপ্তিসহ উঠতে চেষ্টা করো।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

৪৮৮। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার হাওয (হাওযে-কাওসার) 'আইলা' থেকে 'আদনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও দীর্ঘ। অবশ্য তা বরফের চেয়েও অধিকতর শুভ্র এবং দুধ মেশানো মধুর চাইতেও সুস্বাদু। আর তার পানপাত্রের সংখ্যা নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যার চেয়েও অধিক। আমি মানুষকে তা থেকে (হাওয থেকে) বাধা দিয়ে বিরত রাখবো যেমন লোকে অন্য লোকের উটকে তাদের পানি থেকে বাধা দিয়ে বিরত রাখে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল সেদিন আপনি কি

---

৯. 'গুররুল মুহাজ্জালুন' বলে এখানে মু'মিনদের দু'হাত, দু'পা ও মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে অঙ্গগুলো ওযুর জন্য ধোয়া হয়। কিয়ামতের অন্ধকারে তাদের শরীরের সে অঙ্গগুলো থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। হাতের বগল পর্যন্ত কিংবা পায়ের হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ধোয়া– এটা আবু হুরায়রা (রা)-এর ব্যক্তিগত আমল ও অভ্যাস মাত্র। ফিকাহ্‌র মাস্‌আলার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হাঁ। তোমাদের এমন এক বিশেষ চিহ্ন থাকবে যা অন্য কোনো উম্মাতের থাকবে না। বস্তুতঃ সেদিন তোমরা আমার কাছে এমনভাবে আসবে যে ওযুর প্রভাবে তোমাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থেকে দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকবে।

وحدثنا أبو كريب

وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هٰؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

৪৮৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাত কেয়ামতের দিন) আমার কাছে হাওযে কাওসারে উপস্থিত হবে। আর আমি লোকদেরকে তা থেকে এমনভাবে বিতাড়িত করবো, যেভাবে কোনো ব্যক্তি তার উটের পাল থেকে অন্যের উটকে বিতাড়িত করে থাকে। (একথা শুনে) লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্র নবী, আপনি কি আমাদেরকে চিন্তে পারবেন? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ। তোমাদের এমন এক চিহ্ন হবে যা অন্য কারোর হবে না। ওযুর প্রভাবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ের দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়বে। উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত অবস্থায় তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর তোমাদের একদল লোককে জোর করে আমার থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাই তারা আমার কাছে পৌছতে পারবে না। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রভু, এরাতো আমার লোক। এর জবাবে একজন ফেরেশ্তা আমাকে বলবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে (ইন্তিকালের পরে) তারা কি কি নতুন কাজ করেছে![১০]

وحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ

---

১০. ইমাম বুখারী (র) কাবিসার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যারা মুরতাদ হয়েছে বা ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং রিদ্দার যুদ্ধে আবু বকর যাদেরকে হত্যা করেছেন এসব লোকই তারা। ইমাম নববী বলেন, মোনাফিক ও মুরতাদ উভয় সম্প্রদায়। অন্যান্যদের মতে যারা কবীরা গুনায় লিপ্ত হয়ে তওবা ব্যতীত মারা গেছে এবং যারা দ্বীনের নামে ইসলামের মধ্যে বিদ্আত সৃষ্টি করেছে, সেসব লোক।

ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حَوْضِي لَاَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْاِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ

৪৯০। হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার হাওয (হাওয-কাওসার) আইলা থেকে আদনের দূরত্ব পরিমাণ দীর্ঘ। সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তা থেকে মানুষকে এমনভাবে তাড়াবো যেমন কোনো ব্যক্তি অপরিচিত উটকে তার পানির কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি কি সেদিন আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হাঁ। ওযুর প্রভাবে তোমাদের চেহারা ও হাত-পা থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হবে। এটা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো জন্য হবে না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا اخْوَانَكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَاخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ

قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا

৪৯১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবরস্থানে গিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এটা তো ঈমানদারদের কবরস্থান। ইন্‌শআল্লাহ্ আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমার মনে আমাদের ভাইদের দেখার আকাংখা জাগে। যদি আমরা তাদেরকে দেখতে পেতাম।" সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা হচ্ছো আমার সঙ্গী-সাথী! আর যেসব ঈমানদারগণ এখনও (এ দুনিয়াতে) আগমন করেনি তারা হচ্ছে আমার ভাই। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উম্মাতের যারা এখনো (দুনিয়াতে) আসেনি, আপনি তাদেরকে কিভাবে চিন্‌তে পারবেন? তিনি বললেন ঃ অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির একটি কপাল চিত্রা ঘোড়া থাকে, তবে কি সে উক্ত ঘোড়াটিকে চিন্‌তে পারবে না? তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা অবশ্যই পারবে। তখন তিনি বললেন ঃ তারা (আমার উম্মতরা) ওযুর প্রভাবে জ্যোতির্ময় চেহারা ও হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি আগেই হাওযে কাওসারের কিনারে উপস্থিত থাকবো। সাবধান! কিছু সংখ্যক লোককে আমার হাওয থেকে এমনভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেমন বে-ওয়ারিশ উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলবো ঃ আরে এদিকে এসো, এদিকে এসো। তখন বলা হবে, এরা আপনার ইন্‌তিকালের পর (নিজেদের দ্বীন) পরিবর্তন করে ফেলেছে। তখন আমি তাদেরকে বলবো ঃ (আমার নিকট থেকে) দূর হও, দূর হও।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي

৪৯২। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবরস্থানে গেলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এটা তো ঈমানদারদের বাসস্থান। ইন্‌শাআল্লাহ্ অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।[১১] বাকী অংশ ইসমাইল

১১. 'ইন্‌শআল্লাহ্' বলার অর্থ এই নয় যে, তিনি (সা) মৃত্যুর মধ্যে সন্দেহ করেছেন, বরং আদবের আঙ্গিকে বলেছেন অথবা তাদের সাথে মিলিত হওয়া কিংবা মদীনাতে তার মৃত্যু ও দাফন হওয়া অনিশ্চিত ছিল। অথবা বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য ইন্‌শআল্লাহ্ বলেছেন।

ইবনে জাফরের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে। তবে মালিকের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কেবল মাত্র "অতঃপর কিছু সংখ্যক লোককে আমার কূপ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে" এটুকু বর্ণনা করা হয়েছে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ

৪৯৩। আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আবু হুরায়রা (রা) এর পেছনে ছিলাম। (দেখলাম) তিনি নামাযের জন্য ওযু করছেন। তিনি হাত টেনে বগল পর্যন্ত নিয়ে ধুলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা এটা কেমন ধরনের ওযু? তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, হে বনী ফাররুখ তোমরা এখানে আছ! যদি আমি জানতাম তোমরা এখানে আছো, তাহলে আমি এ ধরনের ওযু করতাম না। আমি আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ্ সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে স্থান পর্যন্ত ওযুর পানি পৌঁছবে সে স্থান পর্যন্ত মু'মিন ব্যক্তির চাকচিক্য অথবা সৌন্দর্যও পৌঁছবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করার ফযীলত।

حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

৪৯৪। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ্ (বান্দাহ্র) গুনাহসমূহ মাফ করেন এবং মর্যাদা

বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আপনি বলুন। তিনি বললেন ঃ কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করা, নামাযের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া এবং এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা; আর এ কাজগুলোই হলো সীমান্ত প্রহরা।[১২]

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

৪৯৫। মালেক ও শো'বা, উভয়েই আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শো'বার হাদীসে 'রিবাত' এর উল্লেখ নেই এবং মালেকের হাদীসে 'ফা-যালিকুমুর রিবাত, ফা-যালিকুমুর-রিবাত' দু'বার উল্লেখ রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
মিস্‌ওয়াকের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

৪৯৬। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যদি মু'মিনদের জন্য এবং যুহাইরের বর্ণিত হাদীসের রয়েছে, আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক না হতো, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্‌ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[১৩]

---

১২. 'আলাল মাকারেহ্' এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন শীত মৌসুমে পানি অধিক ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে শরীর বা স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কিংবা অধিক মূল্যে পানি খরিদ করতে হয় ইত্যাদি। 'কাস্‌রাতুল খোতা' হরহামেশা নামায কিংবা অন্যান্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করা ইত্যাদি। 'ইন্‌তেযারুস সালাত' অর্থ– নামাযের ওয়াক্ত বা জামা'আতের জন্য সর্বদা সজাগ থাকা। 'আর রিবাত' সীমান্ত রক্ষী। অর্থাৎ উল্লেখিত কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করলে, শয়তানের প্ররোচনা বা ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে নিরাপদে থাকা খুবই সহজ হবে।

১৩. ইমাম শাফেয়ী বলেন, মিস্‌ওয়াক করা ওয়াজিব নয়। ইস্‌হাক ইবনে রাহ্‌ওয়াই বলেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য ওয়াজিব। ফলে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বাদ দিয়ে নামায পড়ে তার নামায বাতিল হয়ে

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك

৪৯৭। শুরাইহ্ বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা) যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন কোন কাজটি সর্বপ্রথম করতেন? আয়েশা বললেন, সর্বপ্রথম মিস্ওয়াক করতেন।

وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك

৪৯৮। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) (বাইরে থেকে এসে) বাড়ীতে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মিস্ওয়াক করতেন।

حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه

৪৯৯। আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি নবী (সা) এর কাছে গেলাম। সেই সময় তাঁর মুখে একটি মিসওয়াক দেখতে পেলাম।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان

যাবে। দাউদে যাহেরী বলেন, তা ওয়াজিব তবে নামাযের জন্য শর্ত নয়। ইমাম নববী বলেন, সব সময় মিস্ওয়াক করা মুস্তাহাব। তবে পাঁচ সময়ে অত্যন্ত জরুরী– (১) নামাযের সময় (২) ওযুর সময় (৩) কুরআন তেলাওয়াতের সময় (৪) ঘুম থেকে উঠলে (৫) মুখে দুর্গন্ধ হলে।

ইমাম শাফেয়ী ও আবু হানিফা বলেন, ওযু এবং নামাযের জন্য মুস্তাহাব। তবে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, শাফেয়ী বলেন, মিসওয়াক করা নামাযের জন্য সুন্নাত এবং আবু হানিফা বলেন, ওযুর জন্য সুন্নাত। ইমাম আবু হানিফার (র) মতামতটি অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ মিস্ওয়াক করতে সাধারণতঃ দাঁত থেকে রক্ত বের হয়, আর হানাফীদের মতে রক্ত বের হলে ওযু থাকে না। শাফেয়ী বলেন, মল ও মূত্রের স্থানদু'টি ব্যতীত শরীরের অন্য কোনো জায়গা দিয়ে রক্ত পুঁজ ইত্যাদি বের হলেও ওযু নষ্ট হয়না।

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

৫০০। হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ সাফ করতেন।

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُوا لِيَتَهَجَّدَ

৫০১। হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) রাত্রে যখন ঘুম থেকে উঠতেন– এতটুকু বর্ণনা করার পর পূর্ব বর্ণিত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন তবে 'লিইয়াতাহাজ্জাদা' কথাটা বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

৫০২। হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে যখন উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّى بَلَغَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ

فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَتَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى

৫০৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ একদিন তিনি আল্লাহর নবী (সা)-এর কাছে রাত কাটালেন। (তিনি দেখলেন) আল্লাহ্র নবী (সা) রাতের শেষভাগে ঘুম থেকে উঠলেন এবং বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন এর পরে সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ "আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে– অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন" পর্যন্ত পড়লেন। অতঃপর ঘরে ফিরে এসে মিস্ওয়াক ও ওযু করলেন। এরপর নামায পড়লেন। নামায শেষে শুয়ে পড়লেন। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে উঠলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। অতপর ফিরে এসে (আবার) মিস্ওয়াক করে ওযু করলেন এবং ফজরের নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

প্রকৃতিগত সুন্নত কাজ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

৫০৪। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, ফিতরাত (স্বভাব) পাঁচটি অথবা বলেছেন, পাঁচটি কাজ হলো ফিতরাত।[১৪] খত্না করা, ক্ষুর ব্যবহার করে নাভীর নিম্নভাগের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং গোঁফ কেটে খাটো করা।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

---

১৪. 'ফিতরাত' অর্থ আল্লাহ্ মানব জাতিকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টিগত স্বভাব। কিংবা অন্যান্য নবীগণের চিরাচরিত নীতি। অবশ্য কোন কোন স্থানে ঈমান ও দ্বীন-ইসলাম অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যদিও এর সংখ্যা পাঁচটি বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এ পাঁচের মধ্যেই নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ এমনটি বুঝানো হয়নি।

شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاخْتِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ

৫০৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাত বা প্রকৃতিগত। নাভীর নিম্নস্থ লোম চেঁছে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

৫০৬। আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলার জন্যে আমাদেরকে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যেন, আমরা তা করতে চল্লিশ দিনের অধিক দেরী না করি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

৫০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা গোঁফ ছোট করে রাখো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও অর্থাৎ বড় হতে দাও।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

৫০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি গোঁফ ছোট করতে এবং দাড়ি বড় করে রাখতে আদেশ করেছেন।

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

৫০৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুশরিকরা যা করে তোমরা তার উল্টো করো। গোঁফ কেটে ফেলো এবং দাড়ি বড় করো।

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

৫১০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা গোঁফ কেটে ফেলো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বড় করো); এভাবে অগ্নি পূজকরা যা করে তার উল্টো করো।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ

৫১১। আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দশটি কাজ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। "গোঁফ খাটো করা, দাড়ি বড় করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাগুলো ঘষে মেজে ধৌত করা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা, নাভীর নীচের অবাঞ্চিত লোম মুড়িয়ে ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা।" যাকারিয়া বলেন, মুস্আব বলেছেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গিয়েছি, তবে আমার ধারণা তা হবে

'কুলি করা'। কুতাইবা এতটুকু অধিক বলেছেন যে, ওয়াকী' বলেছেন 'ইন্‌তে কাসুল মা', অর্থাৎ ইসতিনজা করা।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ

৫১২। একই সনদে মুস্‌আব ইবনে শায়বা পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় একথাও আছে যে, তাঁর পিতা বলেছেন ঃ আর আমি দশম বস্তুটি ভুলে গিয়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

পবিত্রতা অর্জন করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

৫১৩। সাল্‌মান ফারেসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাদের নবী (সা) তো তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়েছেন। এমনকি পেশাব পায়খানার নিয়ম কানুন পর্যন্ত শিখিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, তাই। তিনি আমাদেরকে পায়খানা অথবা পেশাব করার সময় কেব্‌লার দিকে মুখ করে বসতে, ডান হাতে শৌচ কাজ করতে এবং তিনের কম সংখ্যক ঢিলা অথবা গোবর কিংবা হাড় দ্বারা ইস্‌তিনজা করতেও নিষেধ করেছেন।[১৫]

---

১৫. হযরত সাল্‌মান (রা) প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে জবাব দিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে দ্বীন ইসলামের এটাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, মানব কল্যাণের ছোট বড়, খুঁটি-নাটি কোন একটি তা থেকে বাদ পড়েনি। আর আমাদের নবী তা প্রকাশ না করে ছাড়েননি। ফলে হযরত সালমান (রা) এমন নিপুণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় উত্তর দিয়েছেন, তাতে প্রশ্নকারী যে উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছিলো তা তিরোহিত হতে বাধ্য হলো।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال لنا المشركون اني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل انه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار

৫১৪। সাল্‌মান ফারেসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুশ্‌রিকরা আমাদেরকে বললো, আমরা দেখছি তোমাদের লোক (নবী সা) তোমাদেরকে অনেক কিছুই শিক্ষা দেন। এমনকি তিনি তোমাদেরকে মলমূত্র কিভাবে ত্যাগ করতে হবে তাও শিক্ষা দেন। জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, ঠিকই। তিনি আমাদেরকে ডান হাতে শৌচ কাজ করতে, পায়খানা পেশাবের সময় কেবলার দিকে মুখ করে বসতে, গোবর এবং হাড় কুলুখ হিসেবে ব্যবহার করতে এবং তিনটির কম ঢিলা দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن اسحق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر

৫১৫। জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাড় অথবা গোবর কুলুখ হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم

৫১৬। ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি যুহ্‌রীকে আ'তা ইবনে ইয়াযীদ লাইমীর উদ্ধৃতি দিয়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি আবু আইয়ুব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা পেশাব বা পায়খানায় গেলে কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা কিবলা পেছনে রেখে বসোনা বরং পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে বস।[১৬] আবু আইয়ুব বলেছেন, এক সময় আমরা শাম দেশে (সিরিয়ায়) গেলে, দেখলাম, তাদের পায়খানাগুলো কেবলামুখী করে নির্মিত। কাজেই আমরা ঘুরে বসতাম এবং (এতদ্‌সত্ত্বেও যে পরিমাণ ত্রুটি হতো সেজন্য, আল্লাহ্‌র কাছে ইস্‌তিগফার করতাম। জবাবে সুফিয়ান বললেন, হাঁ (আমি তার নিকট থেকে এ হাদীসটি শুনেছি।)

وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا

৫১৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে বসে (পায়খানা-প্রস্রাবে যায়) তখন সে যেন অবশ্যই কিব্‌লার দিকে মুখ না করে এবং সে দিকে পিঠ ফিরে না বসে।

حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ ابْنِ حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ

---

১৬. উক্ত বিধান বা হুকুম মদীনাবাসীদের জন্য; কেননা তাদের কেব্‌লা দক্ষিণ দিকে, কাজেই যাদের কেব্‌লা পশ্চিম দিকে তাদের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ করতে বলা যেতে পারে।

৫১৮। ওয়াসে' ইবনে হাব্বান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি মসজিদে (নববীতে) নামায পড়ছিলাম, এ সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার মসজিদের দেয়ালে কিবলার দিকে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। নামায শেষ করে আমি তাঁর দিকে পাশ ফিরালাম। তখন আবদুল্লাহ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ লোকেরা বলে থাকে যে পেশাব পায়খানায় বসলে কিব্লার কিংবা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না। আবদুল্লাহ্ বললে, অথচ আমি একদিন ঘরের ছাদের উপর উঠলে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসে আছেন।[১৭]

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ

৫১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি আমার বোন হাফসার ঘরের ছাদে উঠলে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য শামের (বায়তুল মোকাদ্দাস) দিকে মুখ করে এবং কেবলার দিকে পিছ ফিরে বসে আছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

ডান হাতে শৌচ কাজ করা নিষেধ।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

৫২০। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন

---

১৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল মোকাদ্দাসকে পেছনে রেখে বসার মধ্যে কয়েকটি কারণ থাকা স্বাভাবিক– (ক) পেছনে রাখাটা মাকরূহ, হারাম নয় যেমন ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, (খ) অথবা, উমর (রা) দেখার মধ্যে ভুল করেছেন। (গ) অথবা আল্লাহ্র নবীর জন্য দূষণীয় নয় কেননা তাঁর দেহ মোবারক উভয় স্থান থেকে মর্যাদাসম্পন্ন।

পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরে, পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ না করে। এবং পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিশ্বাস না ছাড়ে।

حدثنا يحيى

ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

৫২১। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন পায়খানায় প্রবেশ করো তখন যেন ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করো।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْاِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ

৫২২। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাতে শৌচ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ اذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ اذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ اذَا انْتَعَلَ

৫২৩। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্রতা অর্জন করা (যেমন ওযু গোসল), চুল আঁচড়াতে এবং জুতা পরিধান করতে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

وحدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ

৫২৪। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সব কাজ এমনকি জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জনে (অর্থাৎ ওযু-গোসলে) ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم

৫২৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা দুই অভিসম্পাতকারী থেকে সাবধান হও। সবাই জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! অভিসম্পাতকারী সে স্থান দুটি কি? তিনি বললেন, মানুষের চলাচলের পথে অথবা তাদের ছায়া গ্রহণের স্থানে পায়খানা পেশাব করা।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء

৫২৬। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক বাগানে প্রবেশ করলেন। তাঁর পেছনে পেছনে একটি ছেলে এক পাত্র পানি নিয়ে গেল এবং কুল গাছের পাশে রেখে আসলো। সে ছিল বয়সে আমাদের সবার ছোট। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে পানি দ্বারা পবিত্র হয়ে আমাদের কাছে আসলেন।[১৮]

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وغندر عن شعبة ح وحدثنا

---

১৮. হানাফীদের মতে পানি দ্বারা শৌচ না করে কেবলমাত্র ঢিলা কুলুখ দ্বারা মোচন করে নামায আদায় করা জায়েয। শায়েফীদের মতে পানি দ্বারা শৌচ করা ওয়াজিব। তা ব্যতীত নামাযই হবে না। যে ছায়া লোক চলাচলের পথে নয় অথবা যেখানে লোক গমনাগমনের সম্ভাবনা নেই তা এই হাদীসে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়।

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

৫২৭। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়খানায় প্রবেশ করতেন, আর আমি ও আমার মত আরেকটি ছেলে তখন পানির পাত্র ও বর্শার ন্যায় লাঠিসহ তাঁর পানি নিয়ে যেতাম। এই পানি দ্বারা তিনি শৌচকার্য করতেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ

৫২৮। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি পানি নিয়ে যেতাম। তিনি সেই পানি দ্বারা ধুয়ে পবিত্র হতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

মোজার উপর মাসহ্ করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ الأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

৫২৯। হাম্মাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন জারীর পেশাব করার পর ওযু করলেন এবং মোজার ওপর শুধু মাসহ্ করলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো (সম্ভবতঃ প্রশ্নকারী হাম্মাম নিজেই) আপনি এরূপ করছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, তিনি পেশাব করার পর ওযু করে মোজার ওপর মাসহ্ করেছেন। ইব্‌রাহীম বলেন, জারীরের এ কথাটি তাদের কাছে খুবই ভাল লেগেছে। কেননা, জারীর সূরা মায়েদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[১৯]

وحدثناه إسحق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان ح وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة

৫৩০। ঈসা ইবনে ইউনুস, সুফিয়ান ও ইবনে মুস্‌হির, তাঁরা সবাই একই সনদে আ'মাশ থেকে আবু মুআবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ঈসা ও সুফিয়ানের হাদীসের মধ্যে উল্লেখ আছে– আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাস্‌উদ) এর অনুসারীগণের কাছে এ হাদীসটি খুব বেশী পছন্দনীয় ছিল। কেননা জারীর (ইবনে আবদুল্লাহ্ আল্ বাজালী) সূরা মায়েদা নাযিল হওয়ার অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

حدثنا يحي بن يحي التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت

১৯. সূরা মায়েদার মধ্যে যেখানে ওযুর কথা উল্লেখ আছে সেখানে পা ধোয়ার নির্দেশ রয়েছে। তাই লোকদের ধারণা ছিল, ওযুর আয়াত দ্বারা মোজার ওপর মাসহ্ করার বিধান মান্‌সুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জারীর (রা) এর বর্ণনায় তাদের সে ধারণার পরিবর্তন ঘট্‌লো। কেননা জারীর (রা) নবী (সা) এর ওফাতের মাত্র চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আর নবী (সা) কে মক্কা বিজয়ের দিন ৮ম হিজরীতে মোজার ওপর মাসহ্ করতে দেখছেন। এবং সূরা মায়েদা নাযিল হয়েছে ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগে। কাজেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলো ওযুর আয়াত দ্বারা মোজা মাসহ্ করার বিধান মান্‌সুখ হয়নি।

প্রকাশ থাকে যে, মোজা বলতে আমরা সাধারণত যে মোজা ব্যবহার করে থাকি তা নয়, বরং শীতপ্রধান দেশে জুতার ন্যায় এক প্রকারের মোজা ব্যবহার করা হয়, সেটাকে আরবীতে 'খোপ' বলে। তবে তা চামড়ার দ্বারা তৈরী হওয়া শর্ত। কাপড়, সুতা বা উলের মোজার ওপর মাসহ্ করা জায়েয নয়।

فَقَالَ أُدْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

৫৩১। হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি নবী (সা) এর সঙ্গে ছিলাম। একসময় তিনি লোকজনের আবর্জনা ফেলার স্থানে পৌঁছলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। এ দেখে আমি কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিকটে আসতে বললেন, আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। এমনকি একেবারে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম তিনি প্রয়োজন সেরে ওযু করলেন এবং মোজার ওপর মাসহ্ করলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ

৫৩২। আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু মূসা (আশয়ারী) পেশাবের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন। তাই তিনি বোতলের মধ্যেই পেশাব করতেন। তিনি বলতেন, বনী ইস্‌রাঈলরা তাদের কারো শরীরে পেশাব লাগলে তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। এই কথা শুনে হুযাইফা বললেন, আমার কাছে খুব ভালো মনে হতো যদি তোমাদের এই লোকটি (আবু মূসা) এরূপ কড়াকড়ি না করতেন। আমার মনে আছে, একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সঙ্গে পথ চলছিলাম, একসময় তিনি একটি দেয়ালের আড়ালে লোকদের আবর্জনা ফেলার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তোমরা যেভাবে দাঁড়াতে সেভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন তখন আমি তার নিকট থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করে তার কাছে এগিয়ে যেতে বললে আমি তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং পেশাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম।[২০]

---

২০. দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধ রয়েছে। কিন্তু এখানে নবী (সা)-এর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কারণ রয়েছে। আশেপাশে হয়তো পেশাব করার মত আর কোন স্থান ছিলনা, অথবা তুলনামূলকভাবে জায়গাটি এমন নরম ছিলো যে, পেশাব ছিটে গায়ে এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিলনা। অথবা নবী (সা)-এর এমন কোনো অসুবিধা ছিল, যে কারণে বসতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই তিনি এরূপ করেছেন। হযরত

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد ابن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفى رواية ابن رمح مكان حين حتى

৫৩৩। মুগীরা ইবনে শো'বা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলছেন) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। তখন মুগীরা এক পাত্র পানি নিয়ে তাঁর সাথে সাথে গেলেন। প্রয়োজন শেষ হলে মুগীরা পানি ঢেলে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) ওযু করে মোজার উপর মাসহ্ করলেন। ইবনে রুম্হের রেওয়ায়েতে 'হীনা' এর স্থলে 'হাত্তা' শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين

৫৩৪। আবদুল ওহাব বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদকে একই সনদে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখমন্ডল ও উভয় হাত ধুলেন এবং মাথা মাসহ্ করলেন. তার পরে মোজার উপর মাসহ্ করলেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمى أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معى فتوضأ ومسح على خفيه

আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা নবী (সা)-এর অভ্যাস ছিলো না, ঐ দিন বিশেষ কোনো কারণে তিনি এরূপ করেছেন। জায়েয বুঝানোর জন্যেই তা করেছেন। কারণ এমন করা হারাম নয় বরং মাক্রূহ্।

৫৩৫। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সঙ্গে ছিলাম। একসময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গেলেন এবং তা পূরণ করে ফিরে আসলেন। অতঃপর আমি তখন আমার সাথের একটি পাত্রে রক্ষিত পানি তাকে ঢেলে দিলে তিনি ওযু করলেন এবং মোজার উপর মাসহ্ করলেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى

৫৩৬। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক সময় আমি নবী (সা)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুগীরা, পানির পাত্রটি নাও, আমি তখন পাত্রটি তুলে নিলাম এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেতে যেতে আমার থেকে আড়ালে চলে গেলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আসলেন। এসময় তিনি সরু হাতা বিশিষ্ট একটি শামী (সিরিয়ার জুব্বা) পরিহিত ছিলেন। ওযুর সময় তিনি জুব্বার ভেতর থেকে হাত বের করতে চাইলেন, কিন্তু তা চাপা ছিলো বলে (সম্মুখ দিক দিয়ে বের করতে না পেরে) ভিতর দিয়ে বের করলেন। (মুগীরা বলেন) এর পর তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি নামায পড়ার জন্য যেভাবে ওযু করে সেভাবে ওযু করলেন এবং তারপর মোজার ওপর মাসহ্ করলেন।

وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ

فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا

৫৩৭। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হলেন পরে যখন তিনি ফিরে আসলেন, তখন আমি পানির পাত্রসহ তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর উভয় হাত ধুতে চাইলেন, কিন্তু জামার হাতা সংকীর্ণ হওয়ায় তা খোলা সম্ভব হলো না । কাজেই জামার নীচ দিয়ে হাত দু'খানা বের করে ধুলেন এবং মাথা মাসহ্ করলেন। অতঃপর মোজার উপর মাস্‌হ করলেন এবং আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

৫৩৮। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোনো এক সফরে (শেষ) রাতের বেলা আমি নবী (সা) এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বললাম, হাঁ আছে। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে চলতে থাকলেন এবং (কিছুক্ষণের মধ্যে) রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে আসলে আমি পাত্র থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি মুখমণ্ডল ধুলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো একটি পশমের জুব্বা। তিনি তা থেকে হাত দু'খান (বের করার চেষ্টা করেও) বের করতে পারলেননা। অবশেষে জুব্বার নীচ দিয়ে বাহু দু'খানা বের করে নিয়ে ধুলেন এবং মাথা মাসহ্ করলেন। এরপর আমি তাঁর মোজা খুলতে উদ্যত হলে, তিনি বললেন ঃ রাখো। আমি পবিত্র অবস্থায় এ দুটি পরিধান করেছিলাম। এ বলে তিনি মোজার উপরে মাসহ্ করলেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ

مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ

৫৩৯। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি নবী (সা) এর হাতের ওপর ওযুর পানি ঢেলেছেন, তাতে তিনি ওযু করে মোজার ওপর মাসহ্ করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বলেছেন, মোজা দু'খানি আমি পাক অবস্থায় পরিধান করেছি।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا

৫৪০। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য) কাফেলার পিছনে রয়ে গেলে আমিও তাঁর সাথে পিছনে রয়ে গেলাম। প্রয়োজন পূরণ শেষে তিনি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কি পানি আছে? তখন আমি একটি পাত্রে পানি ভর্তি করে আনলাম। তিনি দু'হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ধুলেন। অতঃপর তিনি দু'হাত থেকে জুব্বার হাতা সরাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু জুব্বার হাতা সংকীর্ণ বিধায় জুব্বার ভিতর দিক দিয়ে হাত বের করে নিলেন। আর জুব্বাটিকে কাঁধের ওপর রেখে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। আর মাথার অগ্রভাগ, পাগ্ড়ী ও মোজার ওপর মাসহ্ করলেন। এরপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলে আমিও আরোহণ করলাম। পরে আমরা লোকদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময়

তারা নামায পড়ছিলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ তাদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদের সাথে এক রাকাআত নামায শেষ করেছেন। তিনি যখন নবী (সা) এর আগমন বুঝতে পারলেন তখন পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু নবী (সা) তাকে নামায শেষ করার জন্য ইশারা করলেন। সুতরাং তিনি নামায শেষ করলেন। নামায শেষে তিনি সালাম ফিরালে নবী (সা) উঠে দাঁড়ালেন। আমিও তখন দাঁড়িয়ে গেলাম। আর এভাবে আমরা যে রাকাআতটি পাইনি তা পড়ে নিলাম।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ

৫৪১। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আল্লাহ্‌র নবী (সা) মোজার ওপর, মাথার অগ্রভাগে এবং পাগ্‌ড়ীর ওপর মাসহ্‌ করেছেন।[২১]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৫৪২। ইবনুল মুগীরা তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে নবী (সা) থেকে পূর্ববর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ

৫৪৩। বাক্‌র বলেন, আমি ইবনুল মুগীরাকে বলতে শুনেছি, নবী (সা) ওযু করেছেন, এবং মাথার অগ্রভাগ, পাগ্‌ড়ী ও মোজার ওপর মাসহ্‌ করেছেন।

---

২১. সরাসরি পাগ্‌ড়ীর ওপর মাসহ্‌ করা হয়নি। বরং মাথা মাসহ্‌ করতে পাগ্‌ড়ী স্পর্শ করেছেন।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال

৫৪৪। বেলাল থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মোজা ও রুমালের (পাগ্ড়ীর) ওপর মাসহ্ করেছেন।[22] ঈসার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হাকাম বলেছেন হাদ্দাসানী বেলাল, অর্থাৎ আন্ বেলাল নয়। অর্থাৎ বেলাল থেকে রেওয়ায়েত مُعَنْعَنَةٌ নয় বরং بِالسَّمَاءِ রেওয়ায়েত।

وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

৫৪৫। সুওয়াইদ ইবনে সা'দ, আলী ইবনে মুস্হির ও আ'মাশ থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে (এরূপ করতে) দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

মোজার ওপর মাসহ্ করার সময়সীমা।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت

---

২২. 'খিমার' মাথার উপরের আবরণ। পুরুষের পাগ্ড়ী টুপি আর নারীদের ওড়্না ইত্যাদি যদি তা খুব মিহিন ও সূক্ষ্ম হয় এবং তার ওপরে ভেজা হাত রাখ্লে চুল ভিজে যায় এমন পাতলা কাপড়ের ওপর মাস্হ করা জায়েয।

عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ

৫৪৬। শুরাইহ্ ইবনে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মোজার ওপর মাসহ্ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানার জন্য আয়েশার কাছে গেলাম। জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন ঃ তুমি (আলী) ইবনে আবু তালিবকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে সফর করতেন। আমি গিয়ে তাকে (আলী ইবনে আবু তালিব) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মোজার ওপর মাসহ্ করার সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মকীম (স্থানীয়) ব্যক্তির জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করেছেন।[২৩] বর্ণনাকারী বলেন, সুফিয়ান সওরী যখনই আমর ইবনে কাইসের আলোচনা করতেন, তখনই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৫৪৭। ইসহাক যাকারিয়া ইবনে আদী, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আমর, যায়েদ ইবনে উনায়সা ও হাকেমের মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتِ ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৫৪৮। শুরাইহ্ ইবনে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মোজার ওপর মাসহ্ করা সম্পর্কে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি আলী (রা) এর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জেনে নাও। তিনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত। সুতরাং আমি আলী (রা)-এর কাছে গেলাম। এরপর তিনি নবী (সা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

২৩. উল্লেখিত সময়সীমা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সম্মিলিত অভিমত। তবে ইমাম মালিকের মতে মোজার ওপর মাসহ্ করার কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

একবার ওযু করে অনেক নামায পড়া জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ

৫৪৯। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) একই ওযুর দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়েছেন এবং মোজার ওপর মাসহ্ করেছেন।[২৪] তা দেখে উমার বললেন, আপনি আজ এমন কিছু করলেন যা কখনো করেননি। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ হে উমার আমি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ওযুকারী বা অন্য কারো হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত ডুবানো মাকরূহ।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

২৪. একই ওযুর দ্বারা 'হদস্' না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন নামায পড়ার বিধান থাকলেও নবী (সা) প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুন করে ওযু করতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন বিপরীত কাজ করে তিনি উম্মাতের জন্যে এরূপ করা জায়েয প্রমাণ করলেন। কিন্তু সেইদিন নিয়মের বিপরীত কাজ করায় হযরত উমর (রা) এ প্রশ্ন করেছিলেন।

৫৫০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ও ঘুম থেকে জেগে উঠবে, সে যেন তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পানির পাত্রে হাত না ডুবায়। কারণ তার হাত কোথায় স্পর্শ করেছে তা তার জানা নেই।[২৫]

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ

৫৫১। আবু মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসে আবু হুরায়রা থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন', আর ওয়াকী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৫৫২। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও মা'মার যুহ্‌রী থেকে ইবনে মুসাইয়াবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেছেন, আবু হুরায়রা নবী (সা) থেকে পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ

---

২৫. মোল্লা আলীকারী বলেন, আরবের লোকেরা পায়খানা পেশাব করার পর কেবলমাত্র ঢিলা কুলুখের ওপরই নির্ভর করতো, পানি ব্যবহার করতোনা। দেশটি ছিল উষ্ণ, কলুখ ব্যবহারে নাপাকী সমূলে পরিষ্কার হতোনা। কাজেই ঘর্ম পছিনার দরুন স্থানটি তরল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, তবে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবেশ করালে পানি নষ্ট হবে না। বা এমন করাটা হারাম কাজও নয় বরং মাক্‌রূহে তানযীহ। আমরা এতদঅঞ্চলে পানি ব্যবহার করলেও হাদীসের প্রেক্ষিতে ওযুর আগে হাত তিন বার কব্জী পর্যন্ত ধুয়ে নেয়া সুন্নাত।

عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ

৫৫৩। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জেগে উঠে তখন সে যেন পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে তিন বার করে হাত ধুয়ে নেয়। কেননা সে জানেনা ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ

৫৫৪। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদের আযাদকৃত গোলাম সাবেত থেকে বর্ণিত। উপরে বর্ণিত সব রেওয়ায়েতের সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সাবেত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ যতক্ষণ হাত ধোবে না। এসব বর্ণনাতে কেউ-ই তিনবারের কথা উল্লেখ করেননি। তবে আমরা ইতিপূর্বে জাবির ইবনে মুসাইয়েব, আবু সালামা আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক, আবু সালেক ও আবু রাযীন কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীস উল্লেখ করেছি, তাতে তারা সবাই তিনবারের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

কুকুরের চাটা পাত্র ও এঁটের বিধান।

وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار

৫৫৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয় এবং চাটে তাহলে সে যেন পাত্রের বস্তু ফেলে দিয়ে সাতবার ধুয়ে নেয়।

وحدثني محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه

৫৫৬। আ'মাশ থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে পাত্রের বস্তু ঢেলে ফেলার কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات

৫৫৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কুকুর যদি তোমাদের কারোর পাত্র থেকে পান করে তাহলে সে যেন পাত্রটি সাতবার ধুয়ে নেয়।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب

৫৫৮। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ কুকুর তোমাদের পাত্র চাটলে তা

পবিত্র করার নিয়ম হলো সাতবার ধুয়ে নেয়া। তবে প্রথম বার মাটি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ اذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

৫৫৯। আবু হুরায়রা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো– কুকুর তোমাদের কারোর পাত্র চাটলে তা পবিত্র করতে সাতবার ধুতে হবে।

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.

৫৬০। ইবনুল মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বললেন, কি ব্যাপার? (ওরা দেখছি সমস্ত কুকুরই খতম করে চলছে) এরপর শিকারী কুকুর ও পাহারাদার কুকুর পোষার অনুমতি প্রদান করে বললেন ঃ কুকুর তোমাদের কাজের পাত্র চাটলে সে যেন তা সাতবার ধুয়ে নেয় এবং অষ্টমবার মাটির দ্বারা ঘষে মেজে ধুয়ে নেয়।[২৬]

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

২৬. কুকুরের চাটা পাত্র ঘষে মেজে পরিষ্কার করলে তা পাক হয়ে যায়। মাটি, বালি ইত্যাদির দ্বারা ঘসলে বিষাক্ত জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাই একবার সে কাজ করারও নির্দেশ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, তিনবার ধুলেই পবিত্র হয়ে যাবে। সাত বার ধোয়া অপরিহার্য নয়। আর পাইকারী হারে কুকুর হত্যা রহিত হয়ে গিয়েছে।

ابْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى

৫৬১। একই সনদে অনুরূপ হাদীস শো'বা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদের রেওয়ায়েতে এতটুকু কথা অধিক বর্ণিত হয়েছে—আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বক্রীর পাহাদার, শিকারী ও ফসলাদী রক্ষণা-বেক্ষণের উদ্দেশ্যে কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য ইয়াহিয়া ছাড়া অন্য কারো বর্ণনায় 'ফসলাদীর' কথা উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

৫৬২। জাবির থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

৫৬৩। আবু হুরায়রা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং পরে সেই পানিতে গোসল না করে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَبُلْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَايَجْرِى ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ

৫৬৪। আবু হুরায়রা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন যে, যে পানি প্রবাহিত নয় এমন বদ্ধ পানিতে পেশাব করবেনা এবং পরে এখানেই আবার গোসল করবেনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

বদ্ধ পানিতে পবিত্রতার জন্য গোসল করা নিষেধ।

وحدثنا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هٰرُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا

৫৬৫। হিশাম ইবনে সাহ্‌রার আযাদকৃত গোলাম আবু সায়েব থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নাপাক অবস্থায়, যেন বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।[২৭] তখন আবু সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা তাহলে সে কিভাবে গোসল করবে? জবাবে আবু হুরায়রা বললেন, পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

মসজিদে পেশাব বা অন্য কোনো নাপাক বস্তু লাগলে তা ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। মাটিতে কোন অপবিত্র জিনিস লাগলে পানির দ্বারা পাক হয়ে যায়। মাটি তুলে ফেলার প্রয়োজন হয় না।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ

---

২৭. পানি কম হলে নাপাক শরীরে তা স্পর্শ করলেই নাপাক হয়ে যাবে। কাজেই পরে তার গোসল নাপাক পানিতেই হলো। তবে বড় পুকুরের পানি নাপাক হবে না। কারণ তা বদ্ধ পানি হলেও পরিমাণে অনেক বেশী।

فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

৫৬৬। আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে পেশাব করতে শুরু করল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ালে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ থামো তাকে পেশাব করতে বাধা দিওনা। আনাস বলেন, লোকটির পেশাব করা শেষ হলে নবী (সা) এক বালতি পানি আনিয়ে তার পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।[২৮]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ

৫৬৭। ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছেন যে, একদিন এক বেদুঈন এসে মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে থাকলে লোকজন চিৎকার করে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, থামো, তাকে বাধা দিওনা। তার পেশাব করা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) এক বালতি পানি আনতে আদেশ দিলেন এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ

---

২৮. লোকটি ছিল বেদুঈন। মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে তার জানা ছিলোনা তাই নবী (সা) তাকে ধমক দিতে বা মারধর করতে নিষেধ করলেন। তাছাড়া পেশাবের অবস্থায় বাধা সৃষ্টি করলে, মারাত্মকভাবে শারীরিক ক্ষতি ও রোগ দেখা দিতে পারে অথবা পেশাব মসজিদের বিভিন্ন স্থানেও লাগতে পারে, তাই এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অতঃপর পানি ঢেলে তা পাক করলেন, মাটি ফেলার প্রয়োজন হলো না। অবশ্য মাটি তা চুষে নিলেও পাক হয়ে যেতো।

عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحٰقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ

৫৬৮। ইসহাকের চাচা আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। এ সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণ থামো থামো বলে তাকে পেশাব করতে বাধা দিলেন। আনাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা তাকে বাধা দিওনা, বরং তাকে ছেড়ে দাও। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিলো, সে পেশাব সেরে নিলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ তাকে কাছে ডেকে বললেন ঃ এসব হলো মসজিদ। এখানে পেশাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যায় না। বরং এ হলো আল্লাহ্র যিকির করা, নামায পড়া এবং কুরআন পাঠ করার স্থান। অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথাটা যেভাবে বলেছেন তাই আনাস বলেন, এরপর নবী (সা) সবার মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে এক বালতি পানি আনতে আদেশ করলেন। সে এক বালতি পানি আনলে তিনি তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের পেশাব ধোয়ার নিয়ম পদ্ধতি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

৫৬৯। আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে শিশুদেরকে আনা হতো। তিনি তাদের জন্য বরকত ও কল্যাণের দোয়া করতেন এবং 'তাহ্নীক'[২৯] (কিছু চিবিয়ে মুখে পুরে দিতেন) করতেন।

একদিন একটি শিশুকে আনা হলো, (তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন) শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল, পরে তিনি পানি চেয়ে নিলেন এবং পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন, তবে তা ভালোভাবে ধুলেন না।[৩০]

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

৫৭০। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু আনা হলো, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলে তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

৫৭১। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ঈসার মাধ্যমে হিশাম থেকে একই সনদে ইবনে নুমায়ের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

---

২৯. খুরমা খেজুর অথবা মিষ্টি কোনো বস্তু চিবিয়ে নবজাতকের মুখে দেয়াকে আরবীতে 'তাহ্নীক' বলে। বর্তমানেও কোনো নেক লোকের দ্বারা এরূপ করা সুন্নাত।

৩০. হানাফীদের মতে ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, তাদের পেশাব নাপাক; লাগলে তা ধুতে হবে, এখানে لَمْ يَغْسِلْهُ অর্থ হচ্ছে, খুব ভালোভাবে রগড়িয়ে ধুয়ে ফেলেননি, বরং হালকাভাবে ধুয়েছেন। শাফেয়ীদের মতে মেয়ের পেশাব ধোয়া লাগবে, কিন্তু ছেলের পেশাব ধুতে হবে না, কেবল পানি ঢেলে দিলেই চলবে।

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ.

৫৭২। উম্মে কাইস বিনতে মিহ্সান থেকে বর্ণিত। তিনি তার শিশুপুত্র সহ, যে তখনও খাদ্য খাওয়া ধরেনি, রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে গেলেন। তার শিশু পুত্রটি তখনও কঠিন খাদ্য খেতে শুরু করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে তিনি পানি ছিটিয়ে দেয়া ছাড়া অধিক কিছুই করলেন না।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

৫৭৩। একই সনদে ইবনে উয়াইনা যুহরী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'অতঃপর তিনি পানি আনিয়ে ছিটিয়ে দিলেন'।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً

৫৭৪। 'উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 'উতবা ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বনী আসাদ ইবনে মুখাইমা গোত্রের জনৈক 'উক্কাশা ইবনে মিহসানের বোন মুহাজির

মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে প্রথম বাইআতকারিণী মহিলা উম্মে কাইস বিনতে মিহসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উম্মে কাইস) বলেছেন যে, একদিন তিনি তার দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে গিয়ে তাঁর কোলে দিলে শিশুটি রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) পানি আনিয়ে কাপড়ের ওপরে শুধু ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু কাপড় ভাল করে ধুলেন না। শিশুটি তখন পর্যন্ত দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার খেতোনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫
বীর্য সম্পর্কীয় বিধান।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن ابراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته أن تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه

৫৭৫। আল্‌কামা ও আল্‌-আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশার গৃহে মেহমান হলো। আয়েশা দেখলেন, ভোরে সে তার কাপড় ধুচ্ছে (অর্থাৎ রাত্রে তার স্বপ্ন-দোষ হয়েছিল। তা দেখে আয়েশা বললেন ঃ মূলতঃ তোমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট হতো যে, তুমি নাপাক বস্তুটি দেখে থাকলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে নিতে। আর যদি তা দেখে না থাক, তাহলে (মনের সন্দেহ দূর করার নিমিত্তে) স্থানটিতে পানি ছিটিয়ে হাল্‌কাভাবে ধুয়ে নিতে পারতে। কেননা এমনও হয়েছে আমি নিজে নবী (সা) এর কাপড় থেকে শুকানো বীর্য রগ্‌ড়িয়ে ফেলেছি, আর তিনি সে কাপড় পরেই নামায পড়েছেন।

وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود و همام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

৫৭৬। আয়েশা থেকে বীর্য সম্পর্কিত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাপড় থেকে বীর্য রগ্‌ড়িয়ে ফেলতাম।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ

৫৭৭। আসওয়াদ, আয়েশা-র উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলার ব্যাপারে আবু মা'শার থেকে খালিদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

৫৭৮। হাম্মাম আয়েশা থেকে পূর্বে বর্ণিত সমস্ত বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ

৫৭৯। আমর ইবনে মাইমুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সুলাইমান ইবনে ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ব্যক্তির কাপড়ে বীর্য লাগলে সে কি শুধু ঐ স্থানটি ধুয়ে নিবে না গোটা কাপড়টাই ধুতে হবে। জবাবে তিনি বললেন, আয়েশা আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবলমাত্র বীর্য লাগার স্থানটিই ধুতেন। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরেই নামায পড়তে যেতেন, আর আমি তাঁর কাপড়ের ঐ স্থানটুকু ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد ح وحدثنا أبو كريب
أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة
فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن المبارك
وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

৫৮০। ইবনুল মুবারক ও ইবনে আবু যায়েদা উভয়ে 'আমর ইবনে মাইমুন থেকে একই সনদে এই সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে আবু যায়েদা বর্ণিত হাদীসটি ইবনে বিশ্‌র বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বীর্য লাগলে ধুয়ে নিতেন, কিন্তু ইবনুল মুবারক ও আবদুল ওয়াহিদের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, আয়েশা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড় থেকে তা ধুয়ে দিতাম।

وحدثني أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة
عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما
في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت
بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت
فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يابسا بظفري

৫৮১। আবদুল্লাহ্ ইবনে শিহাব আল খাওলানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আয়েশা (রা)-র গৃহে অবস্থান করলাম। রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হলে উভয় কাপড়

নাপাক হয়ে গেল। (একখানা পরনের কাপড় অপরখানা বিছানার চাদর) তাই আমি কাপড় দু'খানা পানিতে ধুতে গেলে, আয়েশার এক দাসী তা দেখে তাঁকে জানিয়ে দিলো। পরে আয়েশা আমাকে বলে পাঠালেন যে, কে তোমাকে কাপড় দু'খানা এভাবে ধুতে বললো? আমি বললাম, ঘুমন্ত ব্যক্তি যা দেখে আমিও তা দেখেছি, (অর্থাৎ আমার স্বপ্ন দোষ হয়েছে)। তিনি বললেন, তুমি কি কিছু (বীর্য) দেখতে পেয়েছো? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি তুমি কিছু দেখতে পেতে, তাহলে ধুয়ে ফেলতে (অন্যথায় কি প্রয়োজন ছিল) আমি নিজে অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুকনো কাপড় থেকে নখ দিয়ে নাপাক বস্তু চিমটে তুলে ফেলেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

রক্ত নাপাক এবং তা ধোয়ার নিয়ম।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة ح وحدثني محمد ابن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة ثنا حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه

৫৮২। আস্‌মা থেকে বর্ণিত, একদিন একটি স্ত্রীলোক নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কারো যদি কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যায় তখন সে কি করবে? তিনি বললেন ঃ রক্তের জায়গাটি খুব ভালোভাবে রগ্‌ড়াবে, তারপর পানি দিয়ে কচলিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর ঐ কাপড় পরে নামায পড়তে পারবে।

وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير ح وحدثني أبو الطاهر أخبرني ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد

৫৮৩। ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালেম, মালিক ইবনে আনাস ও আমর ইবনুল হারেস সবাই হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে একই সনদে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

সকল প্রকারের পেশাব নাপাক, তা থেকে সাবধান থাকা ওয়াজিব।

وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحق بن ابراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا .

৫৮৪। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এ কবরবাসী দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে! তবে এদেরকে কোনো কবীরা গুনাহর দরুন আযাব দেয়া হচ্ছে না। বরং এদের একজন চোগলখোরী করে বেড়াতো, আর অপরজন পেশাবের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতোনা। ইবনে আব্বাস বলেন, তারপর নবী (সা) খেজুরের একখানা কাঁচা ডাল আনিয়ে তা দু'টুক্‌রা করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একটি করে গেড়ে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, খুব সম্ভব ডাল দু'টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব হাল্‌কা করে দেয়া হবে।[৩১]

حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأ

---

৩১. কারো কারো মতে, নবী (সা) অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন যে, উক্ত মুদ্দতের মধ্যে তাদের কবর আযাব হাল্‌কা হবে। আবার কেউ বলেছেন, তিনি তাদের জন্য দোয়া করতে চাইলে, তাঁকে এরূপ করতে বলা হয়েছিল। কারো মতে আবার, প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্‌র যিকির করে, কাজেই এই ডাল দু'টিও তাদের কবরের ওপর যিকির করবে, যেমন আমরা কবরের পাশে দোয়া কালাম পাঠ করে থাকি। কাজী আয়াজ (র) বলেন, এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে মাযারে ফুল-চাদর ইত্যাদি রাখা সম্পূর্ণরূপে 'বেদ্‌আত'। কেননা নবী (সা) পাপী মু'মিনের কবরের ওপর গোর আযাবের মুক্তির নিয়তে গেড়েছেন, সম্মান স্বরূপ রাখেননি। আর বর্তমানে এসব মাযারে কবরবাসীর সম্মানে রাখা হয়, গুনাহ্ মাফীর জন্য রাখা হয়না। সুতরাং এরূপ করা শক্ত হারাম কাজ, এ কাজ করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

عْمَشِ بِهَـٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْاٰخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ

৫৮৫। আবদুল ওয়াহিদ একই সনদে সুলাইমানুল আ'মাশ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেছেন, আর অন্যজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অবলম্বন করতোনা।

তৃতীয় অধ্যায়

হায়েয সম্পর্কিত বর্ণনা

كتاب الحيض

অনুচ্ছেদ ঃ ১

কটিবাস বা কাপড় পরা অবস্থায় ঋতুবতী নারীর সাথে মেলামেশা করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

৫৮৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের [রাসূলের (সা) স্ত্রীদের] কেউ ঋতুবতী হলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কটিবাস পরার নির্দেশ করতেন। অতঃপর তিনি তার সঙ্গে মেলামেশা করতেন।[১]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

৫৮৭। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের] কেউ খাতুবতী হলে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ঋতুর প্রাবল্যের সময় কটিবাস পরার নির্দেশ

---

১. ঋতু অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম। তবে এছাড়া তার সাথে ওঠা বসা, খাওয়া, শোয়া ইত্যাদি যাবতীয় আচরণ জায়েয।

দিতেন। তারপর তার সঙ্গে মেলামেশা করতেন। আয়েশা বলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মত নিজের কাম-প্রবৃত্তি দমন করতে সমর্থ?[২]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ

৫৮৮। মায়মুনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কটিবাস পরিহিতা, ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে (কাপড়ের ওপরে) মেলামেশা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

ঋতুবতী নারীর সঙ্গে একই বিছানায় শোয়া।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ

৫৮৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা) এর স্ত্রী মায়মুনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার সংগে একই বিছানায় ঘুমাতেন। এই সময় আমার ও তাঁর মাঝে কেবলমাত্র একখানা কাপড়ের আড়াল থাকতো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২. অনেক সময় মেলামেশার দরুন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থেকে যায়। সুতরাং এমন ধরনের মেলামেশা না করাই বাঞ্ছনীয় যা আশংকামুক্ত নয়।

فِى الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِىَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ

৫৯০। উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার ঋতু দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে আমার মাসিকের ন্যাকড়া পরলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ঋতু দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি (উম্মে সালামা) একথাও বলেছেন যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) (নাপাক অবস্থায়) এক সাথে একই পাত্র হতে পানি নিয়ে পবিত্রতার জন্য গোসল করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ঋতুবতী স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া, চুল চিরুনী করে দেয়া, এবং তার কোলে মাথা রেখে কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েয। ঋতুবতী মহিলার উচ্ছিষ্ট বা এঁটে খাবার পবিত্র।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى اِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ

৫৯১। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা) ইতেকাফে থাকা অবস্থায় তিনি (মসজিদের ভিতর থেকে) আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন, আর আমি তাঁর মাথার চুল আঁচড়ে দিতাম। আর ই'তেকাফের সময় মানবীয় প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা) ছাড়া তিনি গৃহে প্রবেশ করতেন না।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ

زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ انْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ الَّا وَأَنَا مَارَّةٌ وَانْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلُ عَلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَايَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّا لِحَاجَةٍ اذَا كَانَ مُعْتَكِفًا وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ اذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ

৫৯২। নবী (সা) র স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (ইতেকাফের সময়) আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া গৃহে প্রবেশ করিনা। গৃহে যদি কোনো রোগী থাকে তাহলে তাকেও কোন কথা জিজ্ঞেস না করে চলে যাই।[৩] ই'তেকাফের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ থেকে আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন, আর আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম। ইতেকাফে থাকা অবস্থায় তিনি (প্রাকৃতিক) কোন প্রয়োজন ছাড়া গৃহে প্রবেশ করতেন না। ইবনে, রুম্হ বলেছেন, তাঁরা ইতেকাফ অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া গৃহে প্রবেশ করতেন না।

وَحَدَّثَنِى هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ الَىَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

৫৯৩। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِى الَىَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِى حُجْرَتِى فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

---

৩. ইতেকাফকারীর পক্ষে কোনো রোগীর কাছে অপেক্ষা করাও জায়েয নয়। তবে যদি অনিবার্য কোন কারণে কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হয় তাও নেহাত প্রয়োজন মাফিক।

৫৯৪। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতেকাফে থেকে (মসজিদ হতে) আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তখন নিজের ঘর থেকে ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

৫৯৫। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা ধুয়ে দিতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ইতেকাফে থাকতেন।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

৫৯৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতেকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে আমাকে বললেন, (ঘর থেকে) আমাকে চাটাইটি হাত বাড়িয়ে দাও। তিনি (আয়েশা রা) বলেন, আমি বললাম, আমি তো এখন ঋতুবতী। জবাবে তিনি বললেন, ঋতু তো তোমার হাতে লেগে নেই।[৪]

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

---

৪. ঋতু অবস্থায় নারীদের মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে বাহির থেকে চাটাই কাপড় ইত্যাদি দিলে বা হাত ঢুকালে মসজিদে প্রবেশ করা হয় না। কিন্তু কুরআন মজীদ স্পর্শ করা নিষেধ। অবশ্য গেলাফ বা কাপড় পেঁচিয়ে ধরা জায়েয।

৫৯৭। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতেকাফে থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে আমাকে (হাত বাড়িয়ে) জায়নামাযটি দেয়ার জন্যে আদেশ করলেন। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি আবার বললেন, তা আমাকে দাও, ঋতুতো আর হাতে লেগে নেই।

وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولته

৫৯৮। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতেকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কাপড়খানা এগিয়ে দাও। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, আমি যে ঋতুবতী! জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঋতু তো আর তোমার হাতে লেগে নেই। সুতরাং তিনি তা এনে দিলেন।

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب

৫৯৯। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী (সা) কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও পাত্রের সেই স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী (সা) কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে

খেতেন।[৫] তবে যুহাইর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'তিনি পান করতেন' এই কথাটি নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

৬০০। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করতেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

৬০১। আনাস থেকে বর্ণিত। ইয়াহুদীদের নিয়ম ছিলো, তাদের নারীরা ঋতুবতী হলে তারা ওদের সাথে পানাহার করতোনা। এমনকি তাদের সাথে মেলামেশা বা একই ঘরে অবস্থানও করতো না। এ সম্পর্কে নবী (সা)-এর সাহাবারা নবী (সা) কে জিজ্ঞেস করলে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ এই আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ হে নবী! লোকেরা আপনাকে ঋতু (মেয়েদের মাসিক) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, এটি

---

৫. হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে ঋতুবতী নারীর সাথে একত্রে পানাহার এবং ওঠাবসা করা জায়েয। আর তার হাত মুখ ইত্যাদিও পবিত্র। মূলতঃ ঋতু অবস্থায় নারীদেরকে নাপাক ধারণা করা কিংবা তাদেরকে অস্পর্শ্য মনে করা মুশরিকদের রীতি বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

একটি অপবিত্র অবস্থা এবং কষ্টকর। কাজেই ঋতু অবস্থায় তোমরা তাদের থেকে পৃথক থাকো। এভাবে আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হলে অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা ঋতুবতী নারীদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই করতে পারো।

ইয়াহুদীদের কাছে এ কথাটি পৌঁছলে, তারা বলাবলি করলো ঐ লোকটি [নবী(সা)] দেখছি ধর্মীয় বিধানের এমন কোন দিক নেই যার বিরোধিতা করা তার উদ্দেশ্য নয়। এর পর উসাঈদ ইবনে হুদাঈর ও উব্বাদ ইবনে বিশর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল, ইয়াহুদীরা এরূপ এরূপ উক্তি করছে। সুতরাং আমরা কি ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে সংগম করবো না? (ইয়াহুদীদের বিরোধিতার জন্য) তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা সহসা বিবর্ণ হয়ে উঠলো বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের ধারণা হলো, নিশ্চয় তিনি এদের কথায় মনে কষ্ট পেয়েছেন। এরপর তারা দু'জন সেখান থেকে রওয়ানা হলো। এসময় তাদের সামনেই নবী (সা)-এর কিছু উপহার হিসেবে কিছু দুধ আসলো। তখন নবী (সা) লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে এনে ঐ দুধ পান করালেন। এতে তারা উভয়ে বুঝতে পারলেন যে নবী (সা) তাদের প্রতি রুষ্ট হননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

মযী (অর্থাৎ যৌন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে বীর্য স্খলনের পূর্বে যে আর্তব নির্গত হয়)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

৬০২। আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খুব বেশী মযী নির্গত হতো। কিন্তু নবী (সা)-এর কন্যা ফাতিমা আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে আমি এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। তাই আমি মিক্দাদ ইবনুল আসওয়াদকে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে আদেশ করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ এরূপ অবস্থা হলে সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলে ওযু করে নেয় (অর্থাৎ এজন্য গোসল করতে হবে না)।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ

৬০৩। আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা)-এর কন্যা ফাতিমা আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করলাম। তাই আমি মিক্‌দাদকে নবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে বিষয়টি জেনে নিতে বললে তিনি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মযী নির্গত হলে শুধু ওযু করতে হবে।

حَدَّثَنِى هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ

৬০৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব বলেছেন, আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাছে মযীর (নির্গত হলে তার) হুকুম সম্পর্কে জানতে পাঠালাম। তিনি গেলেন এবং কোন মানুষের মযী নির্গত হলে সে কি করবে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ওযু করো এবং লজ্জার স্থান ধুয়ে ফেলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ঘুম থেকে উঠে মুখ ও হাত ধোয়া।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ

৬০৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। এক রাতে নবী (সা) ঘুম থেকে ওঠে

প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা) সারলেন এবং মুখ ও হাত ধুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

জুনুবী বা নাপাক ব্যক্তির ঘুমানো জায়েয। তবে কিছু পানাহার করা অথবা ঘুমানো বা পুনরায় সঙ্গম করার ইচ্ছা করলে লজ্জাস্থান ধোয়া ও ওযু করা উত্তম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

৬০৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে নামাযের ওযুর মত ওযু করে ঘুমাতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ

৬০৭। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নাপাক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু খেতে বা ঘুমাতে চাইলে ওযু করে নিতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ

৬০৮। শুবা একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ আমার কাছে হাকাম ইবরাহীমের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ

৬০৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) উমার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ কি জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ওযু করে ঘুমাতে পারবে।

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء

৬১০। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন উমার নবী (সা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, আমরা কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবো? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে ঘুমাতে পারবে। তবে তাকে ওযু করে ঘুমাতে হবে। এরপর সে যখন ইচ্ছা গোসল করে নেবে।

وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم

৬১১। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বললেন যে তিনি রাতের বেলা (স্ত্রী সংগমজনিত কারণে) নাপাক হয়ে যান। (এ অবস্থায় তিনি কি করবেন?) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, তুমি ওযু করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে তারপর ঘুমাবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

৬১২। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিত্র নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ প্রসংগে হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ নাপাক অবস্থায় তিনি কি করতেন? তিনি কি ঘুমানোর পূর্বে গোসল করে নিতেন? না কি গোসল না করে ঘুমাতেন? তিনি বললেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনো তিনি গোসল করে ঘুমাতেন আবার কখনো শুধু ওযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে কাইস বলেন, একথা শুনে আমি বলে উঠলাম আল্‌হামদুলিল্লাহ্। মহান আল্লাহ্‌র সব প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহজতা প্রদান করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৬১৩। আবদুর রহ্‌মান ইবনে মাহ্‌দী ও ইবনে ওহাব উভয়ই একই সনদে মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ

৬১৪। আবু সাঈদ খুদ্‌রী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন একবার স্ত্রী সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছে করে, তাহলে তাকে ওযু করতে হবে।[৬] তবে আবু বকর তাঁর বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অধিক বর্ণনা করেছেন যে, উভয়-সঙ্গমের মাঝে ওযু করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন ঃ যদি সে এরপর পুনর্বার সঙ্গম করতে চায়।

وحدثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

৬১৫। আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব স্ত্রীর কাছে গিয়ে (সংগম করে) একবার মাত্র গোসল করতেন।*

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

স্বপ্নে রেতঃপাত হলে নারীদেরও গোসল করা ওয়াজিব।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ

৬১৬। আনস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন ইস্‌হাক ইবনে আবু তাল্‌হার দাদী উম্মে সুলাইম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, এ সময় আয়েশাও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পুরুষ যেমন স্বপ্নে (রেতঃপাত) দেখে, নারীও যদি তা দেখে এমতাবস্থায় সে কি করবে? তখন আয়েশা বললেন, উম্মে সুলাইম, তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি তো মেয়েদেরকে লাঞ্ছিত করে

---

৬. দুই সঙ্গমের মাঝখানে ওযু করা মুসতাহাব।

* নবী (সা) গোসল যদিও একবারই করতেন কিন্তু মাঝখানে ওযু করে নিতেন।

ছাড়লে। আয়েশার 'তোমার অকাল্যাণ হোক' কথাটি তিনি ভালো অর্থেই বলেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ হে আয়েশা, বরং তোমার অকল্যাণ হোক (কেননা সে তো দ্বীনের একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে চেয়েছে।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হাঁ হে উম্মে সুলাইম! স্বপ্নে এরূপ দেখলে তাকে গোসল করতে হবে।

حدثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ اِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ

৬১৭। উম্মে সুলাইম (হযরত আনাসের মাতা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী (সা)-কে নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, স্বপ্নে পুরুষরা যেমন দেখে থাকে (স্বপ্নদোষ হয়) নারীরাও যদি তেমন দেখে, তাহলে কি করবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, নারী যদি এরূপ দেখে তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। নবী (সা) এর স্ত্রী উম্মে সালামা বলেন, এতে আমি খুব লজ্জাবোধ করলাম। কিন্তু উম্মে সুলাইম আবার প্রশ্ন করলেন, মেয়েদেরও কি এরূপ হয়? (অর্থাৎ তাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?) জবাবে আল্লাহ্‌র নবী (সা) বললেন, হাঁ হয়। যদি নারীদের রেত স্খলনই না হবে তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে সন্তান তাদের আকৃতির অনুরূপ হয় কেমন করে? পুরুষের বীর্য গাঢ় এবং সাদা। আর মেয়েদের বীর্য বা আর্তব পাতলা ও হলুদাভ। সুতরাং মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যার বীর্য প্রাধান্য বিস্তার করে কিংবা যার পানির (রতির) প্রাবল্য হয় অথবা বলেছেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আগে নির্গত হয়, সন্তান তার সদৃশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

حدثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ اذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ

৬১৮। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন। জনৈকা নারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মেয়ে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা পুরুষেরা দেখে থাকে (স্বপ্নে রেতঃপাত হয়) তাহলে সে কী করবে? নবী (সা) বললেন, পুরুষদের যা হয় মেয়েদেরও যদি তা হয় তাহলে তাকে গোসল করতে হবে।

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء فقالت أم سلمة يارسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبم يشبهها ولدها

৬১৯। উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে সুলাইম নাম্নী এক মহিলা নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ সত্য বলতে লজ্জা পান না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ। যদি বীর্য দেখতে পায় তাহলে গোসল করতে হবে। সালামা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মেয়েদেরও কি স্বপ্নে রেতঃপাত হয়? তিনি বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক, যদি তাই না হবে তাহলে সন্তান কি করে তার মায়ের সদৃশ আকৃতি লাভ করে?

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الاسناد مثل معناه وزاد قالت قلت فضحت النساء.

৬২০। ওয়াকী' ও সুফিয়ান উভয়েই একই সনদে হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত এতটুকু বলেছেন যে, নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা বললেন, তুমি মেয়েদের লাঞ্ছিত করে ছাড়লে।

وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن

عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أُفٍّ لَكِ أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذٰلِكَ

৬২১। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আবু তালহার মা উম্মে সুলাইম নবী (সা)-এর কাছে গেলেন। এরপর হিশাম বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীসের অনুরূপ অর্থ সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করলেন তবে হাদীসের মধ্যে একথাও আছে যে, আয়েশা বলেন, আমি উম্মে সুলাইমকে বললাম, 'তোমার প্রতি আফ্‌সোস' মেয়েরাও কি এরূপ স্বপ্ন দেখে?

حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأُلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذٰلِكَ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ

৬২২। আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন মেয়ের যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং সে বীর্যও দেখতে পায় তাহলে কি তাকে গোসল করতে হবে? তিনি [(নবী (সা)] বললেন, হাঁ। একথা শুনে আয়েশা উক্ত মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি আঘাতপ্রাপ্ত হও। আয়েশা বলেন, আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আয়েশা! তাকে বলতে দাও। এভাবেই তো সন্তান পিতা-মাতার আকৃতি লাভ করে। নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে সন্তান তার মায়ের আকৃতি পায়। আর পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে সন্তান তার চাচাদের আকৃতি পায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

পুরুষ ও নারীর বীর্যের বর্ণনা। অবশ্য সন্তান উভয়ের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি হয়ে।

حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِىُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِى فَقُلْتُ أَلاَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الْيَهُودِىُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِى سَمَّانِى بِهِ أَهْلِى فَقَالَ الْيَهُودِىُّ جِئْتُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنْفَعُكَ شَىْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنَىَّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ الْيَهُودِىُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فِى الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً قَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ الْيَهُودِىُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَىْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ نَبِىٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنَىَّ قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِىُّ الرَّجُلِ مَنِىَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ وَإِذَا عَلاَ مَنِىُّ الْمَرْأَةِ مَنِىَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ قَالَ الْيَهُودِىُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِىٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ

فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَنِى هٰذَا عَنِ الَّذِى سَأَلَنِى عَنْهُ وَمَالِى عِلْمٌ بِشَىْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِىَ اللّٰهُ بِهِ .

৬২৩। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় ইয়াহুদীদের এক পুরোহিত এসে বললো, 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ'। তার এ কথা শুনে আমি তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলাম যে, সে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে বললো, তুমি আমাকে ধাক্কা দিচ্ছো কেন? আমি বললাম, তুমি 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বললে না!' তার উত্তরে ইয়াহুদী বললো, আমরা (ইয়াহুদীরা) তাঁকে তাঁর পরিবারের রাখা নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রকৃতপক্ষে আমার নাম মুহম্মাদ। আমার পাবিারের লোকেরা আমার এ নামই রেখেছেন। এসব কথার পর ইয়াহুদী বললো, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জবাব দেই তাতে কি তোমার কোন উপকার হবে? সে বললো, আমি শুনবো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার হাতের ছড়ি দ্বারা মাটিতে দাগ দিলেন বা বৃত্ত আঁকলেন। এবার তিনি বললেন, তুমি যা জানতে চাও বলো। তখন ইয়াহুদী বললো, "যেদিন (কিয়ামতের দিন) যমীন ও আসমানকে ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত করা হবে, সেদিন লোকজন কোথায় অবস্থান করবেন?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তারা পুলসিরাতের সামনে অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, সর্বপ্রথম কাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে? তিনি বললেন, গরীব মোহাজিরদেরকে। ইয়াহুদী পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতবাসীদের জন্য প্রথম উপহারযোগ্য কি হবে? নবী (সা) বললেন, মাছের কলিজা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তাদের জন্য এর পরে খাদ্য কি হবে? তিনি বললেন, জান্নাতে অবাধ বিচরণকারী ষাড় জবাই করে খাওয়ানো হবে। এবার ইয়াহুদী প্রশ্ন করলো অর্থাৎ সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলো, এরপর সেখানে তাদের পানীয় কি হবে? তিনি বললেন, বেহেশতের সালসাবীল নামক ঝর্ণার পানি। (তারা এই পানি পান করবে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জওয়াব শুনে সে বলে উঠলো, আপনি সত্যই বলেছেন। অতঃপর সে বললো, আমি আরো একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞেস করবো যা এ ধরাপৃষ্ঠে কোনো নবী অথবা দু'একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই জানেনা। নবী (সা) বললেন, আমি যদি তোমাকে তা বলি তাহলে কি তোমার কোনো উপকার হবে? সে বললো, আমি মনোযোগ সহকারে শুনবো। অতঃপর বললো, আমি আপনাকে শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই। (অর্থাৎ সন্তান ছেলে বা মেয়ে কিভাবে হয়?) জবাবে নবী (সা) বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা বর্ণের এবং নারীর পানি হলুদ বর্ণের। নারী ও পুরুষ মিলিত হলে পুরুষের বীর্য যদি প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে আল্লাহর হুকুমে সন্তান পুরুষের মত হয়। আর নারীর বীর্য যদি পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে

তাহলে সন্তান আল্লাহ্‌র হুকুমে নারীর মত হয়। এসব কথা শুনে ইয়াহুদী বললো, আপনি অবশ্যই সত্য কথা বলেছেন, এবং আপনি নিঃসন্দেহে সাচ্চা নবী। এরপর সে প্রশ্ন বলে গেলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে আমাকে যেসব বিষয় জিজ্ঞেস করেছে, তার কোনটি সম্পর্কে আমার জানা ছিলনা। আল্লাহ্ তাআলাই এ বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ وَقَالَ أَذْكَرَ وَآنَثَ وَلَمْ يَقُلْ أَذْكَرَا وَآنَثَا

৬২৪। মুয়াবিয়া ইবনে সাল্লাম একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি তার বর্ণনাতে এতটুকু অধিক বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসে ছিলাম। আর যায়েদা তার বর্ণিত হাদীসে এতটুকু অধিক 'বিরাট মাছের কলিজা' (যকৃৎ) আর তিনি "আসকারা" ও "আ-নাসা" শব্দ দুটির একবচন রূপ ব্যবহার করেছেন, দ্বিবচন ব্যবহার করেননি ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

জানাবাত বা অপবিত্রতার গোসলের নিয়ম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

৬২৫। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জানাবাত বা পাক হওয়ার জন্য গোসল করতেন,[৭] তখন প্রথমে হাত দু'খানা ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে

৭. যৌন মিলন কিংবা স্বপ্নবশতঃ রেতঃপাত হলে মানুষ নাপাকী হয়ে যায়। এই অবস্থাকে 'জানাবাত' এবং এরূপ ব্যক্তিকে 'জুনুবী' বলা হয়। এ অবস্থায় গোসল করা ফরয।

বাম হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। এরপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন এবং তার পরে হাতে পানি নিয়ে আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় প্রবেশ করিয়ে দিতেন। যখন দেখতেন যে, পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন তিন আঁজলা পানি নিয়ে মাথার ওপরে ঢালতেন। পরে সারা শরীরে পানি ঢালতেন এবং সব শেষে পা দু'খানা ধুয়ে নিতেন।

وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الاسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين

৬২৬। জারীর আলী ইবনে মুস্হির ও ইবনে নুমাইর সবাই একই সনদে হিশাম থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের হাদীসে পা ধোয়ার কথা উল্লেখ নেই।

وحدثناه عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة

৬২৭। আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন পানির পাত্রে হাত ঢুকাবার পূর্বে উভয় হাত (কবজি পর্যন্ত) ধুয়ে নিতেন। অতঃপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন।

وحدثني علي بن حجر السعدي حدثني عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الاناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ

عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ

৬২৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালা মায়মুনা আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জানাবাতের গোসলের জন্যে পানির পাত্র এগিয়ে দিলাম। তিনি প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত দু'বার অথবা তিনবার ধুয়ে নিলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বাম হাতে লজ্জাস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। পরে বাম হাতখানা মাটিতে খুব করে রগড়ালেন, এরপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করলেন। পরিশেষে মাথার ওপর পূর্ণ তিন আঁজলা ভর্তি পানি ঢেলে দিয়ে পরে সারা শরীর ধুয়ে নিলেন। অতঃপর উক্তস্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পা দু'খানা ধুলেন। তখন আমি তাঁর গা মোছার জন্যে কাপড় (রুমাল) নিয়ে আসলে তিনি তা ব্যবহার করলেন না বরং ফেরৎ দিলেন।[৮]

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ ح وحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ

৬২৯। ওয়াকী ও আবু মু'আবিয়া উভয়ে আ'মাশ থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে তিন অঞ্জলি ভর্তি পানি মাথার ওপর ঢেলে দেয়ার কথা নেই। তবে ওয়াকী বর্ণিত হাদীসে ওযু করার পূর্ণ নিয়ম কানুন বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি কুল্লি করা এবং নাকে পানি দিয়ে সাফ করার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মু'আবিয়া বর্ণিত হাদীসে রুমাল বা কাপড় খণ্ডের কথা উল্লেখ হয়নি।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

---

৮. ওযুর পরে রুমাল বা অন্য কিছু দ্বারা পানি মোছা বা না মোছা উভয়টিই জায়েয। কেননা নবী (সা) কখনো রুমাল ব্যবহার করেছেন আবার কখনও করেননি। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে পানি না মোছাই উত্তম।

ابْنُ اِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هٰكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ

৬৩০। মায়মুনা থেকে বর্ণিত। কোন এক সময় (ওযুর পরে) নবী (সা)-কে হাত মোছার জন্য রুমাল দেয়া হলে তিনি তা নিলেন না এবং বললেন, পানি এরূপ করতে হয়; তখন তিনি হাত থেকে পানি ঝেড়ে ফেলছিলেন।

وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني ابو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه

৬৩১। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জানাবাতের গোসলের সময় দুধ দোহনের পাত্রের (হেলাব)[৯] মত একটি পাত্রভর্তি পানি চেয়ে নিতেন, তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান দিক ও পরে বাম দিক ধুয়ে ফেলতেন, অতঃপর অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মাথার ওপরে ঢালতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

জানাবাত বা অপবিত্রতার গোসলের জন্য যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। একই সাথে স্বামী স্ত্রীর একপাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা এবং একজনের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অন্যের গোসল করা।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة

---

৯. 'হেলাব' এমন পাত্র যার মধ্যে চার সেরের মত পানি ধরে, তবে সাধারণতঃ এমন পাত্রে উষ্ট্রী গাভী ইত্যাদির দুধ দোহন করা হতো। হাদীসে বুঝানো হয়েছে যে, এক হেলাব পরিমাণ পানি থাকা অবস্থায় জানাবাতের গোসল করে নিতে হবে। শুধু 'তায়াম্মুম' জায়েয হবে না।

৬৩২। আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) এক 'ফারাক'[১০] ধরে এমন একপাত্র পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করতেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ

৬৩৩। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ফারাক পরিমাণ পানি ধরে এমন পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাত বা অপবিত্রতার গোসল করতেন। অনেক সময় আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম। আর সুফিয়ান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে একই পাত্র থেকে গোসল করতেন কথাটি উল্লেখ রয়েছে। কুতাইবা বর্ণনা করেছেন যে সুফিয়ান বলেছেন, 'ফারাক' বলা হয় তিন সা' পরিমাণ পানিকে।

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ

৬৩৪। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি ও 'আয়েশার দুধ-ভাই তাঁর (আয়েশার) নিকট গেলাম। এইদিন আবু সালামা আয়েশা কে নবী (সা)-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, আয়েশা এক সা পরিমাণের একটি পাত্র ভর্তি পানি আনালেন এবং তা দিযে গোসল করে দেখালেন। আবু সালামা

---

১০. এক 'ফারাক' এর পরিমাণ ১০/১২ সের আর এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক।

বলেন, এ সময় আমাদের ও আয়েশার মাঝখানে একখানা পর্দা ছিলো। শেষের দিকে তিনি মাথার ওপর তিন বার পানি ঢাললেন।[১১] আবু সালামা বলেছেন। নবী (সা)-এর স্ত্রীগণ তাদের মাথার চুল এমনভাবে ছেঁটে-কেটে রাখতেন যে, শেষ পর্যন্ত তা 'ওয়াফ্‌রা'[১২] এর মত হয়ে যেতো।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذٰلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ

৬৩৫। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। আয়েশা বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন (জানাবাতের) গোসল করতেন, তখন প্রথমে ডান হাতে পানি ঢেলে তা ভাল করে ধুতেন। তারপর ডান হাত দ্বারা নাপাক বস্তু ও স্থানের ওপর পানি ঢেলে বাম হাত দ্বারা তা ধুয়ে সাফ করতেন এবং এসব করার পর মাথায় পানি ঢালতেন। আয়েশা বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় একই পাত্রে গোসল করতাম।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذٰلِكَ

---

১১. আয়েশা (রা) আবু সালামার দুধ সম্পর্কীয় খালা ছিলেন, তাই আয়েশার শরীরের অংশ যেমন মাথা, চুল ইত্যাদি দেখে থাকলে, তা পর্দার পরিপন্থী হয়নি।

১২. চুলের মাথা কেটে কান পর্যন্ত করা হলে তাকে 'ওয়াক্‌রা' বলা হয়। সম্ভবতঃ নবী (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণ বিভিন্ন কারণে অতিরিক্ত লম্বা চুল রাখতেন না।

৬৩৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি ও নবী (সা) তিন মুদ্দ বা সম পারিমাণ পানি ধরে এমন পাত্রের পানিতে একই সঙ্গে গোসল করতেন।[১৩]

وحدثنا يحي بن يحي أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان

৬৩৭। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাপাক অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে একই সাথে গোসল করতাম। তিনি আমার চাইতে এত দ্রুত পানি তুলে নিতেন যে, আমি শেষ পর্যন্ত বলতাম, আমার জন্যে কিছু পানি রাখতে হবে তো।

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة

৬৩৮। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই সাথে একই পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম। তাতে একবার আমি হাত দিয়ে পাত্র থেকে পানি উঠাতাম আরেকবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠাতেন।

وحدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد

---

১৩. মুদ্দ, সা' ইত্যাদি আরবী পরিমাপ, এক মুদ্দ হচ্ছে এক সা'র চতুর্থাংশ। সম্ভবতঃ এখানে মুদ্দ অর্থ হচ্ছে– সা'। কাজী আয়াজ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। কেননা এ অর্থে পেছনে বর্ণিত 'ফারাক' শব্দের সাথে সামঞ্জস্য থাকে। অর্থাৎ তিন বা এক 'ফারাকের সমপরিমাণ।

৬৩৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মায়মুনা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মায়মুনা) ও নবী (সা) একই পাত্রে (জানাবাত বা অপবিত্রতার) গোসল করতেন।

وحدثنا اسحق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال اسحق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي ان أبا الشعثاء أخبرني ان ابن عباس أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة

৬৪০। আবু শা'সা থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্ত্রী মায়মুনার গোসলের পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحي بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت أم سلمة حدثته ان أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة

৬৪১। উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) একসাথে একই পাত্রের পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করেছেন।

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قالا حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر

৬৪২। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাব্‌র থেকে বর্ণিত। তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঁচ মাকুক বা পাঁচ মুদ্দ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক 'মাক' দ্বারা ওযু করতেন। আর ইবনে মুসান্না বলেছেন, পাঁচ মাকুক দ্বারা গোসল করতেন এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবনে মুয়ায আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে জাব্‌র শব্দটি উল্লেখ করেননি।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

৬৪৩। আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা) এক মুদ্দ পানি দ্বারা ওযু এবং এক সা' থেকে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দ্বারা গোসল করতেন। (অর্থাৎ কমপক্ষে এক সা' এবং সার্বাধিক পাঁচ মুদ্দ)

وحدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ

৬৪৪। সাফীনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য এক সা' পানি এবং ওযু করার জন্য এক মুদ্দ পানিই যথেষ্ট ছিলো।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ أَوْ قَالَ وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَثِقُ بِحَدِيثِهِ

৬৪৫। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবা সাফীনা[১৪] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সা' পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করতেন এবং এক মুদ্দ পানি দ্বারা ওযু করতেন। আর ইবনে হুজার তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, তাঁর ওযুর জন্য এক মুদ্দ পরিমাণ পানি দরকার হতো। আবু রায়হানা বলেন, সাফীনা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমি তাঁর বর্ণিত হাদীসের ওপর নির্ভর করতে পারিনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

গোসলের সময় মাথা ও শরীরের অন্যান্য অংগের ওপরে তিনবার পানি ঢেলে দেয়া মুসতাহাব।

حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن سليمان بن صرد عن جبير ابن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف

৬৪৬। জুবাইর ইবনে মুত্ইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন (জানাবাতের) গোসল সম্পর্কে কিছু সংখ্যক সাহাবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে নানা রকম মত প্রকাশ করলো। কেউ বললো, আমি তো এই পরিমাণ এবং এই পরিমাণ পানি দিয়ে মাথা ধুয়ে থাকি। এসব শুনে রাসূল (সা) বললেন, আমি তো আমার মাথার ওপর তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে থাকি।

وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا

---

১৪. 'সাফীনা' অর্থ নৌকা বা জাহাজ। তাঁর আসল নাম নিয়ে নানা মতামত রয়েছে যেমন মেহরান, নাজরান, রোমান, কায়েস ও উমাইর ইত্যাদি। একদা এক যুদ্ধে তিনি অধিক পরিমাণে মাল বহন করে নিয়ে আসলে, নবী (সা) তাঁকে দেখে বললেন, তুমি তো 'সাফীনা' (নৌকা)। সে থেকে তিনি 'সাফীনা' নামে পরিচিত।

৬৪৭। জুবাইর ইবনে মুত্‌ইম থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন নবী (সা)-এর সামনে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে আলোচনা উঠলে তিনি বললেন, আমি মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি।

وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قالا أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله

৬৪৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিগণ এসে নবী (সা)-কে বললো আমাদের এলাকাটি অত্যন্ত শীতপ্রধান, সেখানে আমরা (জানাবাতের) গোসল কিভাবে করবো? তিনি বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি। ইবনে সালেম হুশাইম ও আবু বিশরের মাধ্যমে তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল' বলে সম্বোধন করে বলেছিলো।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب

৬৪৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) জানাবাতের গোসল করার সময় মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ তাঁকে (জাবিরকে) বললেন, আমার মাথায় তো চুল অনেক (কাজেই এটুকু পানি তো আমার জন্যে যথেষ্ট নয়।) জবাবে জাবির বললেন, ভাতিজা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথায় চুল তোমার চেয়ে অনেক বেশী এবং উত্তম ও পরিচ্ছন্ন ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ঋতু বা জানাবাতের গোসলের সময় স্ত্রীলোকের মাথার বেনীর ক্ষেত্রে করণীয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ

৬৫০। উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো মাথার চুলের বেনী গেঁথে থাকি। সুতরাং জানাবাতের গোসলের সময় কি আমি তা খুলবো? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৬৫১। ইয়াযীদ ইবনে হারূন ও সাওরী আইয়ুব ইবনে মুসার মাধ্যমে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "আমি কি জানাবাত এবং হায়েযের গোসলের জন্য আমার মাথার বেনী খুলবো? তিনি বললেন, না।" এরপর ইবনে উয়াইনা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ

رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ

৬৫২। আহমদ ইবনে সাঈদ দারেমী, যাকারিয়া ইবনে আদী, ইয়াযীদ ইবনে যুবায়ের, রাওহ্ ইবনে কাসেম ও আইয়ুব ইবনে মুসার মাধ্যমে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাতে আছে, আমি (মহিলাটি) বললাম ঃ আমি কি গোসলের জন্যে চুলের বেণী খুলে ফেলবো? এ বর্ণনাতে তিনি হায়েযের কথা বলেননি।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ اذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هٰذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ اذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ انَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ افْرَاغَاتٍ

৬৫৩। উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশা জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার স্ত্রীলোকদেরকে গোসলের সময় তাদের মাথার চুল (বেনী) খোলার আদেশ দিয়ে থাকেন। একথা জানার পর আয়েশা বললেন, আশ্চর্য লাগে ইবনে উমারের মত লোক মেয়েদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল খোলার আদেশ করেন। তাহলে তো তিনি তাদেরকে মাথার চুল মুড়ে ফেলার আদেশ দিতে পারেন। অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একসাথে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করেছি। এ সময় আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলির অধিক পানি ঢালিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

ঋতু থেকে গোসল করার পর মেয়েদের সুগন্ধি মাখানো বস্ত্রখণ্ড লজ্জাস্থানে ব্যবহার করা উত্তম।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ

৬৫৪। আয়েশা থেকে বর্ণিত। একজন মহিলা এসে নবী (সা)-কে ঋতুর শেষে পবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। বর্ণনাকারী মান্‌সুর বলেন যে, আয়েশা বলেছেন, ঋতু শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য কিভাবে গোসল করতে হয়। নবী (সা) তাকে তা বুঝিয়ে বললেন, এরপর মৃগনাভী (বা সুগন্ধি) মাখানো একখণ্ড কাপড় দ্বারা পবিত্র হবে। মহিলাটি বললো, তা দিয়ে আমি কিরূপে পবিত্র হবো? নবী (সা) আবার বললেন, উক্ত বস্ত্রখন্ড দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। এবার নবী (সা) বলে উঠলেন, সুব্‌হানাল্লাহ্‌! একথাও বুঝতে পারছোনা? এ কথা বলে, নবী (সা) মুখ ঢাকলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, তার হাতে নিজের মুখ ঢেকে আমাদেরকে দেখলেন।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

৬৫৫। আয়েশা থেকে বর্ণিত। এক মহিলা এসে নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কিভাবে গোসল করবো? তিনি বললেন, কস্তুরী মাখানো একখন্ড কাপড় দ্বারা রক্ত লাগা স্থানসমূহ মুছে পবিত্র হও। এভাবে বর্ণনা করার পর তিনি সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ

تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

৬৫৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আস্‌মা নবী (সা)-কে ঋতুর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তমরূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাবে এবং সারা শরীরে পানি ঢেলে দিবে। পরে কস্তুরী মাখানো একটুকরা কাপড় দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করবে। একথা শুনে আস্‌মা বললেন, কস্তুরী মাখানো বস্ত্র দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা হাসিল করবো? তখন নবী (সা) বললেন, সুব্‌হানাল্লাহ্! তুমি তা দিয়েই পবিত্রতা হাসিল করবে। আয়েশা চুপিসারে তাকে বললেন, রক্ত চিহ্নিত স্থানে উক্ত (কস্তুরী মিশ্রিত) কাপড় দ্বারা ঘষে মুছে ফেলো। এবার আস্‌মা নবী (সা)-কে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পানি নিয়ে খুব ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো, অথবা তিনি বললেন, যথাস্থানে পানি পৌঁছিয়ে পবিত্র হবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে ভালোভাবে রগড়িয়ে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছিয়ে দাও। এরপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দাও। আয়েশা বলেন, আনসারী মহিলা কতইনা উত্তম! দ্বীন ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভের ব্যাপারে লজ্জা শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتَرَ

৬৫৭। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মু'আয তার পিতা মুআয ও শো'বার মাধ্যমে একই সনদে

অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সা) বললেন, সুব্হানাল্লাহ! তার (মিশক মাখানো বস্ত্রখন্ড) দ্বারা তুমি পবিত্রতা অর্জন করো। এ বলে তিনি মুখ আড়াল করলেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن ابراهيم ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة

৬৫৮। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আসমা বিন্তে শাক্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের (নারীদের) কেউ ঋতু থেকে মুক্ত হলে সে কিভাবে গোসল করবে? এভাবে এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে তিনি তার বর্ণিত এ হাদীসে জানাবাতের গোসলের কথাটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

ইসতিহাযা বা রক্তপ্রদর রোগগ্রস্তা নারীর গোসল ও তার নামায।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله انى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

৬৫৯। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল আমি একজন ইসতিহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্তা নারী। কখনো এ রোগ থেকে মুক্ত হইনা। তাই আমি কি নামায পড়া ছেড়ে দেবো? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ না, তুমি নামায পড়া ছাড়বে না। কেননা এ হায়েয না বরং একটি শিরা নিসৃত রক্ত। তাই যখন হায়েয দেখা দেবে তখন শুধু নামায পড়বে না। আর যখন হায়েয ভালো হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামায পড়বে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ

৬৬০। আবু মুআবিয়া, জারীর, নুমাইর ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে একই সনদে ওয়াকী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন যে, আমাদের গোত্রের একজন মহিলা ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আসাদ [নবী (সা) এর নিকট] এসে বললো; ইমাম মুসলিম বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত একটি শব্দ আছে যা আমি উল্লেখ করিনি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ ابْنَةُ جَحْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةَ

৬৬১। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে হাবীবা বিন্‌তে জাহশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আমি সবসময় ইসতিহাযা বা প্রদর রোগাক্রান্ত থাকি। তাই (নামায ও অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে) আমার করণীয় বলে দিন। একথা শুনে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা (হায়েয নয় বরং) শিরা নিসৃত রক্ত।[১৫] এরূপ হলে তুমি রক্ত ধুয়ে (ওযু করে) নামায পড়বে। তাই তিনি (উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সময় তা ধুয়ে নিতেন। লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, রাসূসুলুল্লাহ্ (সা) উম্মে হাবীবাকে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সময় ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন– একথা ইবনে শিহাব বর্ণনা করেননি। বরং এটি তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করতেন। ইবনে রুম্‌হ তার রেওয়ায়েতে (বিনতু জাহাশ না বলে) "ইব্‌নাতু জাহাশ বলেছেন" এবং 'উম্মে হাবীবা' নামটি উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا لَوْ سَمِعَتْ بِهٰذِهِ الْفُتْيَا وَاللَّهِ اِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي

৬৬২। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্যালিকা আবদুর রহমান ইবনে আওফের স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ, দীর্ঘ সাত বছর রক্তপ্রদরে ভুগেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফতোয়া চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা ঋতুর রক্ত নয়, বরং তা হচ্ছে শিরা নিসৃত রক্ত। সুতরাং তা ধুয়ে ফেলে নামায পড়বে। আয়েশা বলেন, এরপর থেকে উম্মে হাবীবা, তাঁর বোন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে পানির কাষ্ঠপাত্রে গোসল করতো। তার এত পরিমাণে রক্তপাত হতো যে,

---

১৫. ঋতু বা হায়েযের রক্ত রেহেম বা গর্ভথলি থেকেই নির্গত হয়। কিন্তু ইস্‌তেহাযা বা রক্তপ্রদর শিরা থেকে নিঃসৃত হয়। কাজেই উভয়টি এক জিনিস নয়।

রক্তে পাত্রের পানি লালবর্ণ ধারণ করতো। ইবনে শিহাব বলেন, আমি হাদীসটি আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশামের নিকট বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, "আল্লাহ্ হিন্দার প্রতি অনুগ্রহ করুন, যদি সে এ ফতোয়াটি শুনতে পেতো তাহলে, আল্লাহর শপথ! সে নিশ্চয়ই অনুশোচনায় কেঁদে ফেলতো? কেননা সেও রক্তপ্রদরে ভুগছে এবং এ জন্য নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر

ابن زياد أخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث الى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده

৬৬৩। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে হাবীবা বিন্‌তে জাহ্‌শ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলো, সে সাত বছর যাবত রক্তপ্রদর রোগে ভুগছিলো। এরপর তিনি আমর ইবনে হারেসের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় হাদীস "রক্তে সমুদয় পানি লাল বর্ণের হয়ে গেছে" পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। তিনি অবশ্য পরের অংশটুকু বর্ণনা করেননি।

وحدثني محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم

৬৬৪। আয়েশা থেকে বর্ণিত। জাহ্‌শের এক কন্যা সাত বছর পর্যন্ত রক্তপ্রদরে ভুগছিলো এরপর বর্ণনা করলেন যেরূপ অন্যান্যদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا

الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت ان أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي

৬৬৫। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে হাবীবা রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদরের রক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা বলেন, তার অবস্থা ছিল এই যে, আমি তার রক্তে বিরাট পানির পাত্রটি রঞ্জিত দেখেছি। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, যে ক'দিন ঋতু থাকে সে কদিন নামায পড়বে না।

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

৬৬৬। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফের স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তার রক্তপ্রদরের অসুবিধের কথা জানালো। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মাসিক ঋতুর মেয়াদ পরিমাণ অপেক্ষা করো (অর্থাৎ) এই সময়ে নামায পড়বেনা। এই সময় অতিক্রান্ত হলে তুমি গোসল করবে এবং নামায পড়বে। তাই তিনি প্রত্যেক নামাযের সময়ই গোসল করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

ঋতুবতী নারীর জন্য রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে, তবে ঐ সময়ের নামায তাকে পড়তে হবেনা।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ

৬৬৭। মুআযা থেকে বর্ণিত। একদিন একজন মহিলা এসে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুকালে আমাদের যে নামায কাযা হয় তা কি পড়তে হবে? আয়েশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হারুরার অধিবাসী?[১৬] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে আমাদের মধ্যে কেউ ঋতুবর্তী হলে (নামায ছেড়ে দিত) কিন্তু পরে তাকে তা কাযা করার হুকুম দেয়া হতো না।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ

الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ

أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِي يَقْضِينَ

৬৬৮। ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মুআযাকে বলতে শুনেছি, এক মহিলা (সম্ভবতঃ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হারুরীয়া মহিলা) আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী তার ঋতুকালীন নামায কি কাযা করবে? আয়েশা বললেন, তুমি কি হারুরার অধিবাসিনী? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ ঋতুবতী হলে নামায কাযা করতেন কিন্তু তাদেরকে কি তিনি বদলে কিছু করতে বলতেন? মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর বলেন, অর্থাৎ কাযা করতে বলতেন? [অর্থাৎ নবী (সা) এরূপ আদেশ করতেন না।]

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ

تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلٰكِنِّي

أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

---

১৬. 'হারুরা' কুফার নিকটবর্তী একটি স্থান। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথম এখানে সমবেত হয়েছিল তাই সেখানকার লোকদেরকে হারুরী এবং স্ত্রীলিংগে হারুরীয়া বলা হয়ে থাকে। খারেজীদের মতে ঋতুকালীন নামাযও কাযা করতে হবে যেমন রোযা কাযা করতে হয়। এই একটি মাসআলায় সমস্ত উলামাদের ইজমা হয়েছে যে, ঋতুকালীন নামায কাযা করতে হয়না। এতে কারোর দ্বিমত নেই।

৬৬৯। মুআযা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী মহিলা তার রোযার কাযা করবে অথচ তাকে নামায কাযা করতে হবে না এটা কেমন কথা। একথা শুনে আয়েশা বললেন, তুমি কি হারুরীয়ার অধিবাসিনী? মুআযা বলেন, আমি বললাম, না আমি হারুরীয়ার অধিবাসিনী নই। বরং আমি শুধু ব্যাপারটি জানতে চাচ্ছি। আয়েশা বললেন, নবী (সা)-এর সময়ে আমরা ঐ অবস্থায় পতিত হলে আমাদেরকে রোযা কাযা করার হুকুম দেয়া হতো কিন্তু নামায কাযা আদায়ের জন্য আদেশ করা হতো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

গোসল করার সময় কাপড় বা অন্য কিছু দ্বারা আড়াল করা।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ

৬৭০। উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে দেখি তিনি গোসল করছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁকে একখানা কাপড় দ্বারা পর্দা করে রেখেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى

৬৭১। উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলেন। এই সময় রাসূল (সা) মক্কার উচ্চভূমি এলাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি গিয়ে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোসল করার জন্য উঠে গেলেন। এই সময় ফাতিমা তাকে পর্দা দ্বারা আড়াল করে দিলেন। (গোসলের পর)

নবী (সা) একখানা কাপড় নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিলেন এবং আট রাকআত চাশতের নামায পড়লেন।

وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى

৬৭২। আবু কুরাইব আবু উসামা, ওয়ালীদ ইবনে কাসীর ও সাঈদ ইবনে আবু হিন্দের মাধ্যমে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন যে, তার [নবী (সা)] কন্যা ফাতিমা একখানা কাপড় দিয়ে তাঁকে পর্দা করে দিলে গোসল শেষ করলেন। নবী (সা) উক্ত কাপড়খানা নিয়ে শরীরে জড়িয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি আটটি সিজদায় চার রাকআত চাশতের নামায পড়লেন।

حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِيءُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ

৬৭৩। মায়মুনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর জন্যে পানি এনে তাঁকে পর্দা করে দিলে তিনি গোসল করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

কারোর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো হারাম।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

৬৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ খুদরী তার পিতা আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একজন আরেক জনের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং একজন স্ত্রীলোক আরেকজন স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না। আর কোন লোক অন্য আরেকজন লোকের সাথে একই বিছানায় ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে এক স্ত্রীলোক আর একজন স্ত্রীলোকের সাথে একই বিছানায় ঘুমাবে না।[১৭]

وَحَدَّثَنِيهِ هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ

৬৭৫। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইবনে রাফে ইবনে আবু ফুদাইক ও দাহ্হাকের মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে 'আওরাত' শব্দটির স্থলে উরওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ উলংগ অবস্থায় পুরুষ পুরুষের দিকে এবং নারী নারীর দিকে তাকাতে পারবেনা এবং একই বিছানায় ঘুমাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو اسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ الَى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللّٰهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا الَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى بِاثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو اسْرَائِيلَ الَى سَوْأَةِ مُوسَى قَالُوا وَاللّٰهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ الَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ

---

১৭. শরীরের যে অংগ সতর করা ওয়াজিব সে অংগের দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম। মোল্লা আলীকারী বলেন, বস্ত্রবিহীন খালি শরীরে দু'জন এক বিছানায় শোয়া নিষেধ। এমনকি পিতা খালি গায়ে তার বালেগ পুত্র সহ এক চাদরে শোয়াও নিষেধ।

أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ اِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ

৬৭৬। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুরায়রা আমাদের কাছে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বনী ইসরাঈলরা একসাথে উলংগ হয়ে গোসল করতো এবং একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতো। কিন্তু মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। এ কারণে বনী ইসরাঈলরা মনে করলো ঃ আল্লাহ্র কসম, মূসা (আ)-এর অবশ্যই একশিরা রোগ আছে তাই তিনি আমাদের সাথে গোসল করেন না। একদিন মূসা (আ) গোসল করতে গিয়ে একটি পাথরের ওপর কাপড় রেখে গোসল করতে লাগলেন। এমন সময় পাথরটি কাপড়খানা নিয়ে পালাতে শুরু করলো। মূসা (আ) তখন পাথরের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে থাকলেন "পাথর আমার কাপড় দাও, পাথর আমার কাপড় দাও"। এভাবে বনী ইসরাঈলরা মূসা আলাইহিস সালামের লজ্জাস্থান দেখে ফেললো। তখন তারা বলে উঠলো, আল্লাহর কসম মূসার কোন খুঁত নেই। এবার পাথর থেমে গেল এবং বনী ইসরাঈল ভালভাবে তার লজ্জাস্থান দেখে নিলো। অবশেষে মূসা (আ) তাঁর কাপড়খানা নিলেন এবং পাথরের ওপর আঘাত করতে লাগলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম মূসা (আ) এর আঘাতের দরুন সেই পাথরটিতে ছয়-সাতটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

وحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ اِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ اِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ اِلَى الْاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اِزَارِي اِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ اِزَارَهُ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى عَاتِقِكَ

৬৭৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণের সময় নবী (সা) ও (তাঁর চাচা) 'আব্বাস পাথর বহন করছিলেন। একসময়

আব্বাস নবী (সা)-কে বললেন ঃ তুমি তোমার পরনের কাপড়টা খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখো। তিনি তাই করলেন কিন্তু সংগে সংগে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং চোখ দুটি স্থির হয়ে থাকলো। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার লুঙ্গি দাও। তখন তাঁকে তার লুঙ্গি বেঁধে দেয়া হলো। ইবনে রাফে' তাঁর বর্ণিত হাদীসে عَلَى رَقَبَتِكَ শব্দটি উল্লেখ করেছেন عَلَى عَاتِقِكَ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن اسحق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت ازارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا

৬৭৮। আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের (কুরাইশদের) সঙ্গে কাবাগৃহ (মেরামতের জন্যে) পাথর বহন করছিলেন।[১৮] সেই সময় তাঁর পরনে ছিলো লুঙ্গি। তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে বললেন; ভাতিজা! যদি তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধের ওপর পাথরের নীচে রাখতে, তাহলে সুবিধাজনক হতো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তা খুলে কাঁধের ওপর রাখলেন। কিন্তু তখনই তিনি মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আর কখনও তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখা যায়নি।

حدثنا سعيد بن يحي الأموي حدثني أبي حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن

---

১৮. এক বর্ণনায় দেখা যায় কা'বাগৃহ সর্বমোট নয় বার ভাঙ্গা গড়া হয়েছে। তবে এর মধ্যে চার বার মেরামত ও পাঁচবার পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। কাবাঘর সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন শীস্ ইবনে আদম (আ)। ২য় বার ইব্‌রাহীম (আ)। ৩য় বার নির্মাণ করেন কুরাইশগণ। এই নির্মাণ কাজ নবী (সা) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ অথবা পনের বছর পূর্বে হয়েছিল বলে জানা যায়। ৪র্থ বার আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা) এবং ৫ম বার উমাইয়া খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। বর্তমানে সেই নির্মাণের মূল কাঠামোই বহাল আছে। পরে খলীফা মান্‌সূর তা ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করতে চাইলে ইমাম মালিক (র) কঠোরভাবে বাধা দেন। তাই তিনি এ থেকে বিরত থাকেন।

حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِىُّ اَخْبَرَنِى اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ اَحْمِلُهُ ثَقِيْلٍ وَعَلَىَّ اِزَارٌ خَفِيْفٌ قَالَ فَانْحَلَّ اِزَارِىْ وَمَعِىَ الْحَجَرُ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اَضَعَهُ حَتّٰى بَلَغْتُ بِهِ اِلٰى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ اِلٰى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوْا عُرَاةً

৬৭৯। মিস্ওয়ার ইবনে মাখ্রামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি একখানা ভারী পাথর বহন করে আনছিলাম। আমার পরনে ছিল পাতলা পরিধেয়। তিনি বলেন, আমার পরিধেয় লুঙ্গি খুলে পড়লো কিন্তু তখন আমি পাথরখানা নামিয়ে রাখতে পারলামনা। যথাস্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত লুঙ্গিখানা সামলাতেও পারলাম না। ফলে আমি উলঙ্গ অবস্থায়ই পাথর বহন করে চললাম দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন ঃ গিয়ে কাপড়খানা উঠিয়ে নিয়ে পরিধান করো এবং এভাবে উলঙ্গ অবস্থায় চলোনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

পেশাবের সময় পর্দা করা।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَرْدَفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَاَسَرَّ اِلَىَّ حَدِيْثًا لَا اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ اَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ اَوْ حَائِشُ نَخْلٍ . قَالَ ابْنُ اَسْمَاءَ فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِىْ حَائِطَ نَخْلٍ

৬৮০। আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর সওয়ারীর পিছন দিকে তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমাকে চুপি চুপি এমন একটি কথা বললেন যা আমি কাউকে কখনও বলবো না। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করার সময় উঁচু টিলা অথবা ঘন বৃক্ষরাজি দ্বারা আবৃত স্থানকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। ইবনে আস্মা তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, অর্থাৎ খেজুর বাগানের আড়ালে প্রয়োজন সামাধা করাটাই বেশী পছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্ত্রী সহবাসের সময় বীর্য নির্গত না হলে গোসল করা ওয়াজিব ছিলনা তবে তা এখন রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন সঙ্গম করলেই (বীর্যপাত হোক না হোক) গোসল করা ওয়াজিব।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عِتْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

৬৮১। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ খুদ্‌রী তার পিতা আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু সাঈদ খুদরী) বলেছেন, কোন এক সোমবারে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কোবা এলাকার দিকে গমন করলাম। আমরা বনু সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইত্‌বান এর বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালেন এবং তাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পরনের লুঙ্গি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হয়ে আসলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমরা কি লোকটিকে তাড়াহুড়োয় ফেলে দিলাম? তখন ইত্‌বান বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সংগমের সময় তাড়াহুড়া করে এবং তাতে বীর্যপাত না হয় তখন তাকে কি করতে হবে? (অর্থাৎ তাকে গোসল করতে হবে কি না?) জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বস্তুতঃ বীর্যপাত ঘটলেই গোসল করতে হবে।[১৯]

حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ

১৯. এটা ইসলামের প্রথম যুগের বিধান ছিল, পরে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন সমস্ত উলামাদের ঐকমত্য হলো, স্ত্রী সঙ্গম করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক উভয়ের ওপর গোসল করা ফরয।

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

৬৮২। আবু সাঈদ খুদ্‌রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন, স্ত্রী সহবাসকালে বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়।

حدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا

৬৮৩। আবুল আলা ইবনে শিখ্খীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন কোন হাদীস একটি আরেকটিকে রহিত করে, যেমন কুরআনের কোন কোন আয়াত কোন কোন আয়াতকে রহিত করে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ . وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ

৬৮৪। আবু সাঈদ খুদ্‌রী থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসারীর কাছে গেলেন এবং তাকে ডাকতে লোক পাঠালেন, তখনই সে বের হয়ে আসলো। তখনো তার মাথার চুল থেকে পানি টস টস করে ঝরে পড়ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সম্ভবতঃ আমরা তোমাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছি। সে বললো হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি তুমি তাড়হুড়ায় পতিত হও; অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) শুক্র বের হবার আগে বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে তোমাকে গোসল করতে হবে না, ওযু অবশ্যই করতে হবে।

حدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي

৬৮৫। উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি এভাবে স্ত্রী সহবাস করে যে তার বীর্যপাত হলোনা কিন্তু স্ত্রীর যোনীদেশের আর্তব তার পুরুষাংগে লাগলো, তাহলে সে কি করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, স্ত্রীর অংগ থেকে যা লেগেছে তা ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করে নামায পড়বে।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

৬৮৬। উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় কিন্তু বীর্যপাত না হয়, তাহলে এরূপ অবস্থায় সে পুরুষাংগ ধুয়ে ওযু করে নামায পড়বে।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬৮৭। যায়েদ ইবনে খালেক আল্ জোহানী থেকে বর্ণিত। তিনি উস্মান ইবনে আফ্ফানকে জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রী সঙ্গম করার পর যদি কোনো পুরুষের বীর্যপাত না হয় তাহলে সে কি করবে? উত্তরে উসমান বললেন, সে নামাযের ন্যায় ওযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে। তারপর উসমান বললেন, আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছি।

وحدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَىٰ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৮৮। আবু আইয়ুব বলেছেন যে, তিনি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছেন।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَانْ لَمْ يُنْزِلْ. قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ أَشْعُبِهَا الْأَرْبَعِ.

৬৮৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, কেউ যদি স্ত্রীর চার অংগের মধ্যবর্তী স্থানে (বসে)[২০] স্থাপন করে প্রচেষ্টা চালায় তাহলে তার ওপর গোসল ফরয হয়ে যায়। বর্ণনাকারী মাতার তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, যদি বীর্যপাত নাও হয়ে থাকে তবুও গোসল ফরয হবে। যুহাইর বলেছেন, 'তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নারীর চার শাখার মধ্যে বসে'।

---

২০. নারীর চার শাখা বলতে তার দু'হাত ও দু'পা বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, নারীর যোনীর চার পাশ। ইমাম নববী (র) বলেন, নারীর যোনীর মধ্যে পুরুষাঙ্গ অদৃশ্য হলে, উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়। এক সময় এ ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও পরবর্তীকালে, গোসল ফরয হওয়ার ওপর ইজ্মা বা ঐকমত্য স্থাপন হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلْ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

৬৯০। শোবা কাতাদাহ থেকে উক্ত সনদে অনুরূপই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে শোবার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আছে 'অতঃপর সম্ভোগ করে' কিন্তু 'যদিও বীর্যপাত না হয়' এ বাক্যটি তিনি বলেননি।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

৬৯১। আবু মূসা থেকে বর্ণিত। (স্ত্রী সংগম করার পর বীর্যপাত না হলে, তাকে গোসল করতে হবে কিনা?) এ বিষয়ে মুহাজির এবং আনসারদের কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে

মতানৈক্য হলো। আনসারীরা বললো, সবেগে বীর্যপাত হওয়া ছাড়া গোসল ওয়াজিব হয়না। অপরদিকে মুহাজিররা বললো, বরং নারী-পুরুষ পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়। আবু বুরদা বলেন, এসব শুনে আবু মূসা বললেন, আমি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে সন্তোষজনক জবাব দেবো। এটুকু কথা বলে আমি উঠলাম এবং সোজা আয়েশা (রা)-এর নিকট পৌঁছে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, হে আম্মাজান, অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছিলাম হে "উম্মুল মুমিনীন; আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি কিন্তু আপনাকে তা বলতে লজ্জাবোধও করছি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তো তোমার মা, তোমরা গর্ভধারিণী মায়ের কাছে কোন জিনিস চাইতে যেমন তুমি লজ্জাবোধ করোনা তেমনি আমাকেও কোন বিষয় বলতে লজ্জাবোধ করবেনা। আমি বললাম, কি কারণে গোসল করা ওয়াজিব হয়? বিষয়টি সম্পর্কে সঠিকভাবে যিনি জানেন তুমি তার কাছেই এসে পৌঁছেছ। যখন কেউ স্ত্রীর চার অংগের মাঝে বসবে এবং উভয়ের গোপন অংগ পরস্পর স্পর্শ করবে বা মিলিত হবে তখন অবশ্যই তাদের ওপর গোসল ফরয হবে।

حدثنا هرون بن معروف وهرون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل

৬৯২। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বীর্যপাত না ঘটায় তাহলে এ অবস্থায়ও কি তাদেরকে গোসল করতে হবে? (লোকটি যখন এই প্রশ্ন করছিলো) আয়েশা তখন নবী (সা)-এর কাছে বসেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়েশার দিকে ইংগিত করে দেখিয়ে বললেন, আমি এবং এই স্ত্রীলোকটি এরূপ করে থাকি এবং পরে গোসল করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে ওযু করা।

وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن

خَالِد قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

৬৯৩। যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে ওযু করতে হবে। ইবনে শিহাব, উমার ইবনে আবদুল আযীয ও আবদুল্লাহ্ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কারেযের মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন আবু হুরায়রা-কে মসজিদের সামনে ওযু করতে দেখেছেন। আবু হুরায়রা বললেন, আমি কয়েক টুকরো পনির খেয়েছি, তাই ওযু করছি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তোমরা আগুনে রান্না করা খাবার খেলে ওযু করবে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, আমি সাঈদ ইবনে খালেদ ইবনে আমর ইবনে উসমানের কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে ওযু করা সম্পর্কে উরওয়া ইবনে যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন, আমি নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, তোমরা আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে ওযু করবে।[২১]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

---

২১. আগুনে রাঁধা খাবার খেলে পরে ওযু করার বিধান এক সময় থাকলে ও পরবর্তী সময়ে তা মানসূখ হয়ে গেছে। অথবা এটাও বলা যায় যে, হাদীসে বর্ণিত 'ওযু' অর্থ– শরীয়তে বর্ণিত ওযু নয় বরং হাত মুখ ইত্যাদি ধোয়া, যেমন আমরা কোনো ব্যক্তিকে হাত পা ধুয়ে নিলে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকি, সে ওযু করেছে।

৬৯৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরীর রান খেয়ে তারপর ওযু না করেই নামায পড়লেন।

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيي بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب ابن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ح وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء

৬৯৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন নবী (সা) সামান্য গোশ্তযুক্ত হাঁড় অথবা গোশ্ত খেয়ে ওযু না করেই নামায পড়লেন। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছেন, পানি স্পর্শ করলেন না।

وحدثنا محمد ابن الصباح حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ

৬৯৬। জা'ফর ইবনে উমাইয়া আদদামরী তার পিতা 'আমর ইবনে উমাইয়া আদ্দামরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে (বকরীর) রান কেটে কেটে খেতে দেখছেন এবং তারপর তিনি ওযু না করে নামায পড়েছেন।

حدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي الى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

৬৯৭। জা'ফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী তাঁর পিতা উমাইয়া আদ-দামরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বকরীর রান থেকে গোশত কেটে কেটে খেতে দেখেছি। ইতিমধ্যে তাঁকে নামাযের জন্যে ডাকা হলে তিনি ছুরিখানা রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং ওযু না করেই নামায পড়লেন। ইবনে আব্বাস বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মধ্যমে রাসূলুলাহ্ (সা) থেকে হদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমর বলেন, বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইবের মাধ্যমে নবী (সা)-এর স্ত্রী মায়মুনা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) একদিন তার ঘরে বকরীর রান খেলেন এবং পরে পুনরায় ওযু না করেই নামায পড়লেন। আমর বর্ণনা করেছেন, জাফর ইবনে রাবী'আ, ইয়াকুব ইবনে আশাজ্জ ও কুরাইবের মাধ্যমে নবী (সা)-এর স্ত্রী মায়মুনা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমর আরো বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনে আবু হিলাল আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবু রাফে' আবু গাতফানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আবু রাফে' বলেছেন, আমি সাক্ষী যে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য বকরীর পেটের সিনার গোশত রান্না করেছিলাম। তিনি তা খাওয়ার পর পুনরায় ওযু না করেই নামায পড়লেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا

৬৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দুধ পান করলেন এবং পরে পানি চেয়ে নিয়ে কুলি করলেন। তিনি বললেন, দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

৬৯৯। আমর, আউযায়া এবং ইউনুস ইবনে শিহাবের মাধ্যমে উকাইল বর্ণিত সনদে যুহরীর নিকট থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً

৭০০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড়-চোপড় পরিধান করে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁকে কিছু গোশত ও রুটি উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হলে তিনি তা থেকে তিন লোকমা খেলেন। কিন্তু পরে পানি স্পর্শ না করেই (ওযু না করে) লোকদের নামায পড়ালেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَلَّى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ

৭০১। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আ'তা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি ইবনে আব্বাস-এর সঙ্গে ছিলাম... এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে হাল্‌হালার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তন্মধ্যে এতটুকু কথা অধিক উল্লেখ করলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'লোকদেরকে নামায পড়িয়েছেন, একথা বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

উটের গোশ্‌ত খেয়ে ওযু করা।

حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الابل قال نعم فتوضأ من لحوم الابل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الابل قال لا

৭০২। জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি বকরীর গোশ্‌ত খেলে কি ওযু করবো? তিনি বললেন, মনে চাইলে ওযু করো, আর মনে না চাইলে করো না। আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা উটের গোশ্‌ত খেলে কি আমি ওযু করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশ্‌ত খেলে ওযু করবে।[২২] সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আমি কি বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়বো? তিনি বললেন, হাঁ। সে আবার বললো, আমি কি উটের খোয়াড়ে নামায পড়বো? তিনি বললেন, না।[২৩]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك ح وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة

৭০৩। জাবির ইবনে সামুরা নবী (সা) থেকে, আবু আওয়ানা থেকে কামেল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

২২. বকরীর গোশতের চেয়ে উটের গোশ্‌তে তৈলাক্ততা বা চর্বি অনেক বেশী। তাই উটের গোশত খাওয়ার পর ওযু বা হাত মুখ ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তা খেলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে না।

২৩. বকরী সাধারণতঃ নিরীহ ও শান্ত প্রাণী; সুতরাং তার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার মধ্যে মানসিক দুশ্চিন্তা বা তার আক্রমণের আশংকা থাকে না। কিন্তু উটের চরিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হাদীসের অর্থ এ নয় যে, বকরীর খোয়াড় বা পেশাব পায়খানা পাক, আর উটের মল-মূত্র নাপাক। বরং বকরী ও উট উভয় জন্তুর পেশাব ও পায়খানাই নাপাক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর ওযু নষ্ট হওয়ার সন্দেহ হলেও ঐ অবস্থায় নামায পড়া জায়েয।

وحدثني عَمْرو النَّاقد وزُهير بن حَرْب ح وحَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو حدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعبَّاد بن تميم عن عمه شُكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد

৭০৪। সাঈদ ও আব্বাদ ইবনে তামীম তাঁর চাচার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে এইমর্মে অভিযোগ করা হলো যে, সে নামাযরত অবস্থায় কোন কিছু হওয়ার (ওযু নষ্ট হওয়ার) ধারণা করে। (এমতাবস্থায়) এখন সে কি করবে? উত্তরে নবী (সা) বললেন, শব্দ না শোনা অথবা শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত সে নামায ছাড়বেনা। আবু বকর ও যুহাইর ইবনে হারব তাঁদের বর্ণিত হাদীসে আব্বাদ ইবনে তামীমের চাচার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেমুল মাযীনা বলে উল্লেখ করেছেন।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

৭০৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি পেটে কিছু (বায়ু) অনুভব করে এবং তা থেকে কোনো কিছু (বায়ু) নির্গত হলো কিনা সে ব্যাপারে সন্দিহান হয়, তাহলে এমতাবস্থায় শব্দ শোনা বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সে নামায ছেড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

মৃত জন্তুর চামড়া পাকা করার পর তা পবিত্র হয়ে যায়।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

৭০৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় মায়মুনার এক দাসীকে সদকা হিসেবে একটি বকরী দেয়া হয়েছিলো। একদিন সেটা মরে গেল (তাই ফেলে দেয়া হলো)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সময় তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়াটা খুলে পাকা করে নিলে না কেন? তাহলে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারতে। সবাই বললো, ওটা মরে গিয়েছিলো, তাই। নবী (সা) বললেন ঃ মরে গেলে তো তা খাওয়া হারাম (কিন্তু তার চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়)।[২৪] আবু বকর ও ইবনে আবু উমার মায়মুনা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ বর্ণনাকারী মায়মুনা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নন)

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

---

২৪. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে শুকর ও কুকুরের চামড়া ব্যতীত সব জন্তুর চামড়া পাকা করলে পাক হয়। ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, কেবলমাত্র শুকরের চামড়া পাক হয় না। তবে পরবর্তীকালে উলামাদের ফতোয়া হচ্ছে যে, কোনো মৃত পশুর সমস্ত অংগ হারাম ও নাপাক।

৭০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি মৃত বকরী (পড়ে থাকতে) দেখলেন। সেটি মায়মুনার এক দাসীকে সাদকা হিসেবে দেয়া হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা এর চামড়াটি (খুলে নিয়ে) কাজে লাগালে না কেন? তারা বললো, ওটা মরে গিয়েছে তাই। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ মৃত জন্তু শুধু খাওয়া হরাম। (এর চামড়া খুলে পাকা করে ব্যবহার করা হারাম নয়)।

حدثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ

৭০৮। ইবনে শিহাব একই সনদে ইউনুসের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ

৭০৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি পরিত্যক্ত মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বকরীটি মায়মুনার এক দাসীকে সাদ্‌কা হিসেবে দেয়া হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তারা এর চামড়াটা খুলে, পাকা করে তা কাজে লাগালো না কেন?

حدثني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

৭১০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মায়মুনা তাঁকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন এক স্ত্রীর একটি বকরী ছিল, তা মরে গেলে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা এর চামড়াটা খুলে নিলেনা কেন? তাহলে তোমরা তা ব্যবহার করে উপকৃত হতে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا

৭১১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। একদিন নবী (সা) মায়মুনার এক দাসীর মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া প্রয়োজনীয় কাজে লাগালে না কেন?

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

৭১২। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কাঁচা চামড়াকে পাকা করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

৭১৩। আবদুর রহমান ইবনে ওয়ালা ও ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহইয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَالَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ

৭১৪। আবুল খায়ের (মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-ইয়াযানী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি ইবনে ওআলা আস-সাবায়ীর গায়ে একটা কোমল পশমের তৈরী জামা দেখে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলাম। তখন তিনি বললেন, কি ব্যাপার স্পর্শ করে দেখছো যে? (নাপাক মনে করছো নাকি!) আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিলাম, আমরা মাগরিবে (মরক্কো) বাস করি। আমাদের সাথে বার্বার এবং অগ্নিপূজকরাও বাস করে। তাদের জবাই করা মেষের পোশাক আমাদের কাছে আসে। অথচ আমরা তাদের জবাই করা পশুর গোশত খাইনা। তারা আমাদের জন্য চর্বি ভর্তি মশকও নিয়ে আসে। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বললেন, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয়ে যায়।

وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَئِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ فَقُلْتُ أَرَأْيٌ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ

৭১৫। ইবনে ওআলা আস্‌সাবায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে

আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা মাগরিবে (মরক্কো, আফ্রিকায়) থাকি অগ্নিপূজারীরা আমাদের কাছে চামড়ার থলিতে পানি ও চর্বি ভর্তি করে আনে (আমরা তা ব্যবহার করবো কি না?) তিনি বললেন, হাঁ পান করো। আমি বললাম, এটা কি আপনার নিজস্ব অভিমত? জবাবে ইবনে আব্বাস বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কাঁচা চামড়া পাকা করলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

তায়াম্মুম সম্পর্কিত হুকুম আহকাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ • عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى فَأَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِى خَاصِرَتِى فَلَا يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِى فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

৭১৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা বাইদা কিংবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে পৌঁছলে

আমার গলার হারখানা ছিঁড়ে পড়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুসন্ধান করার জন্য সেখানে অবস্থান করলেন। আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে রয়ে গেলো। কিন্তু সেখানে পানি ছিলনা এবং তাঁদের সাথে আনা পানিও অবশিষ্ট ছিল না। লোকজন আবু বকরের কাছে এসে বললো, আপনি কি জানেন আয়েশা কি কাজটা করেছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং অন্য লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটকে দিয়েছেন, যেখানে পানি নেই এবং লোকজনের সঙ্গেও পানি অবশিষ্ট নেই। একথা শুনে আবু বকর আমার কাছে আসলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমার কাছে এসে তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং অন্যসব লোককে এমন এক জায়গায় আটকে ফেলেছো যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সঙ্গেও পানি অবশিষ্ট নেই। আয়েশা বলেন, আবু বকর আমাকে তিরস্কার করলেন, আর আল্লাহ্র ইচ্ছায় যা বলার বললেন। এমনকি তিনি আমার (শরীরের) পার্শ্বদেশে হাত দ্বারা সজোরে খোঁচা মারতে লাগলেন। কিন্তু আমার উরুর ওপর যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথা রাখা আছে তাই আমি ধৈর্য ধরে স্থির থাকলাম (নড়াচড়া করলাম না)। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভোর পর্যন্ত পানি ছাড়াই ঘুমালেন। ঠিক এই সময় মহামহিম আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। লোকেরা সবাই তায়াম্মুম করলো। (আনন্দে আত্মহারা হয়ে) আকাবা রাতের[২৫] প্রতিনিধিদের একজন উসাঈদ ইবনে হুদাঈর বলে উঠলেন, হে আবু বকরের পরিবার তোমাদের কারণে কেবলমাত্র এটিই প্রথম বরকত নয়।[২৬] আয়েশা বলেন, অতঃপর আমি যে উটের ওপর ছিলাম সেটিকে উঠালে তার নীচে আমার হারটি পাওয়া গেল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً

فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ

فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ

أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا

---

২৫. নবুয়াতের দ্বাদশ বছর হজ্জের মওসুমে মদীনা থেকে ৭২ জন লোক মক্কায় এসে গোপনে রাতের অন্ধকারে এক পাহাড়ের গুহায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাদের ভেতর থেকে ১২ জনকে 'নকীব' প্রতিনিধি বা নেতা নিযুক্ত করেন। ইসলামী ইতিহাসে এ রাতের নাম আকাবার রাত হিসেবে প্রসিদ্ধ। অবশ্য এমন ঘটনা দুইবার হয়েছে।

২৬. আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ করা থেকে শুরু করে তাঁর গোটা পরিবারটিই ইসলামের জন্যে বিভিন্ন পর্যায়ে একটা কল্যাণময়ী পরিবারই প্রমাণ হয়েছে। এখানে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً

৭১৭। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর বোন আসমার একটি মালা ধার করে কোন এক সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হারটি হারিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাহাবাদের কয়েকজনকে সেটি তালাশ করতে পাঠালেন, ইতিমধ্যে নামাযের সময় হলে তারা সবাই বিনা ওযুতেই নামায পড়লো। যখন তারা নবী (সা)-এর নিকট ফিরে আসলো। তখন এ ব্যাপারে অসুবিধার কথা বলে অভিযোগ করলো। ঠিক এর কারণে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। খুশিতে উসাঈদ ইবনে হুদাঈর আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, আল্লাহ্র কসম! যখন আপনার ওপর কোনো মুসীবত নাযিল হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ আপনার জন্যে তা থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেছেন। আর তাতে সব মুসলমানের জন্য কল্যাণ দান করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ

৭১৮। শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসউদ) ও আবু মূসা এর সঙ্গে বসে ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা (আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে

উদ্দেশ্য করে) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! যদি কেউ জুনুবী অর্থাৎ নাপাক হয়, আর একমাস নাগাদ পানি না পায়, তাহলে সে কিভাবে নামায পড়বে? জবাবে আবদুল্লাহ্ বললেন, 'সে তায়াম্মুম করবেনা যদিও একমাস যাবত পানি না পায়'। আবু বকর মূসা বললেন, তাহলে আপনি সূরা মায়েদার আয়াত ঃ "যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো"– আয়াতের হুকুম সম্পর্কে কি করবেন? আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি লোকদেরকে এ আয়াতের ওপর আমলের সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে পানি একটু ঠাণ্ডা হলেই তারা তায়াম্মুম করতে শুরু করবে। অতঃপর আবু মূসা আবদুল্লাহ্কে বললেন, আপনি কি আম্মারের কথা শুনেননি? তিনি বলেছেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। আর সেখানে গিয়ে আমি জুনুবী বা অপবিত্র হয়ে গেলাম। আমার ওপর গোসল ফরয হয়ে গেল। অথচ আমি পানি পেলাম না। ফলে আমি জানোয়ারের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং এভাবে নামায ও অন্যান্য ফরয কাজ করলাম। তারপর আমি নবী (সা)-এর নিকট ফিরে আসলে ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন, তোমার পক্ষে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিলো। এই বলে তিনি দু'হাতের তালু দিয়ে একবার মাটিতে চাপড়ালেন, পরে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের উপরিভাগ মাসহ্ করলেন, অনুরূপভাবে উভয় হাতের পিঠ এবং উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসহ্ করলেন। এবার আবদুল্লাহ্ বললেন, আপনি কি জানেন না যে উমার শুধু আম্মারের একার কথা যথেষ্ট মনে করেননি।

وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

৭১৯। শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে বললেন, অতঃপর আবু মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসের ন্যায় (হাদীসের) পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব শুনে (আম্মারকে) বললেন ঃ তোমার পক্ষে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিলো। এ বলে তিনি দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে চাপড় দিলেন এবং ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে মুখমণ্ডল ও দুই হাত মাসহ্ করলেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ شُعْبَةَ

قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللّٰهَ يَا عَمَّارُ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ . قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

৭২০। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইবনে আবযা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি উমার এর কাছে এসে বললো, আমি জুনুবী বা অপবিত্র হয়ে গিয়েছি, কিন্তু গোসল করার জন্যে পানি পাইনি। তাই এখন আমি কি করবো? জবাবে উমার তাকে বললেন, নামায পড়োনা। একথা শুনে আম্মার বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সময় আমি ও আপনি এক যুদ্ধ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আর আমরা উভয়ে জুনুবী হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমরা গোসলের জন্য পানি পাইনি। ফলে আপনি তো নামাযই বাদ দিলেন। আর আমি (চতুষ্পদ জন্তুর মতো) মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠে নামায আদায় করেছিলাম। এসব শুনে নবী (সা) বললেন, তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট ছিলো যে, উভয় হাত সমানে মাটিতে মেরে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত দু'খানা মাসহ্ করে নিতে।" এতে উমার বললেন, হে আম্মার আল্লাহ্‌কে ভয় করো। (অর্থাৎ রাসূলের হাদীস বর্ণনা করতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করো; সম্ভবতঃ কোনো কথা তুমি ভুলে গিয়েছো। আম্মার বললেন, আপনি শুনতে না চাইলে আমি তা বলতাম না। হাকাম বলেন, ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে যাররের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুর রহমান আরো বলেন, সালামা আমাকে যারর্ এর মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তোমার বর্ণনার দায়-দায়িত্বতো তোমাকেই বহন করতে হবে।

وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ

شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ . قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

৭২১। ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি উমার এর কাছে এসে বললো, আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু আমি পানি পাইনি (তাই গোসলও করতে পারিনি)। এতটুকু বর্ণনা করার পর পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করলেন। তবে এই বর্ণনাতে এতটুকু অধিক বর্ণনা হয়েছে যে, আম্মার বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার আনুগত্য করা আমার ওপর ফরয, সুতরাং যদি আপনি চান, তাহলে আমি এ হাদীসটি আর কাউকেই বর্ণনা করবো না। অবশ্য তিনি হাদ্দাসানী জারামতা আন্ যারর্ এ বাক্যটি এ হাদীসে উল্লেখ করেননি। ইমাম মুসলিম বলেছেন, লাইস ইবনে সাদ, জাফর ইবনে রাবী'আ, 'আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাকৃত গোলাম উমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমাইর) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, একদা আমি ও নবী (সা)-এর স্ত্রী মায়মুনার আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান ইবনে ইয়াসার, আবুল জাহম ইবনুল হারেস ইবনে সিম্মাতুল আনসারীর কাছে গেলাম। আবুল জাহম বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বীরে জামাল (মদীনার একটি স্থানের নাম)-এর দিক থেকে আসছিলেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে এক ব্যক্তির (আবুল জুহাইম) দেখা হলে লোকটি তাঁকে সালাম দিলো কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সালামের জবাব দিলেন না এবং এভাবে তিনি একটি প্রাচীরের পাশে এসে পৌঁছলেন। এরপর তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসহ্ করলেন, এবং

তার সালামের জবাব দিলেন (অর্থাৎ তায়াম্মুম করেই সালামের জবাব দিলেন)।[২৭]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

৭২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) পেশাব করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিলে তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না।[২৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

মুসলমান কখনো নাপাক বা অপবিত্র হয় না।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

৭২৩। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন তিনি জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় মদীনার এক রাস্তায় নবী (সা)-এর সাথে তার দেখা হয়ে গেল। তখন তিনি চুপিসারে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন এবং গোসল করলেন। নবী (সা)

---

২৭. বিনা ওযুতে সালামের জবাব দেয়া জায়েয, যেমন মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয। তবে, ওযুসহ এসব কাজ করা উত্তম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওযু বা তায়াম্মুম ছাড়া কোনো ইবাদত করতেন না। এ কারণেই তিনি প্রথমে সালামের জবাব দেননি।

২৮. আবু দাউদের 'শরাহ্ আন্ওয়ারে মাহ্মুদ' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ্। আর সালাম দিলেও তার জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। তন্মধ্যে ক'টি হলো পেশাব বা পায়খানায় রত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া; মুয়াজ্জিন, নামাযী ব্যক্তি, কুরআন পাঠরত ব্যক্তি, গোসল করা ও খাওয়া-দাওয়ায় রত ব্যক্তি এবং ওয়ায়েয বা বক্তা ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

তাকে তালাশ করে পেলেন না। পরে যখন তিনি আসলেন তখন নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল আপনার সাথে আমার যখন সাক্ষাত হলো তখন আমার উপর গোসল ফরয ছিলো। এ অবস্থায় আমি গোসল না করা পর্যন্ত আপনার সান্নিধ্যে আসা বা আপনার সাথে মেলামেশা করা পছন্দ করিনি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, সুবহানাল্লাহ! (কি বলছো?) মু'মিন কখনো অপবিত্র বা নাপাক হয় না।[২৯]

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب

قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجس

৭২৪। হুযাইফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তার এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ হয়ে গেল যে, তখন তিনি (হুযাইফা) জুনুবী ছিলেন, তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে চুপিসারে সরে পড়লেন এবং গোসল করে নিলেন। পরে এসে বললেন, আমি তখন জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় ছিলাম। তাই চলে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ মুসলমান কখনও অপবিত্র হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

জানাবাত (অপবিত্রতা) বা অনুরূপ অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করা।

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قالا حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه

عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر

الله على كل أحيانه

৭২৫। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী (সা) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণ (যিকির) করতেন।[৩০]

---

২৯. নাপাক হওয়া শরীয়াতের একটা বিধান বৈ কিছুইনা। এ অবস্থায় ইবাদত করা নিষেধ। তবে, কারোর সাথে মেলা মেশা করা, উঠা-বসা করা বা খাওয়া দাওয়া করায় কোন দোষ নেই। অর্থাৎ মু'মিনের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্র। কিন্তু মুশরিকগণ আকীদাগতভাবে নাপাক। তাই কুরআনে বলা হয়েছে- إنما المشركون نجس।

৩০. ওযু ব্যতিরেকে তাস্‌বীহ, তাহ্‌লীল, তাক্‌বীর, হাম্‌দ ইত্যাদি যিকির করা সমস্ত উলামাদের মতে জায়েয। তবে জুনুবী ও হায়েয (ঋতু) অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত হারাম। অনুরূপভাবে পেশাব পায়খানায় বসা এবং স্ত্রী সংগম অবস্থায় যিকির করাও হারাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

বিনা ওযুতে খানা খাওয়া জায়েয, এরূপ করা মাকরূহ নয়। আর ওযু নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ ওযু করাও অপরিহার্য নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ

৭২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (একদিন) নবী (সা) পায়খানা সেরে আসলেন, তখনই তাঁর জন্যে খাবার আনা হলো, লোকজন তাঁকে ওযু করার কথা বললে তিনি বললেন, আমি কি নামায পড়তে যাচ্ছি যে, এখনই ওযু করতে হবে?

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلاَ تَوَضَّأُ فَقَالَ لِمَ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ

৭২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পায়খানা সেরে আসলেন, এমন সময় তাঁর জন্যে খাবার আনা হলো। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি কি ওযু করবেন না? জবাবে তিনি বললেন, কেন ওযু করবো? আমি কি নামায পড়বো যে, এখনই ওযু করতে হবে?

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَوَضَّأُ قَالَ لِمَ أَلِلصَّلاَةِ

৭২৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পায়খানায় গেলেন, তিনি আসলে তাঁর সামনে খাবার এনে হাজির করা হলো। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি ওযু করবেন না? তিনি বললেন, কেন? আমি কি নামায পড়বো যে ওযু করবো?

وحدثني محمد بن عمرو

ابن عباد بن جبلة حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث انه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب اليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ وزعم عمرو أنه سمع من سعيد ابن الحويرث

৭২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (সা) পায়খানা থেকে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে আসলে, তাঁর সামনে খাবার এনে হাজির করা হলো। তিনি তা খেলেন, কিন্তু পায়খানা থেকে বের হয়ে পানি স্পর্শও করেননি (অর্থাৎ ওযু করলেন না)।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমর ইবনে দীনার সাঈদ ইবনে হুয়াইরিসের মাধ্যমে আমার কাছে এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী (সা)কে বলা হলো, আপনি তো ওযু করলেন না। জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি তো এখন নামায পড়বো না যে ওযু করতে হবে? আমর ইবনে দীনার বলেছেন যে, তিনি হাদীসটি সাঈদ ইবনে হুয়াইরিস নিকট থেকে নিজে শুনেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

পায়খানায় যাওয়ার সময় কি পড়া উচিত?

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

৭৩০। হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন পায়খানায় যেতেন (আর হুশাইমের হাদীসে 'খালায়া' শব্দের স্থলে 'কানীফ' বলা হয়েছে, উভয়টির অর্থ একই) তখন বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবায়েসে অর্থাৎ- হে আল্লাহ্! আমি অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث

৭৩১। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা.ও যুহাইর ইবনে হারব, ইসমাঈল ইবনে উলিয়া ও আবদুল আযীযের মাধ্যমে যে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সা) পায়খানায় যেয়ে পড়তেন ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবায়েসে। অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্রতা থেকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় কামনা করছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

বসে বসে ঘুমালে ওযু নষ্ট হয় না।

حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم

৭৩২। আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন নামাযের ইকামত দেয়া হয়ে গেল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনও এক ব্যক্তির সঙ্গে চুপি চুপি আলাপ করছিলেন। লোকেরা বসে বসে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত তিনি নামাযে এসে দাঁড়াননি।

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا

شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ

৭৩৩। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয়ে গেল। কিন্তু নবী (সা) তখনও এক ব্যক্তির সাথে চুপি চুপি আলাপ করছিলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলেন। এমনকি সাহাবারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি আসলেন এবং তাদের সাথে করে নামায পড়লেন।

وحَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ إِي وَاللّٰهِ

৭৩৪। কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণ ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু পরে ওযু না করেই নামায পড়তেন।[৩১] শুবা বলেছেন, আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একথা আমাদের কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। আল্লাহ্র কসম আমি এটি তোমাদের নিকট থেকেই শুনেছি?

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا

৭৩৫। আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন এশার নামাযের ইকামত দেয়া হলো, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নবী (সা)-কে বললো, আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তখন নবী (সা) গিয়ে তার সাথে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা বললেন। এমনকি সব লোক অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক ঘুমিয়ে পড়লো। এরপর তারা সবাই তাঁর (নবী সা.) সাথে নামায পড়লেন।

---

৩১. ঘুম দ্বারা ওযু নষ্ট হয় কিনা– এ সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ বলেন নামায অবস্থায় নিদ্রাতে, ওযু বা নামায কোনটিই নষ্ট হয় না। ইমাম মালিক বলেন, গভীর নিদ্রায় ওযু ভেঙ্গে যায়, ইমাম শাফেয়ী বলেন, বসে বসে নিদ্রা গেলে অর্থাৎ নিতম্ব মাটির সাথে লাগা থাকলে সে ঘুমে ওযু নষ্ট করেনা, ইমাম আবু হানিফা বলেন; যে কোন অবস্থায় নিদ্রা গেলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত নিদ্রা অর্থ ঝিমানো। আর সকলের মতে ঝিমালে ওযু যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

কিতাবুস সালাত

كتاب الصلاة

অনুচ্ছেদ ঃ ১

আযানের সূচনা।

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ خ وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

৭৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা মদীনায় আসার পর একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়ে নিত। এজন্য কেউ আযান দিতনা। একদিন তারা ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তাদের একজন বলল, নাসারাদের নাকূসের অনুরূপ একটা নাকূস (ঘন্টা) ব্যবহার কর। তাদের অপরজন বলল, ইহুদীদের শিংগার অনুরূপ একটি শিংগা ব্যবহার কর। উমার (রা) বললেন, তোমরা নামাযের জন্য আহ্বান করতে একটি লোক পাঠাওনা কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বিলাল ! উঠো এবং নামাযের জন্য ডাক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে হবে এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে কিন্তু 'কাদ কামাতিস সালাত' দু'বার বলতে হবে।

حدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

৭৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলালকে আযানের শব্দ জোড় সংখ্যায় এবং ইকামতের শব্দ বেজোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইয়াহইয়া তার বর্ণনায় ইবনে উলাইয়ার সূত্রে বলেছেন, তিনি আইউবের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন, কিন্তু 'কাদ কামাতিস সালাত' দু'বার বলতে হবে।

وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

৭৩৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (লোকদের) নামাজের সময় জানানোর উদ্দেশ্যে একটা কিছু নির্দিষ্ট করার জন্য সাহাবাগণ পরস্পর আলোচনা করলেন। তারা বললেন, আগুন জ্বালানো হোক অথবা নাকূস (ঘন্টা) বাজানো হোক। বিলালকে আযানের শব্দগুলো দু'বার এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে উচ্চারণ করার নির্দেশ দেয়া হল।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنْ يُورُوا نَارًا

৭৩৯। এই বর্ণনায় হাদীসের শুরু হচ্ছে এভাবে– যখন লোকসংখ্যা বেড়ে গেল, সাহাবাগণ নামাযের সময় জানানোর একটি উপায় খুঁজে বের করার জন্য পরস্পর আলোচনা

করলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় يُنَوِّرُ শব্দের পরিবর্তে يُوَرُوْا শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। (উভয় শব্দই সমার্থবোধক)

وحدثنى عبيد الله ابن عمر القواريرى حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قالا حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة

৭৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলালকে আযান জোড় সংখ্যায় এবং ইকামত বেজোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

আযানের বাক্যসমূহ।

حدثنى أبو غسان المسمعى مالك ابن عبد الواحد وإسحق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائى وحدثنى أبى عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبى محذورة أن نبى الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة مرتين حى على الفلاح مرتين زاد اسحق الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله

৭৪১। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই আযান শিক্ষা দিয়েছেন ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। অপর পাঠে (চারবার) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। পুনর্বার তিনি বলেছেন ঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু– দুইবার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ– দুইবার। হাইয়্যা আলাস

সালাহ – দুইবার। হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ– দুইবার। (অধঃস্তন রাবী) ইসহাক তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

একই মসজিদে দুইবার মুয়াজ্জিন নিয়োগ করা ভাল।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى

৭৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন মুয়াজ্জিন ছিল ঃ বিলাল (রা) এবং অন্ধ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

৭৪৩। আয়েশা (রা) থেকেও (ওপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

অন্ধ ব্যক্তির সাথে চক্ষুষ্মান লোক থাকলে তার আযান দেয়া জায়েয।

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى

৭৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আযান দিতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ।

---

১. আযানের বাক্যগুলির অর্থ ঃ আল্লাহু আকবার– আল্লাহ মহান, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। হাইয়্যা আলাস সালাহ– নামায প্রতিষ্ঠার জন্য এসো। হাইয়্যা আলাল ফালাহ– মুক্তি ও কল্যাণের দিকে এসো। ফজরের আযানে 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম'– ঘুম থেকে নামায উত্তম। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ এবং জমহুর আলেমদের মতে অনুরূপভাবেই আযান দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, শাহাদাতের বাক্যদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি (তারজী) জায়েয নয়।

وحدثنا محمد بن سلمة المرادى حدثنا عبد الله بن وهب عن يحي بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الاسناد مثله

৭৪৫। উল্লিখিত সনদ পরম্পরায় হিশাম থেকে (ওপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

অমুসলিম রাষ্ট্রের (বা এলাকার) কোন জনপদে আযানের শব্দ শুনা গেলে সেখানে আক্রমণ করা নিষেধ।

وحدثنى زهير بن حرب حدثنا يحي يعنى ابن سعيد عن حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فان سمع أذانا أمسك والا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعى معزى

৭৪৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলা শত্রুর ওপর আক্রমণ করতেন। তিনি আযানের শব্দ শুনার জন্য কান পেতে অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি আযান শুনতে পেলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন, অন্যথায় আক্রমণ করতেন। তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলতে শুনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ব্যক্তি মুসলমান। সে পুনরায় বলল, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি দোযখ থেকে মুক্তি পেলে। অতপর লোকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখল, সে মেষপালের রাখাল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আযান শ্রবণকারী মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করবে এবং তাঁর জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে।

حدثنى يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

৭৪৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তাই বল।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

৭৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনো তখন সে যা বলে তোমরাও তাই বল। অতঃপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে অসীলা প্রার্থনা কর। কেননা 'অসীলা' জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

حدثني إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ!

৭৪৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াজ্জিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার উত্তরে বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু– এর উত্তরে সেও বলে, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ– এর উত্তরে সে বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে হাইয়্যা 'আলাস সালাহ– এর উত্তরে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, হাইয়্যা আলাল ফালাহ– এর জবাবে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার– এর জবাবে সে বলে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার; অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু- এর জবাবে সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আযানের এই জবাব দেয়ার কারণে সে বেহেশতে যাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ

وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا

৭৫০। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুয়াজ্জিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি বলে, "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহি রব্বান ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল-ইসলামি দ্বীনান"২ তার গুনাহ মাফ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

আযানের ফজিলত এবং আযান শুনে শয়তানের পলায়ন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৭৫১। তালহা ইবনে ইয়াহইয়া থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের (রা) কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় মুয়াজ্জিন তাকে নামাযের জন্য ডাকতে আসল। মুআবিয়া (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদের ঘাড় সর্বাধিক লম্বা হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ

---

২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আল্লাহকে আমার প্রতিপালক, মুহাম্মাদকে আমার রাসূল এবং ইসলামকে আমার দ্বীন হিসাবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট।

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا

৭৫২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান নামাযের আযানের শব্দ শুনে পলায়ন করতে করতে রাওহা পর্যন্ত ভেগে যায়। সুলাইমান (আ'মাশ) বলেন, আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) রাওহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ স্থানটি মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ

৭৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শয়তান যখন নামাযের আযান শুনতে পায় তখন বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে যেন আযানের শব্দ তার কানে পৌঁছতে না পারে। মুয়াজ্জিন যখন আযান শেষ করে তখন সে ফিরে এসে (নামাযীদের মনে) সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। সে পুনরায় যখন ইকামত শুনতে পায়– আবার পলায়ন করে যেন এর শব্দ তার কানে না যেতে পারে। যখন ইকামত শেষ হয় তখন সে ফিরে এসে (নামাযীদের মধ্যে) সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ

৭৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয় তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দ্রুত বেগে পলায়ন করে।

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ وَمَعِي غُلاَمٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي فَقَالَ لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلاَةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ

৭৫৫। সুহাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বনু হারিস গোত্রের কাছে পাঠালেন। রাবী বলেন, আমার সাথে একটি বালক অথবা একটি বয়স্ক লোকও ছিল। একটি বাগানের ভিতর থেকে তার নাম ধরে কে যেন তাকে ডাকল। আমার সাথী বাগানের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলনা। আমি এ ঘটনা আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম তুমি এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হবে তাহলে আমি তোমাকে কখনো পাঠাতামনা। অতএব তুমি যদি কখনো এরূপ শব্দ শুনতে পাও তখন নামাযের অনুরূপ আযান দিবে। কেননা আমি আবু হুরায়রাকে (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয় শয়তান বাতকর্ম করতে করতে দ্রুত বেগে পলায়ন করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ

لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِى كَمْ صَلَّى

৭৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে, যেন আযানের শব্দ সে শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন ইকামত দেয়া হয় তখন সে পলায়ন করে। ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে এবং নামাযীদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। সে তাকে বলে, এটা স্মরণ কর, এটা স্মরণ কর। এ কথাগুলো নামাযের পূর্বে তার স্মরণেও ছিলনা। শেষ পর্যন্ত নামাযী এমন বিভ্রাটে পড়ে যে, সে বলতেও পারেনা যে, কত রাকআত পড়ল।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى

৭৫৭। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে (ওপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনার শেষের অংশ নিম্নরূপ ঃ এমনকি লোকের খেয়ালই থাকেনা যে, সে কিভাবে নামায শেষ করল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

তাকবীরে তাহরিমার সময়, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো (রফউল ইয়াদাইন) মুস্তাহাব। কিন্তু সিজদা থেকে ওঠার সময় এটা না করা মুস্তাহাব।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৭৫৮। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি– যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন উভয় হাত কাঁধ

পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং রুকু থেকে ওঠার সময়ও এরূপ করতেন। কিন্তু তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না।[৩]

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

৭৫৯। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উ'মার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন নিজের দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতপর তাকবীরে তাহরিমা বলতেন। তিনি রুকুতে যাওয়ার সময়ও এবং রুকু থেকে ওঠার সময়ও কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত তুলতেন। কিন্তু সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় তিনি এরূপ করতেন না।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

---

৩. ইমাম মালিক, শাফেয়ী আহমদ ও জমহুর উলামাদের মতে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় কাঁধ পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী কেবল তাকবীরে তাহরিমার সময়ই হাত উত্তোলন করতে হবে, অন্য কোথাও নয়। কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো বা রাফউল ইয়াদাইন করা কোন সময়ই ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ যাহেরীর মতে রফউল ইয়াদাইন ওয়াজিব। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর মতে, রফউল ইয়াদাইন করা বা না করা উভয় দিকেই সাহাবা ও পরবর্তী যুগের লোকদের মত এবং আমল রয়েছে। অতএব একটি সুন্নাত নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বাড়াবাড়ি করে হারামে নিমজ্জিত হওয়া শরীআতের পরিপন্থী (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)।

৭৬০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, দুই হাত কাঁধ বরাবর উঁচু করতেন অতপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরিমা করতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هٰكَذَا

৭৬১। আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনে হুয়াইরিসকে (রা) দেখেছেন যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীর বলতেন, অতপর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখনো হাত উত্তোলন করতেন। তিনি আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন।

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ

৭৬২। মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন, কান পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন। তিনি যখন রুকুতে যেতেন উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন এবং কান পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

৭৬৩। এই সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানের লতিকা পর্যন্ত হাত উঠাতেন বলে বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

নামাযের মধ্যে ঝুঁকে পড়ার সময় এবং সোজা হয়ে ওঠার সময় আল্লাহু আকবার বলতে হবে। কিন্তু রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে হবে।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

৭৬৪। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদের নামায পড়াতেন। তিনি প্রতিবার ঝুঁকে পড়ার সময় এবং সোজা হওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়ি।

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

৭৬৫। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে

শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করতেন। তিনি রুকুতে যাওয়ার সময়ও তাকবীর বলতেন। তিনি রুকু থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। অতপর দাঁড়ানো অবস্থায় 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলতেন। তিনি সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন এবং সিজদা থেকে মাথা তোলার সময়ও তাকবীর বলতেন। নামায শেষ করা পর্যন্ত এর আগা-গোড়া তিনি এরূপই করতেন। দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠকের পর ওঠার সময়ও তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি তোমাদের সবার তুলনায় অধিক পরিমাণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ নামায পড়ি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৬৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলে নামায শুরু করতেন।... উপরের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই বর্ণনায় আবু হুরায়রার কথা, "আমি তোমাদের সবার তুলনায় অধিক পরিমাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ নামায পড়ে থাকি"– বাক্যাংশটুকু উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৬৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান যখন আবু

হুরায়রাকে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করলেন– তিনি যখন ফরজ নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলে শুরু করতেন। উপরের হাদীসের অনুরূপ। এর শেষাংশ হচ্ছে, তিনি নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে মসজিদে উপস্থিত লোকদের দিকে মুখ করে বসলেন। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায পড়ি।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ فَقُلْنَا يَاأَبَا هُرَيْرَةَ مَاهٰذَا التَّكْبِيرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৬৮। আবু সালামা থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) নামাযের মধ্যে যখনই ঝুকতেন অথবা উঠতেন তখনই তাকবীর বলতেন। আমরা বললাম, হে আবু হুরায়রা! এটা কিসের তাকবীর? তিনি বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের তাকবীর।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

৭৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রতিবার উঠা-বসায় তাকবীর বলতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ جَمِيعاً عَنْ

حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا

صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَّرَنِى هٰذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৭০। মুতাররিফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) আলীর (রা) পিছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন সিজদায় যেতেন আল্লাহু আকবার বলতেন, যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখনও আল্লাহু আকবার বলতেন এবং দুই রাকআত পূর্ণ করে (তাশাহুদ পড়ার পর) ওঠার সময়ও আল্লাহু আকবার বলতেন। আমরা যখন নামায শেষ করলাম, ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বললেন, তিনি (আলী) আমাদেরক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ নামায পড়িয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বললেন, তিনি (আলী) আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব কেউ যদি সূরা ফাতিহা পড়তে বা শিখতে সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার সুবিধামত স্থান থেকে কিরাআত পাঠ করে নেয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৭৭১। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামাযই হয়নি।

حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

৭৭২। উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেনি তার নামাযই হয়নি।

حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود ابن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن

৭৭৩। উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন পাঠ করেনি তার নামাযই হয়নি।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى على عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلى عبدي فاذا قال إياك نعبدو إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ماسأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه

৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়ল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করেনি তার নামায ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ হলনা। একথাটা তিনি তিনবার বলেছেন।

আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে নামায পড়ব তখন কি করব? তিনি বললেন, তোমরা চুপে চুপে তা পড়ে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমার এবং বান্দার মাঝে আমি নামাযকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি। আমার বান্দা যা চায় তাকে তা দেয়া হয়। বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন (সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য); আল্লাহ্ তাআলা এর জবাবে বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, 'আর-রহমানির রহীম' (তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়); আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ বান্দা আমার তা'রিফ করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন; (তিনি বিচার দিনের মালিক); তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। তিনি এও বলেন ঃ বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সোর্পদ করেছে। সে যখন বলে, ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন" (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চায় তাই দেয়া হবে। যখন সে বলে "ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম অলাদ-দোয়াল্লীন" (আমাদের সরল-সঠিক ও স্থায়ী পথে পরিচালনা করুন। যেসব লোকদের আপনি নিআমত দান করেছেন, যারা অভিশপ্ত ও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়– তাদের পথেই আমাদের পরিচালনা করুন); তখন আল্লাহ বলেন ঃ এসবই আমার বান্দার জন্যে। আমার বান্দা যা চায় তা তাকে দেয়া হবে।

সুফিয়ান বলেন, আমি আলা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'কুবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনান। এ সময় তিনি রোগশয্যায় ছিলেন এবং আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي

৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়ল অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলনা... সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ। তাদের উভয়ের হাদীসে রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, এর অর্ধেক আমার এবং অপর অর্ধেক আমার বান্দার।

حدثني أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلاَثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

৭৭৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নামায পড়ল, কিন্তু তাতে ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করলনা– তার এ নামায ত্রুটিপূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ

৭৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআন পাঠ ছাড়া নামাযই হয়না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করেছেন আমরাও তাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করি। তিনি যে নামাযে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করেছেন আমরাও তাতে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করি।

حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ الصَّلاَةِ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَالَ

إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ

৭৭৮। আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, নামাযের প্রতি রাকআতে কুরআন থেকে পাঠ করতে হবে (আমরা পাঠ করি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামাযে আমাদের শুনিয়ে কুরআন পাঠ করেছেন, আমরাও সে নামাযে তোমাদের শুনিয়ে কুরআন পাঠ করি। তিনি যে নামাযে চুপিসারে কুরআন পাঠ করেছেন আমরাও তাতে তোমাদের না শুনিয়ে চুপিসারে কুরআন পাঠ করি। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি যদি সূরা ফাতিহার পর আর কিছু পাঠ না করি? তিনি বললেন, তুমি যদি সূরা ফাতিহার পর আরো আয়াত পাঠ কর তবে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর আর যদি তুমি সূরা ফাতিহা পাঠ করেই ক্ষান্ত হও তবে তাও তোমার জন্য যথেষ্ট।[৪]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

৭৭৯। আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত পাঠ করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমাদের শুনিয়ে কিরাআত পাঠ করেছেন, আমরাও তাতে তোমাদের শুনিয়ে কিরাআত পাঠ করি। তিনি যে নামাযে আমাদের না শুনিয়ে চুপিসারে কিরাআত পাঠ করেছেন, আমরাও তাতে তোমাদের না শুনিয়ে নিম্নস্বরে কিরাআত পাঠ করি। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল তা তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আরো সূরা পাঠ করল,এটা তার জন্য অধিক ভাল।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

৪. ইমাম আবু হানিফার মত অনুযায়ী, মুক্তাদীগণ কোন অবস্থায়ই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেনা। ইমাম মালিক ও আহমদের মতে, ইমামের ফাতিহা পাঠ মুক্তাদীগণ শুনতে পেলে তারা ফাতিহা পাঠ করবেনা। অন্যথায় তাদেরকেও ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে মুক্তাদীগণ সর্বাবস্থায় অনুচ্চ স্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا عَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

৭৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, অতপর একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ল। অতপর সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন ঃ যাও পুনরায় নামায পড়, কেননা তুমি নামায পড়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের নিয়মেই নামায পড়ল। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ যাও পুনরায় নামায পড়, কেননা তুমি নামায পড়নি। লোকটি পূর্বের মতই নামায পড়ল। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমাকেও সালাম। অতপর তিনি বললেন ঃ যাও তুমি পুনরায় নামায পড়, কেননা তোমার নামায হয়নি। তিনি পরপর তিনবার তাকে এরূপ নির্দেশ দিলেন। অতঃপর লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যদ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন; আমি এর চেয়ে সুন্দর করে নামায পড়তে পারছিনা। আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি যখন নামাযে দাঁড়াও, তাকবীর বল, অতপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ মনে হয় তা থেকে পাঠ কর। অতপর রুকুতে যাও এবং শান্তভাবে রুকুতে অবস্থান কর। অতপর রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াও অতপর সিজদায় যাও এবং সিজদার মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান কর অতপর সিজদা থেকে উঠে আরামে বস। সমস্ত নামায তুমি এভাবে আদায় কর।[৫]

---

৫. থেমে থেমে শান্তভাবে নামাযের রুকনগুলো আদায় করা রুকু করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, দুই সিজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসা ইত্যাদিকে 'তা'দীলে আরকান' বলে, জমহুর আলেমদের মতে তা'দীলে আরকান ফরজ, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে ওয়াজিব।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساقا الحديث بمثل هذه القصة وزادا فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

৭৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ল। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক প্রান্তে বসা ছিলেন, হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াও ভাল করে ওযু করে নাও ঃ অতপর কিবলার দিকে মুখ কর, অতপর 'আল্লাহু আকবার' বল ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ইমামের পিছনে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীদের জন্য নিষেধ।

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها

৭৮২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যোহর অথবা আসরের নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার পিছনে সূরা 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। এর মাধ্যমে কল্যাণই কামনা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি অবগত হয়েছি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কাছ থেকে কুরআন ছিনিয়ে নিচ্ছে।

حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت

زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

৭৮৩। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়লেন। এক ব্যক্তি তাঁর পিছনে সূরাহ 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' পাঠ করল। নামায শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে সূরা পাঠ করেছে? লোকটি বলল, আমি। তিনি বললেন ঃ আমি অনুমান করেছি তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছ থেকে (কুরআন) পাঠ ছিনিয়ে নিচ্ছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

৭৮৪। উল্লেখিত সনদে কাতাদা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়লেন এবং বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছ থেকে (কুরআন) ছিনিয়ে নিচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

সশব্দে 'বিসমিল্লাহ' না পড়ার সমর্থনে দলীল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

৭৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রা), উমার (রা) ও উসমানের (রা) সাথে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়তে শুনিনি।[৬]

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه

৭৮৬। শোবা এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শোবা আরো বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি উপরের হাদীসটি আনাসের কাছে সরাসরি শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদের এ হাদীস শুনান।

حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها

৭৮৭। আবদাহ থেকে বর্ণিত আছে, উমার (রা) এই কথাগুলো সশব্দে পড়তেন; "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।" কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, আনাস ইবনে মালিক (রা) তাকে বলেছেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু

---

৬. ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং আহমদের একমত অনুযায়ী 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ নয়। শাফেয়ী এবং আহমদের অপর মত অনুযায়ী এটা ফাতিহার অংশ। আবু হানিফা ও আহমদের মতে, নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহার পূর্বে নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে, কিন্তু শাফেয়র মতে সশব্দে পড়তে হবে। ইমাম মালিকের মতে ফরজ নামাযে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নেই তবে নফল নামাযে পড়া ভাল। শাফেয়ী ও আহমদের মতে প্রতি রাকআতের এবং প্রতি সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। আবু হানিফার এক মত অনুযায়ী কেবল প্রথম রাকআতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এবং তার অপর মত অনুযায়ী প্রতি রাকআতে পড়তে হবে। কিন্তু প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে পড়তে হবেনা।

বকর, (রা) উমার (রা), উসমানের (রা) পিছনে নামায পড়েছি। তারা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' দিয়ে কিরাআত শুরু করতেন। তাঁরা সূরার প্রথমে অথবা শেষে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তেন না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ

৭৮৮। এই সূত্রেও আনাস (রা) থেকে উপরের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

যারা বলে: বিসমিল্লাহ, সূরা বারাআত ছাড়া আর সব সূরারই অংশ– তাদের দলীল।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ

৭৮৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তাঁর ওপর অচৈতন্য ভাব চেপে বসল। অতপর তিনি হাসতে হাসতে মাথা তুললেন। আমরা বললাম, হে

আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এইমাত্র আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তিনি পাঠ করলেন ঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড় এবং কোরবানী দাও। তোমার কুৎসা রটনাকরীরাই মূলত শিকড়কাটা, নির্মূল।" অতপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান 'কাওসার' কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা একটা ঝর্ণা। আমার মহান প্রতিপালক আমাকে তা দেয়ার জন্য ওয়াদা করেছেন। এর মধ্যে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে আমার উম্মাতের লোকেরা কিয়ামতের দিন এই হাওযের পানি পান করতে আসবে। এই হাওযে রয়েছে তারকার মত অসংখ্য পানপাত্র (গ্লাস)। এক ব্যক্তিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আমি তখন বলব ঃ প্রভু! সে আমার উম্মাতেরই লোক। আমাকে তখন বলা হবে, তুমি জাননা, তোমার মৃত্যুর পর এরা কি অভিনব কাজ (বিদআত) করেছে। ইবনে হাজারের বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আমাদের কাছে এসেছেন। আল্লাহ বলেছেন, এ ব্যক্তি আপনার পরে বিদআতের প্রবর্তন করেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفَاءَةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ يَذْكُرْ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ

৭৯০। মুখতার ইবনে ফুলফুল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অচেতন ভাব পরিলক্ষিত হল।... ইবনে মুসহিরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, কাওসার একটি সুন্দর ঝর্ণার নাম। আমার প্রতিপালক বেহেশতের এই ঝর্ণাধারা আমাকে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এই বর্ণনায় 'তারকার মত অসংখ্য পানপাত্রের' কথা উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

তাকবীরে তাহরীমার পর বুকের নীচে কিন্তু নাভির ওপরে বাঁ হাতের ওপর ডান হাত রাখবে; সিজদারত অবস্থায় হাত কাঁধ বরাবর মাটিতে রাখবে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي

عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

৭৯১। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন, তিনি নামাযে প্রবেশ করার সময় দুই হাত তুললেন এবং তাকবীর বললেন। হাম্মামের বর্ণনায় আছে, তিনি দুই হাত কান পর্যন্ত উঠালেন; অতপর চাদরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বাঁ হাতের ওপর রাখলেন। তিনি যখন রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, উভয় হাত কাপড়ের ভিতর থেকে বের করলেন, অতপর তা উত্তোলন করলেন, অতপর তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন, তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে উভয় হাত উপরে উঠালেন। তিনি যখন সিজাদায় গেলেন, দুই হাতের তালুর মাঝখানে সিজদা করলেন।[৭]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

নামাযের মধ্যে তাশাহুদ পাঠ করা।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى

---

৭. ইমাম আবু হানিফার মতে তাকবীরে তাহরীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে; ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মতে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে। আবু হানিফার মতে, নাভির নীচে হাত বাঁধতে হবে; মালিক ও শাফেয়ীর মতে, বুকের নীচে কিন্তু নাভি ওপরে যে কোন স্থানে হাত বাঁধতে হবে। হাত উঠানো ও হাত বাঁধার ব্যাপারে ইমাম আহমদের একমত হানাফীদের অনুরূপ এবং অপর মত মালেকী ও শাফেয়ীদের অনুরূপ।

عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ

৭৯২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ার সময় (বৈঠকে) বলতাম, 'আল্লাহর ওপর সালাম হোক, অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন ঃ বস্তুত আল্লাহ নিজেই সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমাদের কেউ যখন নামাযে বসে সে যেন বলে, যাবতীয় মান-মর্যাদা, প্রশংসা এবং পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি নেমে আসুক।' যখন সে একথাগুলো বলে, তখন তা আল্লাহর প্রতিটি নেক বান্দার কাছে পৌঁছে যায়, সে আসমানেই থাক অথবা জমীনে। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" অতপর নামাযী তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন দোয়া পড়তে পারে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

৭৯৩। উল্লেখিত সনদ সূত্রে মানসূর থেকে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় "অতপর নামাযী তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দোয়া পড়তে পারে" এ কথাটুকু উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِى الْحَدِيثِ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ

৭৯৪। এই সনদে মনসুর থেকে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনার শেষ অংশ হচ্ছে ঃ অতপর নামাযী তার ইচ্ছা অনুযায়ী অথবা নিজের পছন্দমত যে কোন দোয়া পড়তে পারে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ

৭৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযের মধ্যে বসতাম... মন্‌সুরের হাদীসের অনুরূপ। এর শেষাংশের বর্ণনা হচ্ছেঃ এর পর সে যে কোন দোয়া পাঠ করবে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا

৭৯৬। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, (অধস্তন রাবী আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা বলেন,) অন্যান্যরা যেরূপ তাশাহহুদের বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি (ইবনে মাসউদ) অনুরূপ তাশাহহুদ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاوس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن

৭৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক অনুরূপভাবে আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেনঃ 'যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা, প্রাচুর্য, প্রশংসা এবং পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের ও আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি,

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।" ইবনে রামহির বর্ণনায় আছে ঃ তিনি যেভাবে আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

৭৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, অনুরূপভাবে আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

৭৯৯। হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আল-রুকাশী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা আশআরীর (রা) সাথে নামায পড়লাম। আমরা যখন তাশাহহুদে বসলাম, জামাআতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'পুণ্য ও পবিত্রতার সাথে নামায কায়েম হয়েছে'। রাবী বলেন, আবু মূসা (রা) নামায শেষ করে সালাম ফিরানোর পর বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এরূপ এরূপ বলেছে? লোকেরা নিরুত্তর রইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এরূপ এরূপ বলেছে? এবারও লোকেরা নীরব থাকল। অতপর তিনি বললেন, হে হিত্তান, সম্ভবত তুমিই এটা বলেছ। তিনি বললেন, আমি তা বলিনি। অবশ্য আমার ভয় হচ্ছিল, এজন্য আপনি আমার ওপর রেগে জান কিনা? এমন সময় দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি এরূপ বলেছি। আমি এর মাধ্যমে কল্যাণই আশা করেছিলাম। আবু মূসা (রা) বললেন, নিজেদের নামাযের মধ্যে কি বলবে তা কি তোমরা জাননা? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি আমাদেরকে নিয়মকানুন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে নামায পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। তা হচ্ছে ঃ তোমরা যখন নামায পড়বে, তোমাদের কাতারগুলো ঠিক করে নাও। অতপর তোমাদের কেউ তোমাদের ইমামতি করবে। সে যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে। সে যখন 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওলাদদল্লীন; বলবে, তোমরা তখন 'আমীন' বলবে। আল্লাহ তোমাদের ডাকে সারা দিবেন। সে যখন তাকবীর বলে রুকুতে যাবে, তোমরাও তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। কেননা ইমাম তোমাদের আগে রুকুতে যাবে, এবং তোমাদের আগে রুকু থেকে উঠবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কিছুক্ষণ বিলম্ব করা ইমামের রুকু ও তাকবীরের সমান গণ্য হবে। সে যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তোমরা

তখন 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের একথা শুনবেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় বলছেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ (আল্লাহ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেন)। সে যখন তাকবীর বলবে এবং সিজদায় যাবে, তোমরাও তার পরপর তাকবীর বলে সিজদায় যাবে। কেননা ইমাম তোমাদের আগে সিজদায় যাবে এবং তোমাদের আগে সিজদা থেকে উঠবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের তাকবীর ও সিজদা ইমামের পরে হবে। যখন তোমরা বৈঠকে বসবে, তোমাদের প্রথম পাঠ হবে ঃ 'আত্তাহিয়্যাতুত তাইয়্যেবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ঃ আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مُسْلِمٌ تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هٰهُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هٰهُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ

৮০০। কাতাদা থেকে এই সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জারীর সুলাইমানের সূত্রে কাতাদার এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে, 'ইমাম যখন সূরা পাঠ করে তোমরা তখন চুপ থাক।' আবু আওয়ানার সূত্রে কেবল আবু কামিলের বর্ণনা ছাড়া আর কোন রাবীর বর্ণনায় এ কথাগুলো নেই ঃ "মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কণ্ঠে বলছেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ"। আবু ইসহাক বলেন, আবু নদরের বোনের ছেলে আবু বকর বলেছেন, এ হাদীসটি একবার আলোচিত হলে ইমাম মুসলিম বললেন, সুলাইমানের

বর্ণনাটি সম্পূর্ণ সহীহ। আবু বকর তাকে বললেন, আবু হুরায়রার বর্ণনা সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বললেন, তাঁর বর্ণনা সহীহ অর্থাৎ ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তোমরা চুপ থাক। ইমাম মুসলিম বলেন, এ হাদীস আমার মতে সহীহ। আবু বকর বললেন, তাহলে আপনার কিতাবে তা সন্নিবেশ করেননি কেন? তিনি বললেন, আমি যেটা সহীহ মনে করি তা আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ করা ও আমার জন্য জরুরী মনে করিনা। যেসব হাদীস সহীহ বলে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি কেবল তাই আমার কিতাবে সংকলন করেছি।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضٰى عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

৮০১। কাতাদা থেকে উল্লেখিত সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় জানিয়ে দিলেন ঃ যে আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তা শুনেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

তাশাহহুদ পাঠের পর নবীর ওপর দুরূদ পাঠ করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

৮০২। আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন সাদ ইবনে উবাদার (রা) বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। বশীর ইবনে সা'দ (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ আপনার ওপর দুরূদ পাঠ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার ওপর দুরূদ পাঠ করব? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা আফসোস করে বললাম, সে যদি তাঁকে এ প্রশ্ন না করত! অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা বল–"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদান ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ফিল আলামীন। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"[৮] আর সালাম দেয়ার নিয়ম তোমাদের জানা আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৮০৩। ইবনে আবু লাইলা বলেন, কা'ব ইবনে উ'জরা (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে কিছু উপহার দিবনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, আমরা বললাম, আমরা আপনাকে কিভাবে সালাম

---

৮. দুরূদ শরীফের অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমাত বর্ষণ কর– যেভাবে তুমি ইবরাহীমের পরিবার পরিজনের ওপর রহমত বর্ষণ করেছ। তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বরকত ও প্রাচুর্য দান কর- যেভাবে তুমি ইবরাহীমের পরিবার পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতে বরকত ও প্রাচুর্য দান করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং জমহুর আলেমদের মতে, নামাযের মধ্যে দুরূদ পাঠ করা সুন্নাত; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদের মতে ফরজ। তাদের মতে দুরূদ পাঠ না করলে নামায হবেনা।

করব তা জানতে পেরেছি কিন্তু আপনার ওপর কিভাবে দুরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বল, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা-ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً

৮০৪। হাকাম থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মিসআরের বর্ণনায় "আমি কি তোমাকে কিছু উপহার দিবনা" কথাটুকু নেই।

حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ ابْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلِ اللَّهُمَّ

৮০৫। হাকাম থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এই সূত্রে "ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন" উল্লেখ করেছেন এবং "আল্লাহুম্মা" শব্দের উল্লেখ করেননি।

حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৮০৬। আমর ইবনে সুলাইম বলেন, আবু হুমাইদ আল-সাঈদী আমাকে অবহিত করেছেন যে, তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লার রাসূল! আমরা আপনার ওপর কিভাবে দুরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন ঃ বল, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা (ইন্নাকা হামীদুম

মাজীদ) ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।”

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

৮০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

তাসমীদ, তাহমীদ ও আমীন সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৮০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলে তোমরা তখন “আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ” বল। কেননা যার এই কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيٍّ

৮০৯। এই সনদেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ

৮১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলে, তোমরাও তখন 'আমীন' বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বেকার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' বলতেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ

৮১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি.... উপরের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই বর্ণনায় ইবনে শিহাবের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়নি।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৮১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে আমীন বলল এবং আসমানের ফেরেশতারাও আমীন বলল। একের আমীন বলা অপরের সাথে মিলে গেল। তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ

فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৮১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আমীন বলে এবং আসমানের ফেরেশতারাও আমীন বলে। উভয়ের আমীন যদি একই সাথে বলা হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৮১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৮১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কারী (ইমাম) যখন নামাযে "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওলাদদোয়াল্লীন" বলে তখন তার পিছনের লোকেরাও (মুক্তাদীগণ) আমীন বলে। তাদের এই কথা আসমানের অধিবাসীদের (ফেরেশতাদের) কথার সাথে একত্রে উচ্চারিত হলে তাদের (মুক্তাদী) পিছনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ

قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

৮১৬। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর শরীরের ডানপাশ আহত হল। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। তিনি আমাদের নিয়ে বসে বসে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে বসে নামায পড়লাম। তিনি নামায শেষ করে বললেন ঃ ইমাম এজন্যই বানানো হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। অতএব, সে যখন তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বল। সে যখন সিজদা করে, তোমরাও সিজদা কর। সে যখন হাত উঁচু করে তোমরাও হাত উঁচু কর। সে যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে, তোমরা তখন 'রব্বানা লাকাল হামদ' বল। সে যখন বসে নামায পড়ে (ইমামতি করে), তোমরা সবাইও বসে নামায পড়।[৯]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

৮১৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। তিনি বসে বসে আমাদের নামায পড়ালেন।... অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَزَادَ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

---

৯. ইমাম আহমদ ও আওযাঈ'র মতে, ইমাম বসে নামায পড়লে মুক্তাদীরাও বসে নামায পড়বে। ইমাম মালিকের মতে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম তার জন্য বসে নামায পড়া ইমামের পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং জমহুর আলেমদের মত হচ্ছে, ওজরবশত ইমাম বসে বসে নামায পড়লেও মুক্তাদীগণ তার পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। শোষাক্ত দলের দলীল হচ্ছে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীস।

৮১৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর শরীরের ডান পাশ আহত হল। উপরের হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছে, ইমাম যখন দাঁড়িয়ে পড়ে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

৮১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় সাওয়ার হলেন। তিনি এর পিঠ থেকে নীচে পতিত হলেন। ফলে তাঁর শরীরের ডান পাশ আঘাতপ্রাপ্ত হল। উপরের হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে ঃ সে (ইমাম) যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়।

حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ

৮২০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর শরীরের ডান পাশে আঘাত পেলেন। উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

৮২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হলেন। সাহাবাদের কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে দেখতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামায পড়লেন। তারা তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করলে তিনি তাদেরকে ইশারায় বললেন ঃ তোমরা বসে যাও। তারা বসে গেল। নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সে যখন রুকুতে যাবে তোমরাও তখন রুকুতে যাবে। সে যখন মাথা তুলবে তোমরাও তখন মাথা তুলবে। সে যখন বসে বসে নামায পড়বে তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে।

حدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৮২২। উল্লেখিত সনদ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

৮২৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি বসে বসে নামায পড়ছিলেন। আবু বকর (রা) লোকদেরকে তাঁর তাকবীর উচ্চস্বরে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দিকে মনোনিবেশ করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাদের ইশারা করলেন। তদনুযায়ী আমরা বসে গেলাম। আমরা তাঁর সাথে বসে নামায পড়লাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন ঃ তোমরা পারস্য ও রুমের (এশিয়া

মাইনর) লোকদের অনুরূপ করতে যাচ্ছিলে। তাদের বাদশারা বসে থাকে আর তারা দাঁড়িয়ে থাকে। তোমরা কখনো এরূপ করোনা। সর্বদা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করবে। সে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়। সে যদি বসে নামায পড়ে তোমরাও বসে নামায পড়।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ

৮২৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন। আবু বকর (রা) তাঁর পিছনেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর বললেন, আবু বকর আমাদেরকে শুনিয়ে জোরে তাকবীর বললেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

৮২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইমাম এজন্য নিযুক্ত করা হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে, তোমরা কখনো তার বিপরীত করোনা। সে যখন আল্লাহু আকবার বলে, তোমরাও আল্লাহু আকবার বল। সে যখন রুকু করে, তোমরাও তখন রুকু কর। সে যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে, তোমরাও তখন 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বল। সে যখন সিজদায় যায়, তোমরাও তখন সিজদায় যাও। সে যখন বসে নামায পড়ে, তোমরাও সবাই বসে নামায পড়।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৮২৬। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا اسحٰق بن إبراهيم وابن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لاتبادروا الامام اذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد

৮২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (নামাযের) প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে বলতেন : ইমামের আগে কোন কাজ করোনা। সে যখন আল্লাহু আকবার বলে, তোমরাও আল্লাহু আকবার বল। সে যখন, 'অলাদদোয়াল্লীন' বলে, তোমরাও তখন 'আমীন' বল। সে যখন রুকুতে যায়, তোমরাও তখন রুকুতে যাও। সে যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তোমরা তখন 'ওয়াল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বল।

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه الا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله

৮২৮। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় 'ইমামের অলাদ্দোয়ালীন বলার পর আমীন' বলার কথা উল্লেখ নেই। তবে এতে আরো আছে, তোমরা ইমামের আগে হাত তুলবেনা।

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فاذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه

৮২৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম ঢাল স্বরূপ। সে যখন বসে বসে নামায পড়ে– তোমরাও বসে বসে নামায পড়। সে যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তোমরা তখন 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বল। জমীনবাসীর কথা আসমানবাসীর কথার সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হলে আল্লাহ তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

حدثني أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

৮৩০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম এজন্যই নিয়োগ করা হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। সে যখন তাকবীর বলে– তোমরাও তাকবীর বল। সে যখন সিজদা করে, তোমরাও সিজদা কর। সে যখন 'সামিআল্লা হুলিমান হামিদাহ' বলে– তোমরা তখন 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বল। সে যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়। সে যখন বসে নামায পড়ে তোমরাও সবাই বসে নামায পড়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

ইমাম অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সফরে গেলে, অথবা অন্য কোন ওজর থাকলে তিনি তার প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। কোন কারণে ইমাম যদি বসে নামায পড়ে– সেক্ষেত্রে মুক্তাদীদের কোন অসুবিধা না থাকলে তারা দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। কারণ সক্ষম মুক্তাদীর বসে নামায পড়ার নির্দেশ রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ

عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا يَاعُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذٰلِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَيَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا أَجْلِسَانِى اِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَاحَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِىٌّ

৮৩১। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার (রা) কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আপনি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মৃত্যুকালীন) রোগের অবস্থা বর্ণনা করবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বেড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

লোকেরা নামায পড়েছে কি? আমরা বললাম, না হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য পাত্রে করে পানি রাখ। আমরা তাই করলাম। তিনি ওযু করলেন, অতপর উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। হুঁশ ফিরে আসলে তিনি বললেন ঃ লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য পাত্রে পানি রাখ। আমরা তাই করলাম। তিনি ওযু করলেন। অতপর তিনি উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। হুঁশ ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য পাত্রে করে পানি রাখ। আমরা তাই করলাম। তিনি ওযু করে উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। অতপর হুঁশ ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষায় আছে। আয়েশা (রা) বলেন, লোকেরা এশার নামায পড়ার জন্য মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় বসেছিল। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকরের কাছে লোক পাঠালেন। সংবাদ বাহক (আবু বকরের কাছে) এসে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু বকর (রা) ছিলেন খুবই নরম দিলের লোক। তিনি বললেন, হে উমার! লোকদের নিয়ে নামায পড়। উমার (রা) বললেন, এজন্য আপনিই অধিক উপযুক্ত। আয়েশা (রা) বলেন, এ কয়দিন আবু বকর (রা) নামায পড়ালেন। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ হলেন। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের নামায পড়তে বের হলেন। তাদের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। ইতিমধ্যে আবু বকর (রা) লোকদের নিয়ে নামায আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, আবু বকর (রা) তাঁকে আসতে দেখে পিছে সরে আসতে উদ্যত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারায় বললেন ঃ পিছনে হটে এসোনা। তিনি তাদের উভয়কে বললেন ঃ আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও। তারা তাঁকে আবু বকরের (রা) পাশে বসিয়ে দিলেন। আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে নামায পড়লেন এবং লোকেরা আবু বকরের অনুকরণে নামায পড়ল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেই নামায পড়লেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, অতপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে গিয়ে তাকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখ সম্পর্কে আয়েশা (রা) যা বলেছেন, আমি কি তা আপনার সামনে পেশ করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল। আমি তার কাছে আয়েশার (রা) দেয়া বিবরণ তুলে ধরলাম। তিনি এর কোন কিছুই অস্বীকার করলেন না। শুধু বললেন, আব্বাসের সাথে যে অপর ব্যক্তি ছিল, তিনি কি তোমাকে তার নাম বলেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হচ্ছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر

قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَأَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِى الْأَرْضِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ هُوَ عَلِىٌّ .

৮৩২। উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্‌বা (রা) বলেন যে, আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মাইমূনার (রা) ঘরে রোগাক্রান্ত হন। তিনি সেবা-শুশ্রূষার জন্য তার আয়েশার ঘরে যাওয়ার ব্যাপারে নিজের স্ত্রীদের অনুমতি চাইলেন। তারা তাঁকে অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি এক হাত ফযল ইবনে আব্বাসের (রা) কাঁধের ওপর রেখে এবং অপর হাত অন্য এক ব্যক্তির কাঁধের ওপর রেখে সামনে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে (নামায পড়ার জন্য মসজিদে) গেলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে একথা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান, আয়েশা (রা) যার নাম বলেননি তিনি কে? তিনি হলেন আলী (রা)।

حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِى فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِى الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِالَّذِى قَالَتْ عَائِشَةُ .فَقَالَ لِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِىٌّ

৮৩৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং ক্রামান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকল, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে সেবা শুশ্রূষার জন্য আমার ঘরে আসার এবং থাকার অনুমতি চাইলেন। তারা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং অপর এক ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে (মসজিদে নামায পড়তে) গেলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি আয়েশার (রা) বর্ণনা ইবনে আব্বাসের নিকট পেশ করলাম। ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আয়েশা (রা) যে (দ্বিতীয়) ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেননি– তুমি তাকে চিনতে পেরেছ কি? উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি বললাম, না। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তিনি হলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي

أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

৮৩৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, [রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অনুপস্থিতিতে আবু বকরকে ইমাম নিযুক্ত করার ব্যাপারে] আমি তাঁর সাথে বারবার কথা কাটাকাটি করেছি। কোন লোক অধিকাংশ সময় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোক এ উদ্দেশ্যে আমি কথা কাটাকাটি করিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এমন একজন লোক ইমাম হোক যার ইমামতিতে লোকেরা ঠিকভাবে নামায আদায় করতে পারে এবং তাঁর (রাসূলুল্লাহ্‌র) প্রতিনিধিত্ব নিয়ে লোকেরা যেন ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। আমার ইচ্ছা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা থেকে যেন বিরত থাকেন।

حدثنا مُحَمَّدُ

ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ وَاللهِ مَابِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

৮৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় আমার ঘরে এসে বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর (রা) হলেন কোমলমনা লোক। কুরআন পাঠ করার সময় তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না। আপনি যদি আবু বকরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন! আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। আমার আশংকা ছিল, লোকেরা হয়ত ধারণা করে বসবে এই সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দুই-তিনবার আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। কিন্তু তিনি পূর্বের মতই বললেন ঃ আবু বকর লোকদের নিয়ে নামায পড়ুক। তোমরা তো ইউসুফের (আ) স্ত্রীদের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

৮৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের কথা জানালেন। তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বল। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর (রা) কোমলমনা লোক। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়ালে লোকদেরকে (কুরআন) শুনাতে সক্ষম হবেন না। আপনি যদি উমারকে নির্দেশ দিতেন! তিনি বললেন ঃ লোকদের নিয়ে নামায পড়ার জন্য আবু বকরকে নির্দেশ দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁকে যে কথা বলেছিলাম তা হাফসাকে (রা) বললাম– 'আবু বকর কোমলমনা লোক। তিনি যখন আপনার স্থলে দাঁড়াবে, লোকদের (কিরাআত) শুনাতে সক্ষম হবেননা। আপনি যদি উমারকে নির্দেশ দিতেন!' হাফসাও (রা) তাঁকে একথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরাতো দেখছি ইউসুফের স্ত্রীদের মতই। আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বললেন। তিনি তাদের নিয়ে নামায শুরু করে দিলেন। রাবী বলেন, তিনি যখন নামায আরম্ভ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন। রাবী বলেন, তিনি দাঁড়িয়ে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে (মসজিদে) রওনা হলেন। তাঁর উভয় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মাটিতে দাগ কেটে যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি যখন মসজিদে ঢুকলেন আবু বকর (রা) তাঁর আগমন টের পেয়ে পিছে সরে আসতে প্রস্তুত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারায় বললেন ঃ নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আবু বকরের বাম পাশে বসলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে লোকদের নামায পড়ালেন এবং আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আবু বকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে ইকতেদা করলেন আর লোকেরা আবু বকরের নামাযের সাথে ইকতেদা করল।

حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الاسناد نحوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذى توفى فيه وفى حديث ابن مسهر فأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس الى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير وفى حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس

৮৩৭। আমাশ থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। হয়েছে। ইসহাক ও মানজাবের বর্ণনায় আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হলেন।" ইবনে মুসহিরের বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আসা হল এবং তাঁর (আবু বকরের) পাশে বসিয়ে দেয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়ালেন এবং আবু বকর তাদেরকে তাকবীর শুনালেন। ঈসার বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন এবং লোকদের নামায পড়ালেন। আবু বকর তাঁর পাশেই ছিলেন। আবু বকর লোকদের মুকাব্বির হলেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام ح وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

৮৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থ অবস্থায় আবু বকরকে লোকদের নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। এসময় তিনি তাদের নামায পড়াতেন। উরওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন। তিনি নামায পড়তে বের হলেন। তখন আবু বকর (রা) লোকদের ইমামতি করছিলেন। আবু বকর (রা) তাঁর আগমন টের পেয়ে পিছু হটতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারায় বললেন ঃ যেভাবে আছ সেভাবেই থাক। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজাসুজি আবু বকরের পাশে বসে গেলেন। নামাযের মধ্যে আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করলেন এবং লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করল।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا قَالَ فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْخَى السِّتْرَ قَالَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ .

৮৩৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তেকাল করেন তাতে আক্রান্ত হওয়াকালীন সময়ে আবু বকর (রা) তাদের নামায পড়াতেন। সোমবার দিন যখন লোকেরা নামাযের কাতারে দাঁড়ানো ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরের জানালার পর্দা সরিয়ে দিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখমণ্ডল সোনালী পাতার মত জ্বলজ্বল করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। আমরা নামাযের মধ্যে থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন অনুভব করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আবু বকর (রা) অনুমান করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য বের হচ্ছেন। তাই তিনি কাতারে মিলিত হওয়ার জন্য পিছনে সরে আসছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ কর। রাবী বলেন, অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের হুজরায়) প্রবেশ করে জানালায় পর্দা ছেড়ে দিলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনই ইন্তেকাল করেন।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا الَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيثُ صَالِحٍ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ

৮৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষবারের মত দেখেছি, যখন তিনি জানালার পর্দা সরিয়েছিলেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا

৮৪১। আনাস (রা) বলেন, সোমবার দিন যখন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ الَيْنَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ

৮৪২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন যাবত্ আমাদের কাছে বের হতে পারেননি। নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হল। আবু বকর (রা) সামনে অগ্রসর হতে যাচ্ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হুজরার পর্দা উঠাতে বলে তিনি নিজেই তা উঠিয়ে ফেললেন। আমাদের সামনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা উদ্ভাসিত হল। তিনি যখন আমাদের জন্য প্রকাশ পেলেন, তাঁর চেহারা এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমরা ইতিপূর্বে কখনো এরূপ দৃশ্য দেখিনি। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতের ইশারায় আবু বকরকে সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়াতে বললেন। অতপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা টেনে দিলেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর বাইরে বের হতে পারেননি।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৮৪৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামাযে ইমামতি করতে বল। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর (রা) নরম দিলের মানুষ। আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদের

নামায পড়ানোর শক্তি তার নেই। তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে নির্দেশ দাও, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে নেয়। তোমরা তো ইউসুফের স্ত্রীদের অনুরূপ। রাবী বলেন, অতপর আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাদের নামাযে ইমামতি করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

ইমামের উপস্থিত হতে যদি দেরী হয় এবং কোন ফিতনা-ফ্যাসাদের সম্ভাবনাও না থাকে, তবে এ অবস্থায় অন্য কাউকে ইমাম করে নামায পড়ে নেয়া।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

৮৪৪। সাহল ইবনে সা'দ আল-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের মধ্যে (তাদের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া) মীমাংসা

করে দেয়ার জন্য চলে গেলেন। নামাযের সময় উপস্থিত হল। মুয়াজ্জিন এসে আবু বকরকে (রা) বলল, আপনি কি লোকদের নামায পড়িয়ে দিবেন? তাহলে আমি ইকামত দেই। তিনি বললেন, হাঁ। রাবী বলেন, আবু বকর (রা) নামায আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলেন। লোকেরা তখন নামাযে রত ছিল। তিনি পিছন দিক থেকে কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। লোকেরা হাততালি দিয়ে সংকেত দিল। কিন্তু আবু বকর (রা) নামাযরত অবস্থায় এদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। অতপর লোকেরা যখন অধিক তালি বাজাতে লাগল, তিনি এদিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারা করে বললেন ঃ নিজের জায়গায় স্থির থাক। আবু বকর (রা) তার দুই হাত উপরে তুলে মহান আল্লার প্রশংসা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অতপর আবু বকর (রা) পিছনে সরে এসে কাতারে শামিল হয়ে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ হে আবু বকর! আমার নির্দেশের পরও নিজ স্থানে স্থির থাকতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? আবু বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের জন্য নামাযে ইমামতি করা কখনো শোভা পায়না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাদের অধিক তালি বাজাতে দেখলাম কেন? তোমাদের কারো নামাযে কোন ঘটনা ঘটলে সে 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। সে যখন 'সুবহানাল্লাহ' বলল তখনই ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। মহিলারাই কেবল 'তাসফীহ' (হাততালি) দিবে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ

৮৪৫। এই সূত্রেও সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রের শেষের বর্ণনাটুকু নিম্নরূপ ঃ 'আবু বকর (রা) উভয় হাত উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতপর উল্টা হয়ে পিছে চলে আসলেন এবং কাতারে শামিল হলেন।'

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ

أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ ذَهَبَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرَى

৮৪৬। সাহল ইবনে সা'দ আ'ল-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের আভ্যন্তরীণ বিবাদ মীমাংসা করতে চলে গেলেন। ...পরবর্তী বর্ণনা উপরের হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের কাতার ভেদ করে সামনের কাতারে আসলেন। আর আবু বকর (রা) পিঠ ফিরিয়ে পিছনে চলে আসলেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ

أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا

৮৪৭। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুগীরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে পায়খানায় রওনা হলেন। আমি এক ঘটি পানি নিয়ে তাঁর সাথে সাথে গেলাম। তিনি যখন পায়খানা থেকে ফিরে আমার কাছে আসলেন, আমি তাঁর উভয় হাতে পাত্র থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তাঁর উভয় হাত তিনবার ধুলেন। অতপর তিনি মুখমণ্ডল ধুলেন। অতপর জুব্বার হাতা ওপরের দিকে উঠিয়ে তার মধ্য থেকে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু জুব্বার হাতা সংকীর্ণ হওয়ায় তা সম্ভব হলনা। তিনি নিজের উভয় হাত জুব্বার ভিতরে টেনে নিয়ে তা জুব্বার নীচের দিক দিয়ে বাইরে বের করলেন। অতপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। অতপর মোজার উপর মাসেহ করলেন। অতপর তিনি রওনা হলেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমিও তার সাথে সাথে অগ্রসর হলাম। আমরা পৌঁছে দেখলাম, লোকেরা আবদুর রহমান ইবনে আওফকে সামনে দিয়ে (তাকে ইমাম বানিয়ে) নামায পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকআত পেলেন। তা তিনি তাদের সাথে জামাআতে আদায় করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়লো। তারা অত্যধিক পরিমাণে তসবীহ পাঠ করতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা সঠিক কাজ করেছ। তিনি আনন্দের সাথে বললেন ঃ তোমরা নির্ধারিত ওয়াক্তে নামায আদায় কর।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْحُلْوَانِيُّ

قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ

৮৪৮। হামযা ইবনে মুগীরা (রা) থেকে আব্বাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুগীরা (রা) বলেন, আমি রহমান ইবনে আওফকে পিছনে সরিয়ে আনার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

নামাযরত অবস্থায় কোন ব্যাপারে ইমামকে সতর্ক করতে হলে পুরুষ মুক্তাদীরা 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে এবং মহিলা মুক্তাদীরা হাততালি দিবে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ . زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ

৮৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং মহিলাদের জন্য তাসফীহ (তাসফীক)।[১০] হারমালা তার বর্ণনায় আরো বলেছেন, ইবনে শিহাব বলেছেন, আমি কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমকে দেখেছি তারা তাসবীহ বলতেন এবং ইশারা করতেন।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

---

১০. 'তাসবীহ' শব্দের অর্থ আল্লাহর গুণগান এবং 'তাসফীহ' ও 'তাসফীক' শব্দদ্বয়ের অর্থ হাততালি। নামাযের মধ্যে কোন ব্যাপারে ইমামকে সতর্ক করতে হলে পুরুষ মুক্তাদীরা সশব্দে সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলা মুক্তাদীরা ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠের ওপর সশব্দে মারবে, অর্থাৎ তালি বাজাবে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং আহমদের এই মত। কিন্তু ইমাম মালিকের মতানুযায়ী মহিলা মুক্তাদীরাও সশব্দে সুবহানাল্লাহ বলবে।

৮৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِي الصَّلَاةِ

৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সূত্রেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে "নামাযের মধ্যে" কথাটুকুর উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

বিনয় ও ভীতি সহকারে সুন্দরভাবে নামায আদায় করার নির্দেশ।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا فُلَانُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ

৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে পিছনে ফিরে বললেন ঃ হে অমুক ব্যক্তি, তুমি কি সুষ্ঠুভাবে তোমার নামায পড়বেনা? নামায আদায়কারী কিভাবে তার নামায আদায় করবে তা কি সে দেখেনা? কেননা সে নিজের উপকারের জন্যই নামায আদায় করে। আল্লাহর শপথ! আমি সামনের দিকে যেভাবে দেখতে পাই পিছনেও তদ্রূপ দেখতে পাই।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي

৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি মনে করছ আমি কেবল আমার কিবলার দিকে তাকিয়ে আছি? আল্লাহর

শপথ! তোমাদের রুকু-সিজদা কিছুই আমার কাছে গোপন নয়। আমি আমার পিছন থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ

৮৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রুকু-সিজদা ঠিকভাবে আদায় কর! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখি। আবার কখনো তিনি বলেছেন ঃ তোমরা যখন রুকু-সিজদা কর, আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ

৮৫৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রুকু-সিজদা ঠিকভাবে আদায় কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা যখনই রুকু-সিজদা কর আমি আমার পিছন থেকে তোমাদের দেখতে পাই। সাঈদের বর্ণনায় আছে ঃ যখন তোমরা রুকু ও সিজদা কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

রুকু-সিজদা ও অন্যান্য ব্যাপারে ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া হারাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

৮৫৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি নামায শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বলেন ঃ হে লোকেরা! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব, তোমরা আমার পূর্বে রুকু-সিজদা, উঠা-বসা করবেনা এবং সালামও ফিরাবেনা। কেননা আমি আমার সামনের ও পিছনের দিক থেকে তোমাদের দেখতে পাই। অতএব তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! আমি যা দেখতে পাই, তোমরাও যদি তা দেখতে পেতে তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী দেখতে পান? তিনি বললেন ঃ আমি বেহেশত ও দোযখ দেখতে পাই।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَلَا بِالِانْصِرَافِ

৮৫৭। আনাস (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে 'আলা বিল-ইনসিরাফ' কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

৮৫৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (রুকু-সিজদা থেকে) ইমামের আগে মাথা উঠায় তার (এ কাজের জন্য) ভীত হওয়া উচিৎ। আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় রূপান্তর করে দিবেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ

৮৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে ইমামের আগে মাথা তোলে, আল্লাহ তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তর করে দিবেন– এ ব্যাপারে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করছে নাকি?

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ

৮৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রুবাইয়ের বর্ণনায় এ হাদীসের শেষের অংশ নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ তার মুখমণ্ডল গাধার মুখমণ্ডলের সদৃশ করে দিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

নামাযরত অবস্থায় আসমানের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

৮৬১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব লোক নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে তাদের এরূপ করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে থাকবে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের উচিৎ, তারা যেন নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ। হাত দিয়ে ইশারা করা এবং সালামের সময় হাত উত্তোলন করা নিষেধ। প্রথম কাতার পূর্ণ করা এবং একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ. قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

৮৬৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের হাত উঠাতে দেখি কেন? মনে হয় যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। ধীরস্থিরভাবে

নামায পড়, নড়াচড়া করোনা। রাবী বলেন, তিনি আরেক দিন বের হয়ে আমাদের বৃত্তাকারে দেখে বললেন ঃ আমি তোমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন দেখছি কেন? রাবী বলেন, তিনি পুনরায় বের হয়ে এসে বললেন ঃ ফেরেশতারা যেভাবে তাদের প্রতিপালকের সামনে কাতার বেঁধে দাঁড়ায় তোমরা কি সেভাবে কাতার বাঁধবেনা? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা তাদের প্রভুর সামনে কিভাবে কাতার বাঁধে? তিনি বললেন ঃ তারা প্রথম কাতার (আগে) পূর্ণ করে এবং পরস্পরের সাথে মিলে দাঁড়ায়।

وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৮৬৪। এই সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

৮৬৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম তখন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে নামায শেষ করতাম। তিনি (জাবির) হাত দিয়ে উভয় দিকে ইশারা করে দেখালেন। (অর্থাৎ সালামের সাথে সাথে হাতে ইশারাও করা হত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা (সালামের সময়) দুষ্ট ঘোড়ার লেজ ঘুরানোর মত দুই হাত দিয়ে ইশারা কর কেন? তোমরা উরুর ওপর হাত রেখে ডানে-বায়ে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের ভাইদের সালাম দিবে। এরূপ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى

عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ فُرَاتٍ يَعْنِي الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ يُومِئْ بِيَدِهِ

৮৬৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। আমরা যখন সালাম ফিরাতাম, হাত দিয়ে ইশারা করে বলতাম, 'আসসালামু আলাইকুম', 'আসসালমু আলাইকুম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ কি ব্যাপার তোমরা হাত দিয়ে ইশারা করছ–মনে হচ্ছে যেন দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। তোমাদের কেউ যখন সালাম করে সে যেন তার সাথের লোকের দিকে ফিরে সালাম করে এবং হাত দিয়ে ইশারা না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

নামাযের কাতারগুলো সুশৃংখলভাবে সমান করে সাজানো, প্রথম কাতারের মর্যাদা, অতঃপর পরবর্তী কাতারগুলোর ক্রমিক মর্যাদা; প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য ভীড় করে অগ্রগামী হওয়া এবং মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সামনে যাওয়া ও ইমামের কাছে দাঁড়ানো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا

৮৬৭। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন ঃ তোমরা সমান্তরালভাবে

দাঁড়াও এবং আগে-পিছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দাঁড়িওনা। অন্যথায় তোমাদের অন্তর মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এই গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে এদের কাছাকাছি দাঁড়াবে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে।

وحدثناه إسحق أخبرنا جرير ح قال وحدثنا ابن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس ح قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة بهذا الاسناد نحوه

৮৬৮। এই সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا يحي بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق

৮৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোকেরা আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে। অতপর পর্যায়ক্রমে তাদের কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা দাঁড়াবে। তিনি একথা তিনবার বলেছেন। সাবধান! তোমরা (মসজিদে) বাজারের মত শোরগোল করবেনা।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة

৮৭০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের নামাযের কাতারগুলো সোজা ও সমান্তরাল কর। কেননা কাতার সোজা করা নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي

৮৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাযের কাতার পূর্ণ কর। আমি আমার পিছন দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

৮৭২। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হল, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ নামাযের কাতার সোজা রাখা। কেননা সঠিকভাবে কাতার করা নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

৮৭৩। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা নিজেদের কাতারগুলো অবশ্যই সোজা করে সাজাবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরস্পরের চেহারায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

৮৭৪। সিমাক ইবনে হারব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীরকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন, মনে হত তিনি যেন কামানের কাঠ সোজা করছেন।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

৮৭৫। এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

৮৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে যে কি রয়েছে তা যদি মানুষ জানতে পারত, তবে তা অর্জন করার জন্য তারা প্রয়োজনবোধে লটারীর আশ্রয় নিত। দুপুরের নামাযের যে কি মর্যাদা রয়েছে তা যদি তারা জানতে পারত তবে তারা এটা লাভ করার প্রতিযোগিতায় লেগে যেত। এশা ও ফজরের নামাযের মধ্যে (তাদের জন্য) কি মর্যাদা

রয়েছে তা যদি জানতে পারতো তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ নামাযে উপস্থিত হত।

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله

৮৭৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কতিপয় সাহাবীকে প্রায়ই পিছনের কাতারে দাঁড়াতে দেখেন। তিনি তাদের বললেন ঃ তোমরা সামনে এগিয়ে এসে আমার পিছনে ইকতেদা কর। তাহলে তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের পিছনে ইকতেদা করবে। একদল লোক সবসময় দেরী করে এসে পিছনে দাঁড়ায়। আল্লাহও তাদেরকে (নিজের রহমাত থেকে) পিছনে রাখবেন।

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا بشر ابن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله

৮৭৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে মসজিদে পিছনের দিকে বসে থাকতে দেখলেন.... অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد ابن حرب الواسطي قالا حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة

৮৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যদি জানতে অথবা তারা যদি জানত যে, সামনের কাতারে দাঁড়ানো কত

কল্যাণকর; তাহলে তারা এটা লাভ করার জন্য লটারীর আশ্রয় নিত। ইবনে হারবের বর্ণনায় প্রথম কাতারের উল্লেখ রয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ তারা এ কাতারে স্থান লাভ করার জন্য লটারী করত।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

৮৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার উত্তম এবং শেষের কাতার নিকৃষ্ট। মহিলাদের জন্য শেষের কাতার উত্তম এবং প্রথম কাতার নিকৃষ্ট।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

৮৮১। এই সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

যেসব মহিলা পুরুষদের সাথে একই জামাআতে শরীক হয়ে নামায আদায় করে, তাদের প্রতি নির্দেশ হল, পুরুষ মুক্তাদীরা সিজদা থেকে মাথা না উঠানো পর্যন্ত তারা মাথা তুলবেনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

৮৮২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পুরুষদেরকে তাদের লুঙ্গি খাট হওয়ার কারণে বালকদের মত কাঁধের সাথে গিড়া দিয়ে পরিধান করতে দেখেছি। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে মহিলা সমাজ; পুরুষদের মাথা তোলার পূর্বে তোমরা মাথা তুলোনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু তারা কোন সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হবেনা।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

৮৮৩। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো স্ত্রী তার স্বামীর কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ

৮৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের বাধা দিওনা। রাবী (সালেম) বলেন, বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিব। রাবী (সালেম) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) তার দিকে ফিরে অকথ্য ভাষায় তাকে তিরস্কার করলেন। আমি তাকে এর পূর্বে কখনো এভাবে গালিগালাজ করতে শুনিনি। তিনি আরো বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করছি, আর তুমি বলছ ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিব।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

৮৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর বাঁদীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিওনা।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

৮৮৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মহিলারা মসজিদে যাওয়ার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিও।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَدَعُهُنَّ

৮৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদেরকে রাতের বেলা, মসজিদে যেতে বাধা দিওনা। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের এক ছেলে (বিলাল) বলল, আমরা তাদেরকে বের হতে দিবনা। কেননা লোকেরা এটাকে ফ্যাসাদের রূপ দিবে। রাবী বলেন, ইবনে উমার তার বুকে ঘুষি মেরে বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছ আমরা তাদেরকে (বাইরে যেতে) ছেড়ে দিবনা!

حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৮৮৮। এই সনদে আ'মাশ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لاَ

৮৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিও। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের ছেলে ওয়াকিদ তাকে (পিতাকে) বলল, এ সুযোগকে তারা বিপর্যয়ের কারণে পরিণত করবে। রাবী বলেন, একথা শুনা মাত্র তিনি (ইবনে উমার) ওয়াকিদের বুকে আঘাত করলেন, এবং বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস (নির্দেশ) বলছি, আর তুমি বলছ– না!

حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ فَقَالَ بِلاَلٌ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ

৮৯০। বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অধিকারে তোমরা বাধা দিওনা। বিলাল বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদেরকে নিষেধ করব। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছ আমরা তাদেরকে নিষেধ করব!

حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

৮৯১। বুশর ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। সাকীফ গোত্রের যয়নাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের (মহিলাদের) কেউ যখন এশার নামাযে উপস্থিত হতে চায়, সে যেন ঐ রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

৮৯২। আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে উপস্থিত হয়, সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে (আসে)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

৮৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন স্ত্রীলোক সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গ্রহণ করল, সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে উপস্থিত না হয়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ

৮৯৪। আবদুর রহমানের কন্যা উমারাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশাকে বলতে শুনেছেন ঃ মহিলারা সাজসজ্জার যেসব নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো দেখলে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের মত তাদেরকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, আমি উমারাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইসরাঈল বংশের মহিলাদের কি মসজিদে আসতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, হাঁ।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৮৯৫। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ উল্লেখিত সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকলে সশব্দে কিরাআত পাঠ করা; নামাযেও মধ্যম আওয়াজে কিরাআত পাঠ করবে।

حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ ذٰلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ وَلَا تَجْهَرْ ذٰلِكَ الْجَهْرَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ

৮৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলার বাণী– 'নিজেদের নামায খুব উচ্চস্বরেও পড়বেনা এবং খুব নীচু স্বরেও পড়বেনা, এর মাঝামাঝি আওয়াজে পড়বে" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০) তিনি এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, এ আয়াত এমন এক সময় নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় (লোকচক্ষুর অন্তরালে) গোপন জীবন যাপন করছিলেন। অতঃপর তিনি সাহাবাদের নিয়ে যখন নামায পড়তেন উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। মুশরিকরা যখন তা শুনতে পেল তারা কুরআন এর অবতীর্ণকারী এবং এটা নিয়ে আগমনকারীকে গালি দিতে লাগল। মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ "তোমার (নামাযে) উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করোনা।" তাহলে মুশরিকরা তোমার কিরাআত শুনে ফেলবে। "আর নীচু স্বরেও পাঠ করবেনা"– তাহলে তোমার সাহাবীরা তোমার কুরআন পাঠ শুনতে পাবেনা। অবশ্য উচ্চস্বরেও পাঠ করবেনা, বরং এ দুইয়ের মাঝামাঝি আওয়াজে পাঠ করবে। অর্থাৎ উচ্চস্বর ও নিম্নস্বরের মাঝামাঝি স্বরে পাঠ করবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ أُنْزِلَ هٰذَا فِي الدُّعَاءِ

৮৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী– 'নিজেদের নামায খুব উচ্চস্বরেও পড়বেনা এবং নীচু স্বরেও পড়বেনা'– এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন, এটা দোয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (অর্থাৎ দোয়া খুব উচ্চস্বরেও করবেনা এবং খুব নিম্নস্বরেও করবেনা)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৮৯৮। উল্লেখিত সূত্রে হিশাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

কিরাআত পাঠ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ

جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك فكان اذا أتاه جبريل أطرق فاذا ذهب قرأه كما وعده الله

৮৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী– "লা তুহাররিক বিহী লিসানাকা..." (সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৬) এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন, জিবরীল (আ) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী নাযিল করতেন তিনি তা আয়ত্ত করার জন্য জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়তেন। এটা তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ত। তাঁর অবস্থা থেকেই এটা প্রতিভাত হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ "এই ওহী খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবেনা। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব।" অর্থাৎ এটা তোমার অন্তরে পুঞ্জিভূত করে দেয়া এবং তোমাকে পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব।" অতএব আমরা যখন তা পাঠ করতে থাকি তখন তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক।" অর্থাৎ এই ওহী আমরাই নাযিল করছি, তুমি তা মনোনিবেশ সহকারে শুন। এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব।" অর্থাৎ তোমার মুখ দিয়ে তা বলিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। এরপর থেকে যখন জিবরীল (আ) তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন, তিনি মনোযোগ সহকারে তা শুনতেন। তিনি চলে যাওয়ার পর মহান আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি (নবী সা) তা পাঠ করতেন।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه قال جمعه

فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اُسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأَهُ

৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লার বাণী ঃ "এই ওহী তাড়াহুড়া করে মুখস্থ করার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবেনা"– এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন, ওহী নাযিল হওয়াকালীন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন। তিনি তা আয়ত্ত করার জন্য নিজের ঠোঁট নাড়তেন.। সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তাঁর ঠোঁট নাড়তেন– আমি তোমাকে তদ্রূপ করে দেখাচ্ছি। অতঃপর তিনি (ইবনে আব্বাস) তাঁর ঠোঁট নাড়লেন। সাঈদ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) যেভাবে ঠোঁট নেড়েছেন আমিও তদ্রূপ করে দেখাচ্ছি। অতঃপর তিনি (সাঈদ) নিজের ঠোঁট নাড়লেন, মহান আল্লাহ (নাযিল করলেন) ঃ "এই ওহী তাড়াহুড়া করে মুখস্থ করার জন্য বারবার নিজের জিহ্বা নাড়িওনা। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের"। অর্থাৎ তোমার অন্তরে তা বদ্ধমূল করে দেয়া এবং তোমার মুখে তা পাঠ করিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। অতএব আমরা যখন তা পাঠ করতে থাকি তখন তুমি তার অনুসরণ করতে থাক। অর্থাৎ তুমি তা মনযোগ দিয়ে শুনতে থাক এবং নীরবতা অবলম্বন কর। এরপর তা তোমার মুখ দিয়ে পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। এরপর থেকে জিবরীল (আ) ওহী নিয়ে আসলে তিনি তা মনযোগ দিয়ে শুনতেন। জিবরীল (আ) চলে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাঠ হুবহু পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

ফজরের নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া এবং জিনদের সামনে কিরাআত পাঠ।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا

حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ وَهُوَ بِنَخْلٍ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ

৯০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিনদের কুরআন শুনানওনি এবং তাদের দেখেনওনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবাকে নিয়ে ওকাজের বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এসময় আসমান থেকে তথ্য সংগ্রহকারী শয়তানদের জন্য আসমানে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের ওপর উল্কা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। শয়তানেরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলে তারা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, উর্ধলোকের তথ্য ও আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের ওপর উল্কা নিক্ষেপ করা হয়েছে। সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, এর কারণ হচ্ছে– নিশ্চয়ই নতুন কিছু ঘটছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করে দেখ তোমাদের মাঝে ও আসমানের খবরাদির মাঝে কোন জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দলে দলে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ঘুরে এর কারণ উদঘাটন করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে একদল তিহামার পথ ধরে ওকাজের উদ্দেশ্যে বের হল। এসময় নবী (সা) নাখলা নামক স্থানে তাঁর সাহাবাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। তারা যখন কুরআন পাঠ শুনতে পেল, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। অতঃপর তারা বলল, আমাদের এবং আসমানের খবরাদির মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ। তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হে আমাদের জাতির লোকেরা! আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক পাঠ (কুরআন) শুনেছি। তা আলোর পথের দিকে হেদায়েত দান করে। এজন্য আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবনা।' এই ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা

তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর– 'বল হে নবী! আমাকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে..' (সূরা জ্বিন) নাযিল করলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ لَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ .

৯০২। আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে ইবনে মাসউদ (রা) কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন? রাবী বলেন, আলকামা বললেন, আমি ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে আপনাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না, তবে আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। আমরা পাহাড়ের উপত্যকায় এবং গিরিপথে তাঁকে খুঁজলাম কিন্তু পেলামনা। আমরা মনে করলাম, হয় জ্বিনেরা তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে অথবা কেউ তাঁকে গোপনে মেরে ফেলেছে। রাবী (ইবনে মাসউদ) বলেন, এ রাতটি আমাদের জন্য এতই দুর্ভাগ্যজনক ছিল যে, মনে হয় কোন জাতির ওপর এমন রাত কখনো আসেনি। যখন ভোর হল, আমরা তাঁকে হেরা পর্বতের দিক থেকে আসতে দেখলাম। আমরা বললাম, হে

আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেললাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আপনার কোন সন্ধান পেলামনা। তাই সারারাত আমরা চরম দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি। মনে হয় এরূপ দুর্ভাগ্যজনক রাত কোন জাতির ওপর আসেনি। তিনি বলেন ঃ জ্বিনদের পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী আমাকে নিতে আসে। আমি তার সাথে চলে গেলাম এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনালাম। রাবী (ইবনে মাসউদ) বলেন, তিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন নিদর্শন এবং আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা তাঁর কাছে খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, যে জন্তু আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে তার হাঁড় তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হাতের স্পর্শে তা পুনরায় গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। উটের বিষ্ঠা তোমাদের পশুর খাদ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের) বললেন ঃ এ দুটো জিনিস দিয়ে শৌচকার্য করনা। কেননা এ দুটো তোমাদের ভাই জ্বিনদের এবং এদের পশুর খাদ্য।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ . قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلاً مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ

৯০৩। দাউদ থেকে এই সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে– "তাদের আগুনের চিহ্ন" পর্যন্ত। শা'বী বলেন, এরা তাঁর কাছে খাদ্যের জন্য আবেদন করে। এরা জাযীরাতুল আরবের জ্বিন ছিল। শা'বীর এই বর্ণনা পর্যন্ত হাদীস শেষ হয়েছে। আবদুল্লাহর হাদীস থেকে এই সূত্রে বর্ণনা কিছুটা ব্যাপক।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

৯০৪। আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই সূত্রে "তাদের আগুনের চিহ্ন" বক্তব্য পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এবং এর পরের অংশ উল্লেখ নাই।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ

৯০৪ক। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্বিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম না। আফসোস! আমি যদি তাঁর সাথে থাকতাম।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ آذَنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ

৯০৫। মা'আন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি মাসরুককে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বিনের রাতে কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিল যে, তারা এসে তাঁর কুরআন পাঠ শুনছে? মাসরুক বলেছেন, আমাকে তোমার পিতা অর্থাৎ ইবনে মাসউদ বলেছেন যে, গাছই তাদের সম্পর্কে নবীকে জানিয়ে দিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

যোহর ও আসরের নামাযের কিরাআত।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ

৯০৬। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে আরো দুটি সূরা পাঠ করতেন। কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। তিনি যোহরের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করতেন। ফজরের নামাযেও তিনি এরূপ করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৯০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে আরো একটি করে সূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনো কখনো আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। আর শেষের দুই রাকআতে তিনি কেবল সূরা ফাতিহাই পাঠ করতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ الم تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً

৯০৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর ও আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াস্বাল্লামের কিয়ামের (দাঁড়ানোর) পরিমাণ নিরূপণ করার চেষ্টা করতাম। যোহরের প্রথম দুই রাকআতে তাঁর কিয়ামের পরিমাণ ছিল সূরা "আলিফ, লাম, মীম, তানযীলুস সাজদা" পাঠ করার পরিমাণ সময়। আর পরবর্তী দুই রাকআতে আমরা তাঁর কিয়ামের পরিমাণ নিরূপণ করেছি ঐ সূরার অর্ধেক পাঠ করার পরিমাণ সময়। আমরা আসরের প্রথম দুই রাকআতে তাঁর কিয়ামের পরিমাণ নিরূপণ করেছি যোহরের শেষের দুই রাকআতে তাঁর কিয়ামের পরিমাণ সময়। আর আসরের শেষ দুই রাকআতে তাঁর কিয়ামের পরিমাণ ছিল– প্রথম দুই রাকআতের অর্ধেক পরিমাণ

সময়। আবু বকর ইবনে আবু শাইবা তাঁর বর্ণনায় সূরা "আলিফ লাম মীম তানযীলের" উল্লেখ করেননি। তিনি কিয়ামের পরিমাণ তিরিশ আয়াত পাঠের পরিমাণ সময় উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذٰلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذٰلِكَ

৯০৯। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দুই রাকআতের প্রতি রাকআতে তিরিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। এবং শেষের দুই রাকআতের প্রতি রাকআতে পনর আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি (আবু সাঈদ) বলেছেন, এর অর্ধেক পরিমাণ। তিনি আসরের প্রথম দুই রাকআতের প্রতি রাকআতে পনর আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষের দুই রাকআতে এর অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করতেন।[১১]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحٰقَ

৯১০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। কুফার অধিবাসীরা (তাদের গভর্নর) সা'দের (রা) বিরুদ্ধে তার নামায সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কাছে অভিযোগ

---

১১. ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং আহমদের এক মতে, ফরজ নামাযের শেষের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করা জরুরী নয়। অবশ্য ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পারে।

করল। উমার (রা) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তার দরবারে হাযির হলেন। উমার (রা) তার নামায সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগ তাকে শুনালেন। সা'দ (রা) বললেন, আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ নামায পড়ি। এতে কোনরূপ ত্রুটি করিনা। আমি প্রথম দুই রাকআত দীর্ঘ করি এবং শেষের দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করি। উমার (রা) বললেন, হে আবু ইসহাক (সাদ)! এটাই তোমার কাছে আশা করি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ

৯১১। এই সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ

৯১২। আবু' আওন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরার কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, উমার (রা) সা'দকে বললেন, তারা তোমার বিরুদ্ধে সব ব্যাপারেই অভিযোগ এনেছে; এমনকি নামাযের ব্যাপারেও। সা'দ (রা) বললেন, আমি তো প্রথম দুই রাকআত লম্বা করে থাকি এবং পরবর্তী দুই রাকআত সংক্ষেপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামায পড়ার নিয়ম অনুসরণ করতে আমি মোটেও ত্রুটি করিনা। উমার (রা) বললেন, তোমার কাছে এটাই আশা করি। অথবা তিনি বলেছেন, তোমার সম্পর্কে আমার এটাই ধারণা।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ

৯১৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আরো আছে, "সা'দ (রা) বললেন, বেদুইনরা আমাকে নামায শিখাতে চায়।"

حدثنى داود بن رشيد حدثنا الوليد يعنى ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعة الأولى مما يطولها

৯১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যোহরের নামায শুরু হয়ে যেত। অতঃপর কোন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন (পেশাব-পায়খানা) পূরণের জন্য বাকী' নামক বাগানে যেত। সে নিজের প্রয়োজন সেরে ওযু করে এসে দেখত– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো প্রথম রাকআতেই আছেন, তিনি নামায এতটা লম্বা করতেন।

وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثنى قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدرى وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إنى لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك فى ذاك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعة الأولى

৯১৫। কাযা'আ বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরীর কাছে আসলাম, এসময় তার কাছে অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তারা তার কাছ থেকে চলে গেলে আমি তাকে বললাম, তারা আপনার কাছে যা জিজ্ঞেস করেছে আমি তা জিজ্ঞেস করবনা। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আবু সাঈদ (রা) বললেন, এটা জানার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই। (কেননা তুমি তাঁর মত নামায পড়তে সক্ষম হবেনা)। তিনি পুনর্বার তাই জানতে চাইলেন। তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন, যোহরের নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পর আমাদের কোন ব্যক্তি বাকী' নামক বাগানে যেত। সে নিজের প্রয়োজন সেরে নিজ বাড়িতে এসে ওযু করে পুনরায় মসজিদে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো প্রথম রাকআতেই থাকতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

ফজরের নামাযের কিরাআত।

وحدثنا هرون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج ح قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد ابن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهرون أو ذكر عيسى «محمد ابن عباد يشك أو اختلفوا عليه» أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله ابن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه وعبد الله ابن عمرو ولم يقل ابن العاص

৯১৬। আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে মক্কায় ভোরের নামায পড়লেন। তিনি সূরা মু'মিনূন পড়া শুরু করলেন। তিনি তা পড়তে পড়তে মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের অথবা ঈসার আলোচনা সম্পর্কিত আয়াতে পৌঁছে গেলেন। (এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ সন্দেহে পড়ে গেছেন অথবা রাবীদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে)। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাশি আসলে তিনি রুকুতে চলে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সায়েবও নামাযে উপস্থিত ছিলেন, আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় রয়েছে, 'তিনি কিরাআত পাঠ থামিয়ে দিয়ে রুকুতে চলে গেলেন।' তিনি তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে আমরের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনুল 'আসের (দাদার) নাম উল্লেখ করেননি।

حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد ح قال

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثني أبو كريب واللفظ له أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

৯১৭। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ফজরের নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ওয়াল লাইলি ইযা আস'আসা' (সূরা তাকবীর) পাঠ করতে শুনেছেন।

حَدَّثَنِى أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ حَتَّى قَرَأَ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا وَلاَ أَدْرِى مَا قَالَ

৯১৮। কুতবাহ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়েছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়িয়েছেন। তিনি 'কাফ! ওয়াল কুরআনিল মাজীদ'/(সূরা কাফ) পাঠ করলেন। তিনি 'ওয়ান নাখলা বাসিকাতিন' পর্যন্ত পাঠ করলেন। রাবী বলেন, আমিও তা পাঠ করলাম কিন্তু এর তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ

৯১৯। কুতবাহ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ফজরের নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "ওয়ান নাখলা বাসিকাতিল্লাহা তালউন নাদীদ" (সূরা কাফ) পাঠ করতে শুনেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وَرُبَّمَا قَالَ قٓ

৯২০। যিয়াদ ইবনে 'ইলাকা থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। তিনি প্রথম রাকআতে 'ওয়ান নাখলা বাসিকাতিল্ লাহা তালউন নাদীদ' পাঠ করলেন। কখনো তিনি বলেছেন, নবী (সা) সূরা কাফ পাঠ করলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا

৯২১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ' পাঠ করতেন। তাঁর পরের নামাযগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত আকারের।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَؤُلَاءِ قَالَ وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ﴾ وَنَحْوِهَا

৯২২। সিমাক ইবনে হারব্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, তিনি হালকাভাবে নামায পড়তেন। ঐসব লোকের মত (বড় বড় সূরা দিয়ে) নামায পড়তেন না। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ' বা এই আকারের সূরা পাঠ করতেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ

৯২৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে সূরা 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা' পাঠ করতেন এবং আসরের নামাযেও অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন। ফজরের নামাযে তিনি এর চেয়ে দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ

৯২৪। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' পাঠ করতেন এবং ভোরের নামাযে এর চেয়ে লম্বা সূরা পাঠ করতেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

৯২৫। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের নামাযে ষাট থেকে একশো আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً

৯২৬। আবু বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশো আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ

৯২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিসের কন্যা উম্মুল ফদল (রা) তাকে সূরা 'ওয়াল মুরসালাতি উরফান' পাঠ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি এই সূরা পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বশেষ যে সূরাটি শুনেছি তা ছিল এই সূরা। তিনি এটা মাগরিবের নামাযে পড়েছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

৯২৮। যুহরী থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সালেহ এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ "এরপর তিনি সাহাবাদের নিয়ে আর নামায পড়ার সুযোগ পাননি। মহান আল্লাহ তাঁকে তুলে নিলেন।"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ

৯২৯। মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর ইবনে মুতঈ'ম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (যুবাইর) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা "তূর" পাঠ করতে শুনেছি।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৯৩০। যুহরী থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

এশার নামাযের কিরাআত।

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا أبى حدثنا شعبة عن عدى قال سمعت البراء يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان فى سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ فى إحدى الركعتين والتين والزيتون

৯৩১। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি এশার নামায পড়লেন এবং প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে সূরা 'ওয়াত-তীনি ওয়ায যাইতূন' পাঠ করলেন।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون

৯৩২। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি তাতে সূরা 'তীন' পাঠ করলেন।

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى حدثنا مسعر عن عدى بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه

৯৩৩। আদী ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযিবকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এশার নামাযে সূরা 'তীন' পাঠ করতে শুনেছি। আমি তাঁর মত সুললিত কণ্ঠস্বর আর কারো শুনিনি।

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ عَمْرٌو نَحْوَ هَذَا

৯৩৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন, অতঃপর নিজের সম্প্রদায়ে ফিরে এসে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়লেন, অতপর নিজের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে তাদের নামাযে ইমাম হলেন। তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। এক ব্যক্তি এতে বিরক্ত হয়ে পড়ল। সে সালাম ফিরিয়ে একাকি নামায পড়ে চলে গেল। লোকেরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছ? সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি মুনাফিক হয়ে যাইনি। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাব এবং তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উট চালক, দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করি। আর মুআয (রা) আপনার সাথে এশার নামায পড়ে ফিরে এসে আমাদের ইমামতি করলেন এবং নামাযে সূরা বাকারা পড়া শুরু করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হে মুআয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী? তুমি এরূপ এরূপ সূরা পাঠ করবে। সুফিয়ান বলেন, আমি আমরকে বললাম, আবু যুবাইর জাবিরের সূত্রে

আমাদের বলেছেন যে, তিনি (নবী সা.) বলেছেন, "তুমি সূরা 'শামস' সূরা 'দোহা' সূরা 'লাইল' এবং সূরা 'আ'লা' পাঠ করবে।" আমর বললেন, হাঁ এ ধরনের সূরাই পাঠ করবে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

৯৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল আনসারী (রা) তার গোত্রের লোকদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন। তিনি কিরাআত দীর্ঘায়িত করলেন। ফলে আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (নামায ছেড়ে দিয়ে) চলে গেল এবং একাকি নামায পড়ল। তার সম্পর্কে মুআযকে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, সে তো মুনাফিক। লোকটি যখন একথা জানতে পারল– সে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেল এবং মুআয (রা) যা বলেছেন তা তাঁকে জানাল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হে মুআয! তুমি কি ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন লোকদের ইমামতি করবে তখন সূরা 'শামস', সূরা 'আ'লা' সূরা 'ইকরা' এবং সূরা 'লাইল' পাঠ করবে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

৯৩৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়তেন। অতপর নিজের সম্প্রদায়ে ফিরে এসে তাদেরকে নিয়ে পুনরায় ঐ নামায পড়তেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ

৯৩৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়তেন। অতপর তিনি নিজ গোত্রের মসজিদে ফিরে এসে তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

ইমামদেরকে সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গ নামায পড়তে হবে।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

৯৩৮। আবু মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, অমুক লোকের কারণে আমি ফজরের নামাযে দেরীতে উপস্থিত হই। কারণ সে খুব লম্বা কিরাআত পাঠ করে। (রাবী বলেন) আমি সেদিনকার মত আর কোন দিনের ওয়াজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি বললেন, হে জনগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মানুষকে ভাগিয়ে দেয়। তোমাদের যে কেউ ইমামতি করে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল (বালক) এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত লোকও রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِي هَـٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ

৯৩৯। এ সনদেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের ইমামতি করে– সে যেন নামায হালকা এবং সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, দুর্বল এবং রুগ্ন ব্যক্তিরাও রয়েছে। সে যখন একাকি নামায পড়ে, তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ সূরা পড়তে পারে।

حدثنا

ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَـٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ

৯৪১। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলেন। এগুলোর মধ্যে একটি হাদীস এই– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি লোকদের নামাযে ইমামতি করতে দাঁড়ালে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে যেমন বৃদ্ধরা রয়েছে তেমন দুর্বলরাও রয়েছে। যখন সে একাকি নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন নিজ ইচ্ছামত তার নামায দীর্ঘ করতে পারে।

وحدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ

৯৪২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে সে যেন তা সংক্ষিপ্ত করে। কেননা এসব লোকের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকও থাকতে পারে।

وحدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ السَّقِيمِ الْكَبِيرَ

৯৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় রুগ্নের পরিবর্তে বৃদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ ادْنُهْ فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ ثُمَّ قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

৯৪৪। উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ তুমি তোমাদের গোত্রের লোকদের নামাযে ইমামতি কর। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার অন্তরে কিছু

একটা অনুভব করি। তিনি আমাকে বললেন ঃ নিকটে আস। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর আমার বুকের মাঝখানে হাত রাখলেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ ঘুরে বস। তিনি আমার পিঠে কাঁধ বরাবর হাত রাখলেন। অতপর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার গোত্রের লোকদের ইমামতি কর। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত লোক রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন একাকি নামায পড়ে, সে তখন নিজ ইচ্ছামত নামায পড়তে পারে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ

৯৪৫। উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নির্দেশ ছিল ঃ তুমি যখন কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে তখন তাদের নামায সংক্ষিপ্ত করবে।

وحدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ

৯৪৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ নামায পড়তেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ

৯৪৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযই ছিল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ

عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৯৪৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে যত সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ নামায পড়েছি– এরূপ সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ নামায আর কখনো কোন ইমামের পিছনে পড়িনি।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ

৯৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় মায়ের সাথে আসা শিশুর কান্না শুনতে পেলে ছোটখাট সূরা দিয়ে নামায শেষ করে দিতেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ

৯৫০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি নামায শুরু করে তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা করি। এমতাবস্থায় আমি শিশুর কান্না শুনতে পাই। আমি তখন তার মায়ের অস্থিরতার কথা চিন্তা করে নামায সংক্ষিপ্ত করে দেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

নামাযের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা এবং সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গভাবে নামায পড়া।

وحدثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا

عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ حَامِدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

৯৫১। বারাআ ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে তাঁর নামায পড়ার নিয়ম-কানুন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তাঁর দাঁড়ানো (কিয়াম), তাঁর রুকু এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তাঁর সিজদা এবং দুই সিজদার মাঝে তাঁর বসা, অতপর তাঁর দ্বিতীয় সিজদা, তাঁর সালাম ফিরানো এবং সালাম ও নামায শেষ করে চলে যাওয়ার মাঝখানে বসা– এর সবই প্রায় সমান (ব্যবধানে) পেয়েছি।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ الْحَكَمُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُ هٰكَذَا

৯৫২। হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আশ'আসের সময়ে এক ব্যক্তি কুফাবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। হাকাম তার নাম উল্লেখ করেছেন (মাতার

ইবনে নাজিয়া)। সে আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে লোকদের নামাযে ইমামতি করার হুকুম দিল। তিনি নামায পড়ছিলেন। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে আমার একটি দোয়া পড়ার পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। দোয়াটি হচ্ছে ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু মিলউস সামাওয়াতে ওয়া মিলউল আরদে ওয়া মিলউ মাশি'তা মিন শাই-ইম বা'দু আহলাস সানা-ই ওয়াল মাজদে। লা সানিআ লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।" হাকাম বলেন, অতপর আমি এটা আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলার কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আমি বারাআ ইবনে আযিবকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ছিল ঃ তিনি রুকুতে যেতেন, রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতেন, সিজদা করতেন এবং দুই সিজদার মাঝখানে বিরতি দিতেন– এসবগুলোর সময়ের পরিমাণ প্রায় একই ছিল। শো'বা বলেন, আমি এটা আমর ইবনে মুররাকে বললাম। তিনি বললেন, আমি ইবনে আবু লাইলাকে দেখেছি। কিন্তু তার নামায তো এরূপ ছিলনা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

৯৫২ক। হাকাম থেকে বর্ণিত। মাতার ইবনে নাজিয়া যখন কুফার ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল, আবু উবাইদাকে লোকদের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দিল। অবশিষ্ট হাদীস পূর্ববৎ।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ

৯৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি– আমি তোমাদেরকে নিয়ে অনুরূপভাবে নামায পড়তে মোটেই ত্রুটি করবনা। অধস্তন রাবী বলেন, আনাস (রা) একটি কাজ করতেন যা আমি তোমাদেরকে করতে দেখিনা। তিনি রুকু' থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। এমনকি কেউ (মনে মনে) বলত, তিনি (সিজদায় যেতে) ভুলে গেছেন। তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে যেতেন, এমনকি কেউ (মনে মনে) বলত, তিনি (দ্বিতীয় সিজদা করতে) ভুলে গেছেন।

وحدثنى

أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاصَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَمَامٍ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِى بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ

৯৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণঙ্গ নামায পড়েছি অনুরূপ আর কারো পিছনে পড়িনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের রুকনগুলোর (সময়ের) পরিমাণ প্রায় কাছাকাছি ছিল। আবু বকরের (রা) নামাযের রুকনগুলোও পরস্পর কাছাকাছি ছিল। উমার ইবনুল খাত্তাব তার সময়ে ফজরের নামায দীর্ঘ করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে দাঁড়িয়ে যেতেন– এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি (সিজদায় যেতে) ভুলে গেছেন। অতপর তিনি সিজদায় যেতেন। দুই সিজদার মাঝখানে তিনি এতক্ষণ বসতেন যে, আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি (পরবর্তী সিজদায় যেতে) ভুলে গেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

ইমামের অনুসরণ করা এবং প্রতিটি কাজ তার পরে করা।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِى ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا

৯৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বারাআ (রা) এ হাদীস বলেছেন। তিনি মিথ্যাবাদী নন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। তিনি রুকু থেকে মাথা তোলার পর আমি কাউকে (সিজদায় যাওয়ার জন্য) পিঠ বাঁকা করতে দেখিনি যাবত না তিনি নিজের কপাল মাটিতে রাখতেন। অতঃপর সবাই তাঁর পিছন থেকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।

وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحي يعني ابن سعيد حدثنا سفيان حدثني أبو اسحق حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده

৯৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বারাআ (রা) এ হাদীস বলেছেন। তিনি মিথ্যাবাদী নন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন– আমাদের কেউই (সিজদায় যাওয়ার জন্য) পিঠ বাঁকা করতনা যতক্ষণ তিনি সিজদায় না যেতেন। তাঁর পরে আমরা সিজদায় যেতাম।

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي حدثنا ابراهيم بن محمد أبو اسحق الفزاري عن أبي اسحق الشيباني عن محارب ابن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه

৯৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদেরকে বারাআ (রা) বলেছেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। তিনি যখন রুকুতে যেতেন, তারাও রুকুতে যেতেন। তিনি রুকু থেকে মাথা তোলার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, এমনকি যখন দেখতাম তিনি তাঁর কপাল মাটিতে রেখেছেন তখন আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد

৯৫৮। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমরা যতক্ষণ তাঁকে সিজদায় পৌঁছতে না দেখতাম, ততক্ষণ আমাদের কেউই নিজের পিঠ বাঁকা করতনা। যুহাইর বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বলেছেন, 'এমনকি যখন আমরা তাঁকে সিজদারত অবস্থায় দেখতাম।'

حدثنا محرز بن عون بن أبي عون حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد ابن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا

৯৫৯। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। আমি তাঁকে 'ফালা উকসিমু বিল খুন্নাসিল জাওয়ারিল কুন্নাস' (সূরা তাকবীর) পাঠ করতে শুনলাম। তিনি সম্পূর্ণভাবে সিজদায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউই নিজের পিঠ বাঁকা করতনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

রুকু থেকে মাথা তুলে যা বলতে হবে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

৯৬০। আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে পিঠ উঠানোর সময় বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু মিলউস সামাওয়াতি ওয়া মিলউল আরদি ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাই-ইম বা'দু।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

৯৬১। উবাইদুল্লাহ ইবনে হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রুকু থেকে উঠে) এই দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু মিলউস সামাওয়াতি ওয়া মিলউল আরদি ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাই-ইম বা'দু"।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ

৯৬২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আসমান-জমীন পরিপূর্ণ করে তোমার জন্য প্রশংসা, অতপর তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ করে। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, কুয়াশা এবং ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পাক-পবিত্র করে দাও। হে আল্লাহ! সাদা কাপড় যেভাবে ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে ধবধবে সাদা হয়ে যায়, আমাকেও তদ্রূপ যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্র করে দাও।"

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ مِنَ الدَّنَسِ

৯৬৩। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুআযের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "সাদা কাপড় যেভাবে ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।" ইয়াযীদের বর্ণনায় 'দারান' শব্দের পরিবর্তে 'দানাস' শব্দের উল্লেখ রয়েছে (অর্থ একই)।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

৯৬৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন ঃ "আমাদের প্রতিপালক! তুমি আসমান-জমীন সম পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী, অতপর তুমি যা চাও তাও পূর্ণ করে প্রশংসার অধিকারী। তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। বান্দা যা বলেছে তা অতীব সত্য ঃ আমরা সবাই তোমার বান্দা; হে আল্লাহ! তুমি যাকে দান কর তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। এবং তুমি যাকে দেয়া বন্ধ কর, তাকে দান করার শক্তি কারো নেই। চেষ্টা সাধনাকারীর প্রচেষ্টা তোমার সামনে কোন কাজে আসেনা।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

৯৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু মিলউস সামাওয়াতি ওয়া মিলউল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাই-ইম বা'দু, আহলাস সানায়ে ওয়াল মাজদে। লা মানিআ লিমা আ'তাইতা লা মু'তা লিমা মানাতা আলা ইয়ান ফাউ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ"।

حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

৯৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস 'ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শাই-ইন বা'দু" পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের পরবর্তী অংশ এ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

রুকু'-সিজদায় কুরআনের আয়াত পাঠ করা নিষেধ।

حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ

৯৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন সময়ে) হুজরার পরদা তুলে দিলেন। লোকেরা এ সময় আবু বকরের পিছনে নামাযের কাতারে দাঁড়ানো ছিল। তিনি বললেন ঃ হে লোকসকল! (আমার পর) আর নবুয়াতের ধারা অবশিষ্ট থাকবেনা। তবে মুসলমানরা সত্যস্বপ্ন দেখবে অথবা তাদের দেখানো হবে। সাবধান! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আমি যেন রুকু' বা সিজদারত অবস্থায় কুরআন পাঠ না করি। তোমরা রুকু' অবস্থায় মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করবে এবং সিজদারত অবস্থায় অধিক দোয়া পড়ার চেষ্টা করবে কেননা তোমাদের দোয়া কবুল হওয়ার উপযোগী।

حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ

৯৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কক্ষের পর্দা সরিয়ে দিলেন, এসময় তিনি মৃত্যু রোগশয্যায় ছিলেন। তাঁর মাথা (কাপড় দিয়ে) বাঁধা ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী পৌছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বললেন। নবুয়াতের সুসংবাদ (ধারা) আর অবশিষ্ট থাকবেনা। তবে ভাল স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকবে। নেক বান্দারা তা দেখবে অথবা তাদেরকে দেখানো হবে। হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

৯৬৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু বা সিজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ

৯৭০। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) আলী ইবনে আবু তালিবকে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু এবং সিজদার অবস্থায় কুরআনের আয়াত পাঠ করতে নিষেধ করছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ

৯৭১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু-সিজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। আমি বলছিনা "তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন।"

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حِبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

৯৭২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম (নবী সা.) আমাকে রুকু-সিজদায় কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ح وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ح قَالَ وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ح قَالَ وحَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَلِيٍّ إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوا نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ

৯৭৩। আলী (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। উল্লেখিত সব রাবীই রুকুর কথা বলেছেন। তারা নিজ নিজ বর্ণনায় 'সিজদার মধ্যে কুরআন পাঠ করা নিষেধ' এরূপ কথা উল্লেখ করেনি; যেনম যুহরী, যায়েদ ইবনে আসলাম, অলীদ ইবনে কাসীর এবং দাউদ ইবনে কায়েস নিজেদের বর্ণনায় এই নিষেধাজ্ঞার কথাও উল্লেখ করেছেন।

وحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُودِ

৯৭৪। আলী (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে 'সিজদায় কুরআন পাঠ করা নিষেধ' একথার উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ لَا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا

৯৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আমি যেন রুকুর মধ্যে কুরআন পাঠ না করি। এই সূত্রে আলীর নাম উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

রুকু-সিজদায় যা বলতে হবে।

وحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

৯৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দার সিজদারত অবস্থাই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম অবস্থা (বা মুহূর্ত)। অতএব তোমরা অধিক পরিমাণ দোয়া পড়।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

৯৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে বলতেন ঃ 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যানবী কুল্লাহু, দাক্কাহু, ওয়া জাল্লাহু, ওয়া আওয়ালাহু, ওয়া আখিরাহু, ওয়া আলানিয়্যাতাহু, ওয়া সিররাহু'।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

৯৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু-সিজদায় এই দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী'। তিনি কুরআনের ওপর আমল করতেন।*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

---

* কুরআনে উল্লেখ আছে «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ» এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী তিনি দোয়া পড়তেন।

عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا قَالَ جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

৯৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ দোয়াটি খুব ঘন ঘন পাঠ করতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।" রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যে এসব নতুন বাক্য পড়তে দেখছি– এগুলো কি? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমার জন্য একটি চিহ্ন বা নিদর্শন রাখা হয়েছে। যখন আমি তা দেখি তখন এগুলো বলতে থাকি। আমি দেখেছি ঃ ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু..... সূরার শেষ পর্যন্ত।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا دَعَا أَوْ قَالَ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

৯৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু' (সূরা নসর) নাযিল হওয়ার পর থেকে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া পাঠ করা ব্যতিরেকে কোন নামায আদায় করতে দেখিনি। অথবা তিনি বলতেন ঃ 'সুবহানাকা রব্বী ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী'।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ

قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ اِلَيْهِ فَقَالَ خَبَّرَنِى رَبِّى أَنِّى سَأَرَى عَلَامَةً فِى أُمَّتِى فَاِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ اِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

৯৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক সংখ্যায় এই দোয়া পড়তেন ঃ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।' রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে অধিক সংখ্যায় এই কথা বলতে দেখছি ঃ "মহান পবিত্র আল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমি তাঁর কাছে তওবা করছি, অনুতপ্ত হচ্ছি। রাবী বলেন, তিনি বললেন ঃ আমার মহান প্রতিপালক আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমি অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে একটি নিদর্শন দেখতে পাব। যখন আমি সে আলামত দেখতে পাই তখন অধিক সংখ্যায় এ দোয়া পাঠ করতে থাকি ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি। সেই নিদর্শন সম্ভবত এই ঃ "যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ হবে (অর্থাৎ মক্কা বিজয়), তুমি দেখতে পাবে, দলে দলে লোক আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে; তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি খুবই তওবা গ্রহণকারী"– (সূরা নসর)।

حَدَّثَنِى حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِى الرُّكُوعِ قَالَ أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ فَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى اِنِّى لَفِى شَأْنٍ وَاِنَّكَ لَفِى آخَرَ

৯৮২। ইবনে জুরাইয বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রুকুতে কি পড়েন? তিনি বলেন, 'সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা।' কেননা ইবনে আবু মুলাইকা আমাকে আয়েশার সূত্রে অবহিত করেছেন যে, তিনি (আয়েশা রা.) বলেছেন, একরাতে আমি ঘুম থেকে জেগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার কাছে পেলামনা। আমি ধারণা করলাম, তিনি হয়ত তাঁর অপর কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। আমি তাঁর খোঁজে বের হলাম, কিন্তু না পেয়ে ফিরে আসলাম। দেখি-কি তিনি রুকু অথবা (রাবীর সন্দেহে) সিজদায় পড়ে আছেন এবং বলছেন ঃ "সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা।" আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আমি কি ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছি, আর আপনি কি কাজে মগ্ন আছেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد ابن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

৯৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানায় পেলামনা। আমি তাঁকে খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তাঁর পায়ের তালুতে গিয়ে ঠেকল। তিনি সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর পা দুটো দাঁড় করানো ছিল। এ অবস্থায় তিনি বলছেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার প্রশংসা ও গুণগান করার শক্তি আমার নেই। তুমি নিজে তোমার যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করেছ, তুমি ঠিক তদ্রূপ।'

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

৯৮৪। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু' ও সিজদায় এই দোয়া পড়তেন ঃ 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

৯৮৫। এ সূত্রেও আয়েশা (রা) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

সিজদার ফজিলাত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ

৯৮৬। মা'দান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামিরী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবানের (রা) সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে

বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর প্রিয়তম ও পছন্দনীয় কাজের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। আমি পুনর্বার জিজ্ঞেস করলাম। এবারও তিনি নীরব থাকলেন। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ তুমি আল্লাহর জন্য অবশ্যই বেশী বেশী সিজদা করবে। কেননা তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন। মা'দান বলেন, অতপর আমি আবু দারদার (রা) সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সাওবান (রা) আমাকে যা বলেছেন, তিনিও তাই বললেন।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

৯৮৭। রবী'আ ইবনে কা'বা আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত কাটিয়েছিলাম। আমি তাঁর ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশতে আপনার সাহচার্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এ ছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

যেসব অংগের সাহায্যে সিজদা করতে হবে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ عَلَى

سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ

৯৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি হাড়ের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মাথার চুল ও কাপড় ধরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসের এ বর্ণনাটি ইয়াহইয়ার। আবু রবী তার বর্ণনায় বলেন, সাতটি হাড়ের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং চুল ও কাপড় আটকিয়ে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। সাতটি হাড় বা অংগ হচ্ছে– দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا

৯৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে সাতটি অংগের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং চুল ও কাপড়গুলোকে ঠেকিয়ে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعَرَ وَالثِّيَابَ

৯৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি অংগের সাহায্যে সিজদা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং চুল ও কাপড়গুলোকে রুখে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ

৯৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে সাতটি অংগের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কপাল– এই বলে তিনি হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করলেন; দুই হাত, দুই পা এবং দুই পায়ের পার্শ্বদেশ। আমি যেন (সিজদার সময়) চুল ও কাপড় ধরে না রাখি এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

حدثنا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفِتَ الشَّعَرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

৯৯২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে সাতটি অংগের সাহায্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ সময়ে চুল ও পরিধেয় বস্ত্র ঝুলে পড়া থেকে রুখে রাখতে নিষধ করা হয়েছে। অংগগুলো হচ্ছে, কপাল ও নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাতা।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ

৯৯২ক। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দাহ যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সিজদা করে– তার মুখমণ্ডল, তার দুই হাতের পাতা, তার দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের পাতা।

حدثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَالَكَ وَرَأْسِي

فَقَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ

৯৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হারিসকে তার মাথার চুল পিছন দিকে বেঁধে রেখে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তা খুলে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা) নামায শেষ করে ইবনে আব্বাসের দিকে ফিরে বললেন, কি ব্যাপার আপনি আমার চুল এরূপ করে দিলেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে– যে ব্যক্তি পিছন দিকে হাত বাঁধা অবস্থায় নামায পড়ে তার মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

সিজদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, উভয় হাতের তালু জমীনে রাখা, উভয় কনুই পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা এবং পেট উরুদেশ থেকে উঁচু ও পৃথক রাখা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ. وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

৯৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সিজদার মধ্যে অংগ প্রত্যংগের ভারসাম্য বজায় রাখ (ঠিকভাবে সিজদা কর)। তোমাদের কেউ যেন নিজের বাহুদ্বয় কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَلَا يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

৯৯৫। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জা'ফরের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় তার বাহুদ্বয়কে কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।"

حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك

৯৯৬। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি সিজদা কর তোমার হাতের তালু মাটিতে রাখ এবং উভয় কনুই উঁচু করে রাখ।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه

৯৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার সময় দুই হাত (পার্শ্বদেশ থেকে) এমনভাবে ফাঁকা রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

حدثنا عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الاسناد وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه . وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه

৯৯৮। জাফর ইবনে রবীআ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে আমর ইবনে হারিসের বর্ণনায় নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, তখন উভয় বাহু প্রসারিত করে রাখতেন। এর ফলে তার বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। লাইসের বর্ণনায় নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, উভয় বাহু পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখতেন। এমনকি আমি (আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা) তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ

৯৯৯। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, কোন মেষ শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর বাহুর ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারত।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ

قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ يَعْنِي جَنَّحَ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

১০০০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, দুই বাহু এমনভাবে (পার্শ্বদেশ থেকে) ফাঁকা রাখতেন যে, তাঁর পিছন থেকে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। তিনি যখন বসতেন, বাম ঊরুর ওপর শান্তভাবে বসতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بَيَاضَهُمَا

১০০১। হারিসের কন্যা মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, বাহুদ্বয় (পার্শ্বদেশ থেকে) ফাঁকা রাখতেন। এমনকি তার পিছন থেকে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

নামাযের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য– যা দিয়ে নামায শুরু এবং শেষ করতে হবে; রুকুর বৈশিষ্ট্য এবং এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা; সিজদার বৈশিষ্ট্য ও এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা; চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে প্রতি দুই রাকআত অন্তর তাশাহহুদ পাঠ; দুই সিজদার মাঝখানে বসা এবং প্রথম বৈঠকের বর্ণনা।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ

১০০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে নামায শুরু করতেন এবং সূরা ফাতিহা দিয়ে কিরাআত পাঠ শুরু করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন, ঘাড় থেকে মাথা নীচুও করতেননা, উপরেও উঁচু করে রাখতেননা বরং একই সমতলে রাখতেন। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেননা। তিনি (প্রথম) সিজদা

থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেননা। তিনি প্রতি দুই রাকআত অন্তর "আত্তাহিয়্যাতু" পাঠ করতেন। তিনি বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি শয়তানের বৈঠক থেকে নিষেধ করতেন। তিনি পুরুষ লোকদেরকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় মাটিতে ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করতেন। তিনি সালামের মাধ্যমে নামাযের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। ইবনে নুমাইর থেকে আবু খালিদের সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ তিনি শয়তানের ন্যায় বৈঠক[১২] করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

নামাযীর সামনে সুতরা (আড়াল) দেয়া, সামনে সুতরা দিয়ে নামায পড়ার কারণসমূহ; নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ; অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়ার নির্দেশ রয়েছে; নামাযীর সম্মুখভাগে শুয়ে থাকা জায়েয; সওয়ারীর জন্তু সামনে রেখে নামায পড়া; সুতরার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ানো; সুতরার পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

১০০৩। মূসা ইবনে তালহা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তালহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজের সামনে হাওদার (উটের পিঠে আসনের পিছন ভাগে দাঁড় করা) কাঠের ন্যায় কিছু রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তে নামায পড়তে পারে। এই সুতরার পিছন দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে সেদিকে তাকে ভ্রুক্ষেপ করতে হবেনা।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ

---

১২. দুই হাঁটু দাঁড় করিয়ে দুই উরু বুকের সাথে লাগিয়ে পাছার ওপর ভর দিয়ে বসাকে– শয়তানের বৈঠক বলা হয়েছে। নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ পাঠকালে এভাবে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

১০০৪। মূসা ইবনে তালহা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তালহা) বলেন, আমরা নামায পড়তাম আর আমাদের সামনে দিয়ে জীবজন্তু চলাফেরা করত। এ ব্যাপারটি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো সামনে হাওদার পিছনের কাঠের ন্যায় কিছু দাঁড় করানো থাকলে, তার সামনে দিয়ে কোন কিছু যাতায়াত করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আছে ঃ তার সামনে দিয়ে যে লোকই অতিক্রম করুক তাতে কোন ক্ষতি হবেনা।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

১০০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযীর সামনে সুতরা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন ঃ হাওদার পিছনের খুঁটির মতই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

১০০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযীর সামনের সুতরা (আড়াল) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন ঃ হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ

১০০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈদের নামায পড়তে বের হতেন, একটি বর্শা সাথে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। এটা তাঁর সামনে দাঁড় করে রাখা হত এবং তিনি এর দিকে ফিরে নামায পড়তেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁর পিছনে থাকত। তিনি সফরে থাকাকালীন সময়েও এরূপ করতেন। তাঁর পরবর্তীকালের শাসকগণও এটাকে সুতরা হিসাবে ব্যবহার করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُزُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْحَرْبَةُ

১০০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখভাগে বর্শা পুঁতে দিতেন। অধস্তন রাবী আবু বকরের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বল্লম পুঁতে দিতেন এবং সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন। আবু শায়বা বলেন, উবায়দুল্লাহ বলেছেন, এটা ছিল বর্শা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا

১০০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বনী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট আড়াআড়ি করে বসাতেন। অতপর তা সামনে রেখে নামায পড়তেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ

১০১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনকে সামনে রেখে নামায পড়তেন। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে থাকাকালীন সময়ে) তাঁর উট সামনে রেখে নামায পড়তেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا
عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ
حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ
حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا يَقُولُ يَمِينًا
وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ
يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ

১০১১। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (জুহাইফা) বলেন, আমি মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কাছে আসলাম। তিনি তখন আবতাহ (মুহাসসাব) নামক স্থানে রংগীন চামড়ার তৈরী একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাবী বলেন, বিলাল (রা) তাঁর ওযুর পানি নিয়ে আসলেন। কেউ পানি পেল, কেউ পেলনা– সে অন্যের কাছ থেকে সামান্য নিয়ে নিল।[১৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলেন। তাঁর গায়ে লাল রং এর চাদর শোভা পাচ্ছিল। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার শুভ্রতা এখনো দেখতে পাচ্ছি। তিনি ওযু করলেন এবং বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি তার (বিলালের) অনুসরণ করে এদিক ওদিক মুখ ঘুরাতে লাগলাম। (সে ডানে বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলল। রাবী বলেন, অতপর একটি বর্শা দাঁড় করিয়ে পুঁতে দেয়া হল। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে যোহরের দুই রাকআত ফরজ নামায পড়লেন। তাঁর সামনে দিয়ে গাধা, কুকুর ইত্যাদি যাচ্ছিল কিন্তু তিনি বাধা দিলেননা। অতপর তিনি আসরের ফরজ নামাযও দুই রাকআত

---

১৩. নবী (সা)-এর ওযুর অবশিষ্ট পানি সাহাবাগণ বরকত মনে করে নিয়ে নিলেন। যারা এ পানি পাননি তারা অন্যদের কাছ থেকে সামান্য ছিটেফোটা নিয়ে নিলেন।

পড়লেন। মদীনায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এভাবে দুই রাকআত করে নামায পড়েছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ

১০১২। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রংগীন চামড়ার তৈরী তাঁবুর মধ্যে দেখতে পেলেন। আমি (আবু জুহাইফা) বিলালকে তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বের হয়ে আসতে দেখলাম। আমি লোকদেরকে এই পানির দিকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। যারা তা পেল, তারা নিজেদের শরীরে তা মাখল। আর যারা তা পায়নি তারা নিজেদের সাথীদের ভেজা হাতের স্পর্শ লাভ করল। অতপর আমি দেখলাম, বিলাল একটি বর্শা বের করে এনে তা মাটিতে পুঁতে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল এক জোড়া চাদর পরিধান করে তা পায়ের গোছা পর্যন্ত উঁচু করে বের হলেন। অতপর তিনি বর্শাটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দুই রাকআত ফরজ নামায পড়লেন। আমি বর্শার বহির্দিক দিয়ে মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু অতিক্রম করতে দেখলাম।

حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ

بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ

১০১৩। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মালিক ইবনে মিগওয়ালের বর্ণনায় আছে ঃ যখন দুপুর হল, বিলাল এসে নামাযের জন্য আযান দিল।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

১০১৪। হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জুহাইফাকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা (তাঁবু থেকে বের হয়ে) মাঠের দিকে গেলেন, অতঃপর ওযু করলেন। অতঃপর তিনি যোহরের ওয়াক্তেও দুই রাকআত এবং আসরের ওয়াক্তেও দুই রাকআত নামায পড়লেন। তাঁর সামনে একটি বর্শা ছিল। শো'বা বলেন, আওন তার পিতা আবু জুহাইফার সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন যে, বর্শার অপর দিক দিয়ে স্ত্রীলোক এবং গাধা অতিক্রম করেছিল।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ

১০১৫। এ সূত্রে উপরে উল্লেখিত সূত্রদ্বয়ের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাকামের বর্ণনায় আরো আছে ঃ লোকেরা তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি নিতে লাগল।

حدثنا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ

فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

১০১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি গাধীর পিঠে সওয়ার হয়ে (মিনায়) আসলাম। এ সময় আমি বয়ঃপ্রাপ্তির কাছাকাছি বয়সের যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মিনায় লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। আমি কাতারের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। জন্তুযানের পিঠ থেকে নেমে এটাকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম এবং আমি কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এ ব্যাপারে আমাকে কেউ বাধা দেয়নি।

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ

১০১৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি একটি গাধায় সওয়ার হয়ে (মিনায়) আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় মিনায় লোকদের নিয়ে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন। এটা বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা। গাধাটি কোন কোন কাতারের সামনে দিয়ে চলাফেরা করছিল। তিনি এর পিঠ থেকে নেমে কাতারে শামিল হয়ে গেলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ

১০১৮। যুহরী থেকে এই সনদে উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে নামাযরত ছিলেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنًى وَلَا عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ

১০১৯। যুহ্‌রী থেকে এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সূত্রে মিনা বা আরাফা কোনটিরই নাম উল্লেখ নেই। এতে বলা হয়েছে এ ঘটনাটি বিদায় হজ্জের সময়কার অথবা মক্কা বিজয়ের সময়কার।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

১০২০। আবু সাঈ'দ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে সে যেন নিজের সামনে দিয়ে কাউকে যেতে না দেয়। সে সাধ্যমাত তাকে বাধা দিবে। সে যদি এ থেকে বিরত হতে অস্বীকার করে তবে সে (নামাযী) যেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কেননা সে একটা শয়তান।

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

১০২১। ইবনে হেলাল অর্থাৎ হুমাইদ বলেন, আমি এবং আমার উপর এক সাথী কোন একটি ব্যাপারে আলোচনায় রত ছিলাম। এমন সময় আবু সালেহ আস-সাম্মান বলে উঠলেন, আমি আবু সাঈদের কাছে যা শুনেছি এবং দেখেছি তা তোমাকে বলছি। এক জুমআর দিন আমি আবু সাঈদের সাথে ছিলাম। তিনি একটি জিনিস সামনে রেখে লোকদের আড়াল করে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু মুঈত গোত্রের একটি যুবক সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে আবু সাঈদের সামনে দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তিনি তার গলা ধরে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু যুবকটি আবু সাঈদের সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলনা। সে পুনরায় তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করল। তিনি পূর্বের চেয়ে অধিক জোরে গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। সে বের হয়ে সোজাসুজি মারওয়ানের কাছে উপস্থিত হয়ে (তার বিরুদ্ধে) অভিযোগ দায়ের করল। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে আবু সাঈদও মারওয়ানের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মারওয়ান তাকে লক্ষ্য করে বলল, আপনার এবং আপনার ভাইপোর মধ্যে কি ঘটেছে? সে এসে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। আবু সাঈদ (রা) উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন জিনিস দিয়ে লোকদের আড়াল করে নামায পড়ে; এমতাবস্থায় কেউ যদি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায় সে যেন তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। যদি সে বিরত হতে অস্বীকার করে তবে সে (নামাযী) যেন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কেননা সে একটা শয়তান।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

১০২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, সে যেন নিজের সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। যদি সে বিরত না হয়, তবে (নামাযী) তার (অতিক্রমকারীর) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। কেননা তার সাথে শয়তান রয়েছে।

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

১০২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

১০২৪। বুসর ইবেন সাঈদ থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী তাকে আবু জুহাইমের কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা। আবু জুহাইম বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত সে কতবড় পাপ করছে; তাহলে সে তার সামনে দিয়ে যাতায়াত করার পরিবর্তে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করত। আবু নাদর বলেন, তিনি কি চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন– তা আমার জানা নেই ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

১০২৫। বুসর ইবনে সাঈদ থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

১০২৬। সাহল ইবনে সাদ আল-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থান এবং (তাঁর সামনের) দেয়ালের মাঝখান একটি ছাগল যাতায়াত করার পরিমাণ প্রশস্ত ছিল। (অর্থাৎ, তিনি সুতরার খুব কাছাকাছি দাঁড়াতেন)।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى ذٰلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ

১০২৭। ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত। সালামা ইবনে আকওয়া (রা) মাসহাফের নিকটবর্তী স্থানটি খুঁজতেন। তিনি (সালামা) উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানটি (নামাযের জন্য) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। এ স্থানটি ছিল মিম্বার এবং কিবলার মাঝখানে। স্থানটি একটি ছাগল যাতায়াত করার পরিমাণ প্রশস্ত ছিল।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

১০২৮। ইয়াযীদ ইবনে আবু উবাইদ (রা) বলেন, সালামা ইবনে আকওয়া (রা) মাসহাফের নিকটবর্তী থাম সংলগ্ন স্থানটি খুঁজে সেখানে নামায পড়তেন। আমি তাকে বললাম, হে মুসলিমের পিতা; আমি আপনাকে এই থাম সংলগ্ন স্থানটি খুঁজে সেখানে নামায পড়তে দেখছি। তিনি বললেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই খামের সাথে সংলগ্ন স্থানে নামায পড়তে দেখেছি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

১০২৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, সে যেন হাওদার খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সে যদি তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি দাঁড় করিয়ে না দেয়– এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে গাধা, স্ত্রীলোক এবং কালো কুকুর যাতায়াত করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।[১৪] (আবদুল্লাহ ইবনে সামিত রা. বলেন) ঃ আমি বললাম, হে আবু যার (রা)! কালো কুকুরের কি অপরাধ, অথচ লাল ও হলুদ বর্ণের কুকুরও তো রয়েছে? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি আমাকে

---

১৪. নামাযীর সামনে দিয়ে স্ত্রীলোক, গাধা এবং কালো কুকুর যাতায়াত করলে নামায নষ্ট হবে কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আহমদের মতে কালো কুকুর অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হবে। স্ত্রীলোক ও গাধা অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হবে না। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ী এবং জমহুর আলেমদের মতে নামাযীর সামনে দিয়ে স্ত্রীলোক, গাধা, কুকুর বা অন্য কোন জীব-জানোয়ার যাতায়াত করলে তাতে নামায নষ্ট হবেনা। ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে উল্লেখ করেছেন– ফযল ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আব্বাস (রা) কে নিয়ে খোলা মাঠে নামায পড়লেন। তাঁদের সামনে কোন আড়াল বা সুতরা ছিলনা; আমাদের একটি গাধী ও একটি কুকুর তাঁর সামনে ঘুরাফেরা করে খেলা করছিল।" ইমাম নাসাঈও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মওদূদী বলেন, নামাযীর সামনে সুতরার ব্যবস্থা করা সম্পর্কিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়, নবী (সা) নামাযীর সামনে সুতরা (লাঠি বা অন্য কিছু) রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ "যদি কোন লোক সুতরার ব্যবস্থা না করে খোলা জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়ায় তবে তার সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা, স্ত্রীলোক ইত্যাদি যাতায়াত করতে পারে।" একথা শুনে কতিপয় লোক বলতে লাগল, নামাযীর সামনে দিয়ে এসব প্রাণী অতিক্রম করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। আয়েশা (রা) একথা শুনতে পেয়ে বললেন, "তাহলে স্ত্রীলোকেরা তো একটা খারাপ জানোয়ার! তোমরা আমাদের গাধা ও কুকুরের সমতুল্য করে দিলে! (রাসায়েল-মাসায়েল ২য় খণ্ড) অতপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস উধৃত করে প্রমাণ করলেন, এতে নামায নষ্ট হয়না। আয়েশা (রা) এ হাদীসটি অশুদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (বুখারী প্রথম খণ্ড, ৪৭৯ এবং ৪৮২ নম্বর হাদীস দেখুন)

যে প্রশ্ন করেছ, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ কালো কুকুর হল একটি শয়তান।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ح. قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَيْضًا أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِ

১০২৯ক। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

১০৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে স্ত্রীলোক, গাধা এবং কুকুরের যাতায়াত নামায নষ্ট করে দেয়। নামাযীর সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায় কিছু (সুতরা) থাকলে নামায নষ্ট হয়না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ

১০৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আমি তাঁর এবং কিবলার মাঝামাঝি জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

১০৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে নামায পড়তেন। আমি তাঁর এবং কিবলার মাঝে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বিতর নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, আমাকে জাগিয়ে দিতেন। অতপর আমিও বিতর নামায পড়ে নিতাম।

وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي

১০৩৩। উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, কিসে নামায নষ্ট হয়? রাবী বলেন, আমরা বললাম, স্ত্রীলোক এবং গাধার কারণে নামায নষ্ট হয়। তিনি বললেন, তাহলে স্ত্রীলোক একটি অশুভ প্রাণী! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জানাযার মত আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতাম, আর তিনি নামায পড়তেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ

وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلاَبِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ

১০৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার সামনে নামায নষ্টকারী জিনিস যেমন কুকুর, গাধা এবং স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করা হল। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা তো আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সমতুল্য করে দিলে। আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। আমি বিছানার ওপর তাঁর এবং কিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম। আমার উঠার প্রয়োজন দেখা দিলে (শোয়া থেকে উঠে) তাঁর সামনে বসে থাকা এবং এভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়া আমার কাছে খারাপ লাগত। তাই আমি খাটের পায়ের দিক দিয়ে ঘেসে ঘেসে নেমে বের হয়ে যেতাম।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلاَبِ وَالْحُمُرِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي

১০৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সাথে তুলনা করলে। আমি খাটের ওপর শুয়ে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে খাটের ওপর দাঁড়িয়ে যেতেন, অতপর নামায শুরু করে দিতেন। আমার উঠবার প্রয়োজন দেখা দিলে শোয়া থেকে উঠে তাঁর সামনে বসে থেকে তাঁকে কষ্ট দেয়া আমার কাছে খারাপ লাগত। তাই আমি খাটের পায়ের দিকে ঘেসে ঘেসে আসতাম, অতপর লেপের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى

ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلِى وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

১০৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম। আমার পা দুটি কিবলার দিকে থাকত। তিনি যখন সিজদা করতেন, হাত দিয়ে আমাকে ঠেলা দিতেন এবং আমি আমার পা গুটিয়ে নিতাম। যখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, আমি আবার পা বিছিয়ে দিতাম। এ সময় ঘরে আলো থাকতনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ حَدَّثَتْنِى مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِى ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ

১০৩৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর পাশেই সোজা হয়ে শুয়ে থাকতাম। আমি তখন হায়েজ (মাসিক ঋতু) অবস্থায় ছিলাম। কখনো কখনো সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে এসে পড়ত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ

১০৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। আমি এ সময় ঋতুবতী ছিলাম। আমার গায়ে চাদর ছিল এর কোন কোন অংশ তাঁর পার্শ্বদেশে ঠেকে যেত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

একটি মাত্র কাপড় পরিধান করে নামায পড়া এবং তা পরিধান করার নিয়ম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ

১০৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মাত্র কাপড় পরিধান করে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটো করে কাপড় আছে (!)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১০৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ

১০৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের কোন ব্যক্তি একটি মাত্র কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে পারে কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে দুটি করে কাপড় সংগ্রহ করার সামর্থ রাখে কি?

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

১০৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন এক কাপড় পরিধান করে এমন অবস্থায় নামায না পড়ে যে, তার কাঁধে ঐ কাপড়ের কোন অংশ নাই।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

১০৪৩। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাপড় পরিধান করে উম্মে সালামার ঘরে নামায পড়তে দেখেছি। এর দুই দিক তাঁর কাঁধের ওপর রাখা ছিল।

حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلًا

১০৪৪। হিশাম ইবনে উ'রওয়া তার পিতার সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় 'মুশতামিলান' শব্দের পরিবর্তে 'মুতাওয়াশশিহান' শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

১০৪৫। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাপড় পরিধান করে উম্মে সালামার ঘরে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি এর দুই দিক দুই বিপরীত কাঁধে রেখেছিলেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. زَادَ عِيسَى ابْنُ حَمَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ

১০৪৬। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি মাত্র কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। এর দুই খোঁট দুই বাহুর নীচে দিয়ে দুই কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে টেনে এনে বুকের ওপর গিঁট দিয়েছেন, ঈসা ইবনে হাম্মাদের বর্ণনায় কাঁধের ওপর বেঁধেছেন বলে উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

১০৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি কাপড়টির দুই মাথা পিছন দিক থেকে দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপর বেঁধেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১০৪৮। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আছে ঃ আমি (জাবির) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

১০৪৯। আবু যুবাইর আল-মক্কী বর্ণনা করেন, তিনি জাবিরকে একটি কাপড় জড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছেন। অথচ তার কাছে আরো কাপড় বর্তমান ছিল। জাবির (রা) বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছেন।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

১০৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেছেন, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে একটি চাটাইয়ের ওপর নামায পড়তে এবং সিজদা করতে দেখলাম। তিনি আরো বলেন, আমি তাঁকে একটি কাপড় বিশেষ পদ্ধতিতে জড়িয়ে নামায পড়তে দেখলাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

১০৫১। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু কুরাইবের বর্ণনায় আছে– কাপড়ের দুই খোঁট দুই কাঁধের ওপর ছিল। আবু বকর ও সুয়াইদের বর্ণনায় আছে, তিনি কাপড়ের দুই দিক দুই বাহুর নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে দুই কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে এনে বুকের ওপর গিঁট দিয়েছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

كتاب المساجد ومواضع الصلاة

মসজিদ ও নামাজের স্থান

অনুচ্ছেদ ঃ ১

গোটা দুনিয়াই মসজিদ ও পবিত্র স্থান।

حَدَّثَنِى أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهْ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ

১০৫২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে কোন মসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিলো? তিনি বললেন ঃ মসজিদে হারাম। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরপর কোন (মসজিদ)-টি। তিনি বললেন ঃ মসজিদে আকসা বা বাইতুল মাকদিস্। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ দুটি মসজিদের নির্মাণ কালের মধ্যে ব্যবধান কতো? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর। (তিনি আরো বললেন) যে স্থানেই নামাযের সময় সমুপস্থিত হবে, তুমি সেখানেই নামায পড়ে নিবে। কারণ সে জায়গাটাও মসজিদ। আবু কামেল বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ তাই যেখানেই নামাযের সময় হবে তুমি সেখানেই নামায পড়ে নেবে। কারণ সেটিও মসজিদ।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গোটা দুনিয়ার প্রতিটি স্থানই মসজিদ স্বরূপ। নামাযের সময় হলে এর যেকোন জায়গায় নামায আদায় করা যেতে পারে। অন্য একটি হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। ঐ হাদীসটিতে বলা হয়েছে, 'ওয়া জুয়েলাত্ লিল্ আর্দু মাস্জিদান ও তাহুরান' অর্থাৎ আমার জন্য গোটা দুনিয়াকেই মসজিদ ও পবিত্র স্থান করে দেয়া হয়েছে। তবে সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়ার যে কোন স্থানে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হলেও নাপাক ও অপবিত্র হওয়ার কারণে কয়েকটি জায়গায় নামায পড়া যাবেনা। যেমন পশুর খোঁয়াড় বা আঁস্তাবল, কবরস্থান এবং হাম্মামখানা প্রভৃতি স্থানে।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ

১০৫৩। ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ তাইমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে "সুদ্দা" অর্থাৎ মসজিদের দরজার বাইরে কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাতাম। আমি সিজদার আয়াত পড়লে তিনি তখনই সিজদা করতেন। আমি তাকে বলতাম ঃ আব্বাজান, আপনি রাস্তায় সেজদা করছেন? তিনি বলতেন, আমি আবুযারকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ মসজিদে হারাম (সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিলো)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন মসজিদ (নির্মিত হয়েছিলো)? তিনি বললেন ঃ মসজিদে আকসা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এ দুটি মসজিদের (নির্মাণ কাজের) মধ্যে কতদিনের ব্যবধান? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ বছর। এছাড়া গোটা পৃথিবীইতো মসজিদ। সুতরাং যেখানেই নামাযের সময় হবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى

ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

১০৫৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে

দেয়া হয়নি। প্রত্যেক নবীকে শুধু তাঁর কওমের জন্য পাঠানো হতো। কিন্তু আমাকে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় সবার জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে। আমার জন্য গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ হালাল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার পূর্বে আর কারো (কোন নবীর) জন্য তা হালাল করা হয়নি। আমার জন্য গোটা পৃথিবী পাক-পবিত্র ও মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং নামাযের সময় হলে যে কোন লোক যে কোন স্থানে নামায আদায় করে নিতে পারে। আমাকে একমাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত অত্যন্ত শান-শওকাত সহকারে সাহায্য করা হয়েছে। আর আমাকে শাফায়াত দান করা হয়েছে।

টীকা ঃ আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে– এ কথার অর্থ হলো হাশরের মাঠে যে সময় লোকজন খুব কষ্টের মধ্যে থাকবে তখন সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) শাফাআত বা সুপারিশ করতে পারবেন। কোন কোন হাদীস বিশারদ বলেছেন, এর অর্থ হলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যে শাফাআত করবেন তা কোন অবস্থায়ই ফিরিয়ে দেয়া হবেনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১০৫৪ক। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা সাইয়ার, ইয়াযীদ আল-ফাকীর ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন.... এতটুকু কথা বলার পর তিনি উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى

১০৫৫। হুযাইফা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ অন্য সব লোকের চেয়ে তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের (নামাযের) কাতার বা সারি ফেরেশতাদের কাতার বা সারির মত করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। আর পানি না পেলে পৃথিবীর মাটিকে আমাদের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করলেন।

টীকা ঃ এই হাদীসে মোট তিনটি জিনিসের মধ্যে দুইটি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয়টি উল্লেখ করা হয়নি। তবে নাসায়ীর একটি হাদীসে তৃতীয় বিষয়টি উল্লেখিত আছে। তা হলো ঃ সূরা বাকারার শেষের কয়েকটি আয়াত– যা আমাকে আরশের নীচে থেকে দান করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১০৫৬। আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনে আলা ইবনে আবু যায়েদা, সাআদ ইবনে তারেক, রাবয়ী ইবনে হারাশ ও হুযাইফার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন.... এরপর একথা বলে তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ـ

১০৫৭। আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। অন্য সব নবীদের চাইতে আমাকে ছয়টি বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমাকে অত্যন্ত জাক-জমকের সাথে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গনীমাতের (যুদ্ধলব্ধ) অর্থ হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য গোটা পৃথিবীর ভূমি বা মাটি পবিত্র এবং মসজিদ করা হয়েছে। আমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য (নবী করে) পাঠানো হয়েছে। আর আমাকে দিয়ে নবীদের আগমন-ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا

১০৫৮। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমাকে অত্যন্ত জাক-জমকের সাথে সাহায্য করা হয়েছে। একদিন ঘুমের মাঝে স্বপ্নে আমার কাছে পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবিসমূহ এনে আমার হাতে দেয়া হলো। আবু হুরায়রা (এর ব্যাখ্যা করে) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন আর তোমরা তা আহরণ করে চলেছো।

টীকা ঃ হাদীসটির শেষাংশে খেলাফতে রাশেদার শাসন-যুগের আর্থিক প্রাচুর্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ

১০৫৯। হাজেব ইবনুল ওয়ালিদ, মুহাম্মদ ইবনে হারব যুবাইদী, যুহ্‌রী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১০৬০। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' ও আবদ্ ইবনে হুমায়েদ আবদুর রায্যাক মা'মার, যুহ্‌রী, ইবনে মুসাইয়েব, আবু সালামা ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ

১০৬১। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমাকে শত্রুর বিরুদ্ধে জাক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে সাহায্য করা হয়েছে। আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। আর একদিন ঘুমের মাঝে স্বপ্নে আমার কাছে পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবিসমূহ এনে আমার হাতে দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

১০৬২। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করে আমাদের শুনালেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হলো, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে জাক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে সাহায্য করা হয়েছে। আর আমাকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوا لَا وَاللّٰهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللّٰهِ قَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخَرِبٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً

وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ

وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

১০৬৩। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, মদীনার উচ্চভূমিতে বনু আমের ইবনে আওফ গোত্রের এলাকায় অবতরণ করলেন এবং সেখানে চৌদ্দ রাত অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি বনী নাজ্জার গোত্রের লোকজনকে ডেকে পাঠালে তারা সবাই (খোলা) তরবারীসহ আগমন করলো। হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর সওয়ারী বা বাহনের উপর দেখতে পাচ্ছি। আবু বকর তাঁর পিছনে বসে আছেন। এবং বনু নাজ্জারের লোকজন তাকে ঘিরে আছে। অবশেষে তিনি আবু আইয়ূবের (আনসারী) বাড়ীর আঙিনায় অবতরণ করলেন। বর্ণনাকারী আনাস বলেছেন, নামাযের সময় হলেই রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ে নিতেন। এমনকি তিনি বকরীর খোঁয়াড়েও নামায পড়তেন। পরে তিনি মসজিদ নির্মাণ করতে আদিষ্ট হলে বনী নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে পাঠালেন। তারা হাজির হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে বনী নাজ্জার, তোমরা তোমাদের এই বাগানটি অর্থের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করো। তারা বললো ঃ না, খোদার শপথ, আমরা আল্লাহর নিকট ছাড়া আপনার কাছে এর মূল্য দাবী করবনা। আনাস বর্ণনা করেছেন ঃ ঐ বাগানের যা যা ছিল তা আমি বর্ণনা করছি। ঐ বাগানে ছিল খেজুর গাছ, মুশরিকদের কিছু কবর এবং কিছু ধ্বংসস্তূপ। রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলতে আদেশ করলে তা কেটে ফেলা হলো, মুশরিকদের কবরগুলো খুঁড়ে হাড়-গোড় উঠিয়ে ফেলতে আদেশ দিলে তা উঠিয়ে ফেলা হলো এবং ধ্বংসস্তূপ সমান করে ফেলতে আদেশ দিলে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো। তারা (কর্তিত) খেজুর গাছের গুড়িসমূহ কিবলার দিকে সারি করে রাখলো এবং দরজার দুই পাশে পাথর স্থাপন করলো। আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন। এসব কাজ করার সময় তারা একসুরে কবিতা আবৃত্তি করছিলো। আর তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) একতানে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তারা বলছিলো ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাহু লা খাইরা ইল্লা খাইরাল আখিরাহ। ফানসূরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরাহ; হে আল্লাহ। আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া প্রকৃত কোন কল্যাণ নেই। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করো।

টীকা ঃ মুহাম্মাদ ইবনে সা'আদ তার তোবকাত গ্রন্থে ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) দশ দিরহামের বিনিময়ে উক্ত বাগান বনী নাজ্জার গোত্রের নিকট থেকে খরিদ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) এই অর্থ পরিশোধ করেছিলেন।

এ হাদীসটি থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে প্রয়োজনবশতঃ ফলবান গাছ কাটা যায়। উক্ত বৃক্ষ কেটে ফেলার পর তার চেয়ে উত্তম ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা কিংবা তার পতনে জান-মালের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে,

কিংবা এর কাঠ কোন মূল্যবান কাজে ব্যবহার করতে চাইলে অথবা উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলে ফলবান-গাছ কাটা যেতে পারে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১০৬৪। আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মসজিদ নির্মাণের পূর্বে বকরীর খোঁয়াড়েও নামায পড়তেন। হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া খালেদ ইবনে হারেস, শু'বা ও আবুত্ তাইয়াহের মাধ্যমে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উপরে বর্ণিত হাদীসটির বিষয়বস্তুর অনুরূপ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবার কিবলা হিসেবে পুনর্বহাল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ

১০৬৫। বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কুরআন মজীদের আয়াত "ওয়া হাইসু মা কুন্তুম ফাওয়াল্লু উজুহাকুম শাত্রাহু" অর্থাৎ "এখন যেখানেই তোমরা অবস্থান করোনা কেন, ঐ (কাবা ঘরের) দিকে মুখ করে নামায পড়" আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ষোল মাস যাবত বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ার পর এই আয়াত নাযিল হলো। তখন সবার মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে রওয়ানা হলো। সে নামাযরত একদল আনসারের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তারা সবাই (নামাযরত অবস্থায়ই) মুখ ফিরিয়ে 'বাইতুল্লাহ বা কাবা ঘরের দিকে করে নিলো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

১০৬৬। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আমি বারা ইবনে 'আযিবকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে ষোল কিংবা সতের মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) এর পিছনে নামায পড়েছি। এরপর আমাদেরকে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ ষোল কিংবা সতের মাস পরে আমরা কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ লাভ করি।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

১০৬৭। শায়বান ইবনে ফাররুখ আবদুল আযীয ইবনে মুসলিম ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এবং কুতাইবা ইবনে সাঈদ, মালেক ইবনে আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কুবা নামক মসজিদে লোকজন ফজরের নামায পড়ছিলো। ঠিক তখনই একজন আগন্তুক এসে তাদেরকে বললো আজ রাতে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর একটি আয়াত নাযিল

হয়েছে। তখন তাদের (মসজিদে কুবায় নামায আদায়কারী মুসল্লীদের) মুখ ছিল শামের (বায়তুল মাকদিস বা মসজিদে আকসার) দিকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ (নামাযরত অবস্থায়) তারা কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

টীকা ঃ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে মহান আল্লাহ কতকগুলো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। আর এর সবগুলোতেই তিনি উৎরে গিয়েছিলেন। এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন ঃ আমি তোমাকে গোটা মানব-জাতির নেতা হিসেবে মনোনীত করছি। এসময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আমার সন্তান-সন্ততি বা অধস্তন পুরুষদের বেলায় কি হবে? আল্লাহ বললেন যারা আমার বিধান পরিত্যাগ করে নিজেদেরকে জালিম প্রমাণ করবে আমার এ প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবেনা।

তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধারার মধ্যে বনী ইসরাঈলদের আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গোটা মানব-জাতির নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁর বংশধারার এই শাখার লোকজন যখন আল্লাহর বিধানকে পরিত্যাগ করলো এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের হাত থেকে এই নেতৃত্ব কেড়ে নেয়ার ফয়সালা করলেন এবং প্রকৃতপক্ষেই তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিলেন। তাদের কেন্দ্র বায়তুল মাকদিস আর মুসলিম উম্মা কেন্দ্র থাকলো না। বরং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ইসমাঈলের বংশধারা নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে রসূল করে মক্কায় প্রেরণের এবং তার মদীনায় হিজরতের ১৬ বা ১৭ মাস পরে বনী ইসরাঈলদের হাত থেকে গোটা মানবজাতির নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে বনী ইসমাঈলের হাতে অর্পণ করা হলো। এই সময় থেকে বায়তুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা রহিত করে কা'বাকে কেন্দ্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হলো। অন্য কথায় মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গোটা মানব-সমাজের নেতৃত্ব ও হিদায়াতের দায়িত্ব বনী ইবরাহীমের হাতেই থাকলো। কিন্তু বনী ইসহাক শাখা আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তা বনী ইসমাইলের হাতে তুলে দেয়া হলো। কিবলা পরিবর্তনের ঘটনার এটাই মূলকথা।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

১০৬৮। সুয়াইদ ইবনে সাঈদ, হাফ্স ইবনে মায়সারা, মূসা ইবনে উকবা, নাফে, ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ লোকজন ফজরের নামায পড়ছিলো। ঠিক তখন একজন সেখানে এসে হাজির হলো..... এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি মালেক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

১০৬৯। আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তারপর এক সময় এই আয়াত নাযিল হলো ঃ কাদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস্‌সামায়ী ফালা নুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা। ফাওয়াল্লী ওয়াজ্‌হাকা শাতরাল মাসজিদিল হারাম।" অর্থাৎ "আমি বার বার তোমার আসমানের দিকে তাকানো দেখছিলাম। এখন আমি তোমাকে তোমার পছন্দনীয় কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। সুতরাং তুমি তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও।" এরপর এক ব্যক্তি ভোরবেলা বনু সালমা গোত্রের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিলো। সে দেখতে পেলো তারা ফজর নামাযের এক রাক'আত আদায় করেছে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূ'রত আছে। তখন সে ডেকে বললো ঃ কিবলা কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। (একথা শোনার পর) তারা নামাযরত অবস্থায়ই (নতুন) কিবলার দিকে ঘুরে গেলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদে মূর্তি স্থাপন নিষেধ। আর কবরকে সিজদার স্থান করা নিষেধ।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُولٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১০৭০। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই স্ত্রী) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এমন একটি গীর্জার বর্ণনা দিলো যার মধ্যে মূর্তি বা ছবি ছিল যা তারা হাবশায় দেখেছিলেন।

তাদের কাথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তারা এরূপই করে থাকে। তাদের মধ্যেকার কোন নেক লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং তার মধ্যে ছবি বা মূর্তি স্থাপন করে। কিয়ামতের দিন এরা হবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

টীকা ঃ এ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা বা মসজিদে ছবি কিংবা মূর্তি রাখা নিষিদ্ধ। এই হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা যখন নিষেধ তখন কবরে সিজদা করা, পূজা করা, ফুল দেয়া, বাতি জ্বালানো, লোবান দেয়া বা অন্য কোন প্রকারে কবরের মর্যাদা দেয়া নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র জিয়ারত ও দোয়া-খায়েরের জন্য কবরে যাওয়া জায়েজ। এছাড়া অন্য কোন শরীয়ত নিষিদ্ধ পন্থায় বা উদ্দেশ্যে কবরে যাওয়া জায়েয নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

১০৭১। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পীড়িত তখন সাহাবাগণ তাঁর কাছে কথা-বার্তা বললেন। তখন উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা গীর্জার কথা বর্ণনা করলেন। এরপর বর্ণনাকারী হাদীসটিতে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন।

টীকা ঃ হাদীসটির ভাষ্য অনুসারে বুঝা যায় নবী (সা) যখন মৃত্যু-শয্যায় তখন সাহাবাগণ তাঁর কাছে একত্রিত হয়ে তাঁর ইনতিকালের পর দাফন-কাফন, কবর-নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাবশায় তাঁদের হিজরত প্রবাসে থাকাকালীন সেখানকার বিভিন্ন কবরের উপরে নির্মিত গীর্জা এবং তার মধ্যে ঐসব মৃত ব্যক্তিদের মূর্তি বা ছবি রাখার কথা উল্লেখ করলেন। একথা উল্লেখ দ্বারা তাঁরা হয়তো বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইনতিকালের পর মুসলমানরাও তা করলে করতে পারে। কিন্তু কথাটি শোনামাত্র নবী (সা) তা অত্যন্ত অপছন্দ করলেন এবং এরূপ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করলেন। মোটামুটি এ বিষয়টিই পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

১০৭২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা)-এর স্ত্রীগণ হাবশায় মারিয়া নামক যে এক রকম গীর্জা দেখেছিলেন তার আলোচনা করলেন। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী হাদীসটির অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَوْلاَ ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَتْ

১০৭৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রোগ-শয্যায় বলেছিলেন ঃ আল্লাহ ইয়াহুদ ও নাসারাদের (খৃস্টান) প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বা সিজদার স্থান করে নিয়েছে। আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ যদি এরূপ করার আশংকা না থাকতো তাহলে তাকে উন্মুক্ত স্থানে কবর দেয়া হতো। কিন্তু যেহেতু তিনি আশংকা করতেন যে তাঁর কবরকে মসজিদ বা সিজদার স্থান করা হতে পারে তাই উন্মুক্ত স্থানে কবর করতে দেননি। বরং 'আয়েশার কক্ষে তার কবর করা হয়েছে। তবে ইবনে আবু শায়বা বর্ণিত হাদীসে "ফা লাউলা যা-কা" স্থানে "ওয়া লাউলা যা-কা" কথাটি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তিনি কালাত শব্দটি বর্ণনা করেননি।

টীকা ঃ কবরকে মসজিদ বা সিজদার স্থান করার অর্থ হলো ঃ সেখানে গিয়ে মসজিদের মত সিজদা করা, নামায পড়া, আলো বা বাতি জ্বালানো, তা'যীম করা ইত্যাদি।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

১০৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ইয়াহুদদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বা সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।

وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

১০৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ইয়াহুদ (ইহুদী) ও নাসারাদের (খৃষ্টান) উপর লা'নত বর্ষণ করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বা সিজদার স্থান করে নিয়েছে।

وحدثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَرُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا

১০৭৬। 'আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা (উভয়েই) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি চাদর টেনে টেনে মুখমণ্ডলের ওপর দিচ্ছিলেন। কিন্তু আবার যখন অস্বস্তি বোধ করছিলেন তখন তা সরিয়ে দিচ্ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বলছিলেন ইয়াহুদ (ইহুদী) ও নাসারাদের (খৃষ্টান) উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বা সিজদার স্থান করে নিয়েছে। (অর্থাৎ সেখানে তারা সিজদা করে।) আর ইয়াহুদদের মত না করতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) বার বার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

১০৭৭। জুনদুব (ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (সা)-এর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি যে তোমাদের মধ্য থেকে আমার কোন খলীল বা একান্ত বন্ধু থাকার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কারণ মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে যেমন খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন আমাকেও তিনি ঠিক তেমনিভাবে খলীল বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমি আমার উম্মাতের মধ্য থেকে কাউকে খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে আবু বকরকেই তা করতাম। সাবধান থেকো, তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদার স্থান) হিসেবে গ্রহণ করতো। তবে তোমরা কিন্তু কবরসমূহকে সিজদার স্থান বানাবেনা। আমি এরূপ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি।

টীকা ঃ এই হাদীসে যে খলীল বা বন্ধুর কথা বলা হয়েছে ঃ তার অর্থ হলো এমন বন্ধু মন-প্রাণ সবকিছুই থাকে উজাড় করে দেয়া হয়। যে বন্ধুর কথা প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে জাগরুক থাকে। মন যেন কম্পাসের কাঁটার মত সেদিকেই ঘুরে থাকে। এ বন্ধুকে ছাড়া সে আর কিছুই কল্পনা করতে পারেনা। তার ভাল-মন্দ সবকাজই তার কাছে ভাল লাগে। গ্রহণ-বর্জনের মাপ-কাঠিও অনেকটা তাকেই মনে করে। এখন বন্ধু হিসেবে কাউকে গ্রহণ না করার কথাই এ হাদীসে বলা হয়েছে। কারণ কারও প্রতি এ ধরনের ভালবাসা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর মর্যাদা রাসূলুল্লাহ (সা)র কাছে কেমন ছিল তাও এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

মসজিদ নির্মাণ করা এবং মসজিদ নির্মাণ করতে উৎসাহিত করার মর্যাদা।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

১০৭৮। 'উমার ইবনে কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি উবায়দুল্লাহ জাওলানীকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। 'উসমান ইবনে 'আফফান যে সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং এ কারণে লোকজন তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শুরু করলো তখন 'উবায়দুল্লাহ জাওলানী উসমানকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে। হাদীস বর্ণনাকারী বুকায়ের বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন এর মাধ্যমে (মসজিদ নির্মাণ) যদি সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশা করে তাহলে মহান আল্লাহ তাআলাও তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করেন। ইবনে ঈসা তার বর্ণনায় "মিসলাহু ফিল্ জান্নাতে" জান্নাতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করেন বলে উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

১০৭৯। মাহমুদ ইবনে লাবীদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) মসজিদ নির্মাণ করতে মনস্থ করলে লোকজন তা করা পছন্দ করলো না। বরং মসজিদ যেমন আছে তেমন রেখে দেয়াই তারা ভাল মনে করলো। তখন উসমান বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কেউ মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তাআলাও তার জন্য বেহেশতের মধ্যে অনুরূপ একখানা ঘর তৈরী করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

রুকূ' অবস্থায় উভয় হাত হাঁটুর উপর স্থাপন করা এবং "তাতবীক" বা দুই হাত একত্রিত করে দুই হাঁটুর মধ্যখানে রাখার হুকুম বাতিল হওয়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا

فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا قَالَ فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ

১০৮০। আসওয়াদ ও আলকামা থেকে বর্ণিত। তারা (উভয়ে) বলেছেন ঃ আমরা 'আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদের বাড়ীতে তার কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এসব আমীর-উমারা এবং তাদের অনুসারীগণ কি তোমাদের পিছনে পড়েছে? জবাবে আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে উঠে নামায পড়ে নাও। (কারণ নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে)। কিন্তু তিনি আমাদেরকে আযান কিংবা একামাত দিতে বললেন না। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, নামায পড়ার জন্য আমরা তার পিছনে দাঁড়াতে গেলে তিনি আমাদের একজনকে ধরে তার ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং অপরজনকে বাঁ পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি রুকূ'তে গেলে আমরাও রুকূ'তে গিয়ে হাঁটুর উপর আমাদের হাত রাখলাম। তখন তিনি আমাদের হাত ধরলেন এবং হাতের দুই তালু একত্রিত করে দুই উরুর মধ্যখানে স্থাপন করলেন। পরে নামায শেষে বললেন ঃ অচিরেই এমন সব আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটবে যারা সময়মত নামায না পড়ে বিলম্ব করবে এবং নামাযের সময় এত সংকীর্ণ করে ফেলবে যে সূর্য অস্তমিত প্রায় হয়ে যাবে। তাদেরকে এরূপ করতে দেখলে তোমরা সময়মত নামায পড়ে নেবে। আর তাদের সাথে পুনরায় নফল হিসেবে পড়ে নেবে। আর যখন তিনজন নামায পড়বে আর রুকূ করার সময় দুই হাত উরু তথা হাঁটুর উপর রেখে রুকূতে যাবে এবং উভয় (হাতের) তালু একত্রিত করে হাঁটুর উপর রাখবে। (এসব কথা বলার পর তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে) আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছড়িয়ে রাখা আঙ্গুলগুলো দেখতে পাচ্ছি।

টীকা ঃ এ হাদীসটি থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ কারো জন্য ঠিক সময়মত নামায না পড়ে দেরী করা যাবেনা। দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যদি জামাআত হয় তাহলে কেউ কোন সময় প্রয়োজন ও ওজর বশতঃ বাড়ীতে জামাআত করে নামায পড়ে নিলে তা আদায় হয়ে যাবে তবে মসজিদে আদৌ কোন জামাআত না হলে তা হবেনা। তৃতীয়তঃ নামায উপযুক্ত সময়ে না পড়ে দেরী করে পড়লেও ফরযের দায়িত্ব থেকে

অব্যাহতি পাওয়া যাবে। চতুর্থত ঃ একই ফরয নামায একবার পড়ার পর আবার তা পড়া জায়েয। কিন্তু তা নফল বলে গণ্য হবে। পঞ্চমতঃ উত্তম ওয়াক্তে নামায পড়া সর্বোৎকৃষ্ট। ষষ্ঠতঃ ঘরে নামায পড়লে তা জামাআতের সাথে হলে আযান এবং একামত দিতে হবে না। তবে এটা একমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই মতামত। সলফে-সালেহীনের মত হলো ঃ যে জনপদে নামাযের জামাআতে আযান ও একামত হয় সেই জনপদে আযান ও ইকামত দেয়া জরুরী নয়। তবে প্রাচীন ও পরবর্তী সময়ের আলেমদের অভিমত হলো ঃ ইকামাত দেয়া সুন্নাত। আযানের ব্যাপারে তাদের মধ্যেও মতানৈক্য বিদ্যমান। কেউ বলেছেন ঃ আযান দিতে হবে। আর কেউ বলেছেন ঃ আযান দিতে হবেনা।

وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر ح قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحي بن آدم حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع

১০৮১। মিনজাব ইবনুল হারেস তামীমী ইবনে মিসহার থেকে, উসমান ইবনে আবু শায়বা জারীর থেকে এবং মুহাম্মদ ইবনে রাফে ইহাহ্ইয়া ইবনে আদামের মাধ্যমে মুফাদ্দাল থেকে আ'মাশ ও ইবরাহীমের মাধ্যমে আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা (উভয়ে) 'আব্দুল্লাহর কাছে গেলেন। এরপর তারা মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থ-বোধক হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে ইবনে মিসহার ও জারীর বর্ণিত হাদীসে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই মুহূর্তে আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে রাখা আঙ্গুলগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি রুকূ অবস্থায় আছেন।

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم قالا نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

১০৮২। ইবরাহীম আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা (আলকামা ও আসওয়াদ) এক সময়ে আবদুল্লাহর কাছে গেলে আবদুল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যারা (আমীর-উমারাগণ) থেকে গেল তারা কি নামায পড়েছে? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি ('আবদুল্লাহ) তাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। তখন তিনি তাদের দু'জনের একজনকে ডানে এবং অপরজনকে বামে দাঁড় করালেন। এরপর আমরা (তার সাথে) রুকূ' করলাম। এতে তিনি আমাদের হাত আমাদের হাঁটুর ওপর রাখলেন। তিনি আমাদের হাত ধরে তা পরস্পর মিলিয়ে (একত্রিত করে) দিয়ে দুই উরুর মাঝখানে স্থাপন করলেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপই করেছেন।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَقَالَ لِي أَبِي اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ

১০৮৩। মুসআব ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ঐ সময় (পিতার সাথে নামায পড়ার সময়) আমি আমার হাত দুটি দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলে আমার পিতা আমাকে বললেন ঃ তোমার হাত দুটি হাঁটুর উপর রাখো। কিন্তু আবারও ঐ রকম করলে তিনি আমার হাত দুটি ধরে বললেন ঃ আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাতের তালু হাঁটুর ওপরে রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে।

حدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ فَنُهِينَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ

১০৮৪। খালফ ইবনে হিশাম আবুল আহওয়াস থেকে এবং ইবনে আবু উমার সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (আবুল আহওয়াস ও সুফিয়ান) আবার ইয়াকুবের মাধ্যমে এই একই সনদে (উপরে বর্ণিত হাদীসটি) ফানুহী'না আনহু পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে তারা উভয়েই এর পরবর্তী ফানুহী-না আনহুর) অংশটুকু বর্ণনা করেননি।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ

১০৮৫। মুসআব ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (কোন একসময়ে নামায পড়তে) আমি রুকু'তে গিয়ে হাত দুটি একত্রে মিলিয়ে দুই উরুর মাঝে রাখলাম। তখন আমার পিতা আমাকে বললেন ঃ আমরাও এরূপ করতাম। কিন্তু এরপর আমাদেরকে হাঁটুর ওপর হাত রাখতে আদেশ করা হয়েছে।

حدثني الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَضَرَبَ يَدَيَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ

১০৮৬। মুসআব ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার পিতা (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস)-এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি। রুকূ'তে গিয়ে আমি এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হাত দুটি হাঁটুর মাঝে রাখলে তিনি আমার হাতে টিকা দিলেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ প্রথমে আমরা এরূপই করতাম। কিন্তু পরে আমাদেরকে হাঁটুর ওপর হাত রাখার আদেশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

নামাযে ইকআ করা বা গোড়ালির ওপর নিতম্ব রেখে বসা জায়েয।

حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً

بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১০৮৭। আবুয যুবায়ের তাউসকে বলতে শুনেছেন। তিনি (তাউস) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দুই পায়ের ওপর নিতম্ব রেখে বসা (ইক'আ করা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ করা তো সুন্নাত। (একথা শুনে) আমি তকে বললাম ঃ এভাবে বসা তো মানুষের জন্য কষ্টকর। 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন ঃ এটা তো বরং তোমাদের নবী (সা)-এর সুন্নাত।

টীকা ঃ ইমাম নববী (র) বলেছেন ঃ ইক'আ করা বা গোড়ালির ওপর নিতম্ব স্থাপন করে বসা সম্পর্কে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর একটিতে ইকআ করাকে জায়েয বলা হয়েছে এবং অপরটিতে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে "ইক'আ" করাকে নবী (সা)-এর সুন্নাত বলা হয়েছে। কিন্তু তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে 'ইকআ' করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো ঃ দুই পায়ের গোড়ালির ওপর নিতম্ব স্থাপন করে নামাযে বসা জায়েয। ইকআর অর্থ যারা এভাবে বসা মনে করেছেন তাদের মতে নবী (সা) ইক'আ করতে নিষেধ করেননি। আলোচ্য হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস এ ধরনের ইক'আকেই নবী (সা)-এর সুন্নাত বলে উল্লেখ করছেন। অন্যদিকে যারা মনে করেছেন, ইক'আর অর্থ হলো ঃ উভয় নিতম্ব মাটিতে স্থাপন করে পায়ের নলা খাড়া করে এবং দুই হাত মাটিতে রেখে বসা, তারা ইকআকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইক'আর হুকুমের ব্যাপারে কোন প্রকার মতানৈক্য বাস্তবে নেই। মতানৈক্য যা আছে তা শুধু ইক'আর অর্থের ও ব্যাখ্যার বিভিন্নতার কারণে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

নামাযরত অবস্থায় কথা-বার্তা বলা হারাম। নামাযরত অবস্থায় কথা বলার সুযোগ বাতিল।

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ

الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ «قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ» قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

১০৮৮। মু'আবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন একসময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে (নামাযীদের মধ্যে) কোন একজন লোক হাঁচি দিলে (জবাবে) আমি "ইয়ার হামুকাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন" বললাম। এতে সবাই রুষ্ট দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাতে থাকলো। তা দেখে আমি বললাম ঃ আমার মা আমার বিয়োগ ব্যথায় কাতর হোক। (অর্থাৎ এভাবে আমি নিজেই নিজেকে ভৎর্সনা করলাম) –কি ব্যাপার! তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো যে? তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত চাপিয়ে শব্দ করতে থাকলো। (আমার খুব রাগ হওয়া সত্ত্বেও) আমি যখন দেখলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চায় তখন আমি চুপ করে রইলাম। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করলে আমি তাঁকে সবকিছু বললাম। আমার পিতা ও মা তার জন্য কোরবান হোক। আমি ইতিপূর্বে বা এর পরে আর কখনো অন্য কোন শিক্ষককে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় শিক্ষা দিতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে ধমকালেন না বা মারলেন না কিংবা বকা-ঝকাও করলেন না। বরং বললেন ঃ নামাযের মধ্যে কথাবার্তা ধরনের কিছু বলা যথোচিত নয়। বরং প্রয়োজনবশতঃ তাসবীহ, তাকবীর বা কুরআন পাঠ করা যেতে পারে মাত্র অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) যেরূপ বলেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সবেমাত্র জাহেলিয়াত বর্জন করেছি এবং এরপর আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন। আমাদের

মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা গণকদের কথায় বিশ্বাস করে। তিনি (রাসূলুল্লাহ একথা শুনে) বললেন ঃ তুমি গণকদের কাছে যেয়ো না। সে বললো ঃ আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করে থাকে। তিনি বললেন ঃ এটা তাদের হৃদয়ের বদ্ধমূল বিশ্বাস। এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দেবেনা। হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে সাববাহ বলেছেন, "ফালা ইয়াসুদ্দান্নাকুম" অর্থাৎ তারা যেন তোমাকে বাধা না দেয়। লোকটি বর্ণনা করেছে– আমি আবারও বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ একজন নবী এভাবে রেখা টানতেন। সুতরাং কারো রেখা যদি (নবীর রেখার) অনুরূপ হয় তাহলে কোন দোষ নেই। লোকটি বললো ঃ আমার একজন দাসী ছিলো। সে উহুদ এবং জাউয়ানিয়া এলাকায় আমার বকরীপাল চরাতো। একদিন আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে দেখলাম তার বকরী পাল থেকে বাঘে একটি বকরী নিয়ে গিয়েছে। আমিও তো অন্যান্য আদম সন্তানের মত একজন মানুষ। তাদের মত আমিও ক্ষোভ ও আবেগতাড়িত হই। তাই (এ ঘটনায় আমি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে) তাকে সজোরে একটি চপেটাঘাত করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম (এবং সব কথা বললাম) কেননা বিষয়টি আমার কাছে খুব গুরুতর মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তাকে (দাসী) মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুতরাং আমি তাকে এনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে হাজির করলাম। তিনি তাঁকে (দাসীকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে বললো ঃ আসমানে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ (বলতো) আমি কে? সে বললো ঃ আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ সে একজন ঈমানদার মেয়ে। তুমি তাকে মুক্ত করে দাও।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে কেউ কোন ভুল করে ফেললে তখন পর্যন্ত 'তাসবীহ' বা তাকবীর পড়ে তার সংশোধন বা সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণের কোন ব্যবস্থা বা বিধান ছিলনা। তাই হাদীস বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইবনে সুলামী হাঁচি প্রদানকারী লোকটির হাঁচির জবাবে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বললে সবাই তাকে রুষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে থাকলো এবং তিনি তখন বিরক্তিভরে তাদেরকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উরুর উপর হাত চাপড়িয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিতে চাইলো।

এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, নামাযরত অবস্থায় দুনিয়াবী কোন কথা বলা বা কোন কাজ করা জায়েয নয়।

যদিও কেউ কেউ প্রয়োজনবশতঃ দু'একটি কথা বলা জায়েয বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে মোটামুটি সর্বসম্মত রায় হলো, নামাযের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলা যাবেনা।

এ হাদীসটি থেকে আরো যে বিষয়টি জানা যায় তাহলো গণকের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে। কারণ এতে মানুষের দ্বীন ও ঈমানের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। অন্য একটি হাদীসে তো আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে গেল এবং তার কথায় বিশ্বাস করলো সে মুহাম্মাদের প্রতি নাযিলকৃত বিধান থেকে দূরে সরে পড়লো।

এ হাদীস থেকে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করার ব্যাপারটিও না জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। এছাড়াও রেখা টেনে ভালমন্দ নিরূপণ করাও যে না জায়েয তাও এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। কারণ এ সবকিছুই মানুষকে অর্থহীন বেহুদা কাজ ও বিশ্বাসে নিয়োজিত রাখে। অথচ সব রকমের অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ও অকল্যাণকর

বিষয় থেকে মানুষকে মুক্তি দান করাই ইসলামের লক্ষ্য। মানুষ অনর্থক কোন অন্ধ-বিশ্বাস বা কু-সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট হোক, ইসলাম তা চায়না।

এ হাদীসটিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইংগিত দান করা হয়েছে। নবীর (সা) কাছে ক্রীতদাসীটিকে আনা হলে তিনি তাকে আল্লাহ কোথায় জিজ্ঞেস করলে দাসীটি জবাব দিল ঃ আসমানে আছেন। নবী (সা) তার এই জবাবে কোন প্রকার আপত্তি করলেন না। বরং তা মেনে নিলেন। এতে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে তাহলে আল্লাহ কি কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ? তিনি কি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করেন? প্রকৃত ব্যাপার হলো ঃ মহান আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ নন কিংবা কোন বিশেষ স্থানে অবস্থানও করেন না। এ বিষয়ে দাসীটি যা বলেছিলো তার সারকথা হলো ঃ সে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আর এ কারণেই নবী (সা) তাকে ঈমানদার বলে আখ্যায়িত করলেন। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্থান-কাল-পাত্রে সীমাবদ্ধ না হলেও বান্দা যেহেতু এর উর্ধে উঠতে অপারগ। তাই ক্ষেত্র বিশেষে মহান আল্লাহও এমন সব ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী গ্রহণ করেছেন যা সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষের বোধগম্য হয়। যেমন ঃ আ আমিনতুম মান ফিস্ সামায়ী আই ইয়াখ্‌সিফা বিকুমুল আরদা.......। অর্থাৎ তোমরা কি আসমানে অবস্থানকারী সেই মহান সত্তা সম্পর্কে একেবারে নির্ভয় হয়ে গেলে যে তিনি তোমাদেরসহ মাটি ধসিয়ে দেবেন না?

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১০৮৯। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ঈসা ইবনে ইউনুস, আওযায়ী ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীরের মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

১০৯০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তেন সেই অবস্থায় আমরা তাঁকে সালাম দিলে তিনি তার জবাব দিতেন। কিন্তু (হাবশায় হিজরতের পর) নাজ্জাশীর কাছ থেকে আমরা ফিরে এসে তাঁকে (নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিলে তিনি তার জবাব দিলেন না। তখন (নামায শেষে) আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি নামায পড়তেন এমন অবস্থায় আমরা আপনাকে সালাম

দিলে তার জবাব দিতেন। (কিন্তু আজকে আমাদের সালামের জবাব দিলেন না!) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ নামাযের মধ্যেও কিছু করণীয় থাকে।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত নামাযের মধ্যে সালাম ও তার জওয়াব দেয়ার রীতি চালু ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, নামাযের মধ্যে আমরা কথা বলতাম। এমনকি একজন তার পাশে দাঁড়ানো অন্যজনের সাথে আলাপ করতো। ঠিক এই অবস্থায় কুরআন মজীদের আয়াত "ওয়া কূমু লিল্লাহি কানিতীন"– আর তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত ও একনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও।" এই হুকুম নাযিল হওয়ার পর আমাদেরকে নামাযে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দেয়া হলো। পক্ষান্তরে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে দেখা যায়। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কোন একটি কাজে পাঠালেন, আমি সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। এই অবস্থায় আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমাকে ইশারা করে চুপ থাকতে বললেন। নামায শেষে তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছিলে। অথচ আমি তখন নামাযরত ছিলাম। এসব হাদীস থেকে চূড়ান্ত ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলা হারাম– তা যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক না কেন।

حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১০৯১। ইবনে নুমায়ের ইসহাক ইবনে মনসূর সালুলী, হুরাইস ইবনে সুফিয়ান আ'মাশের মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى

ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ

১০৯২। যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নামাযরত অবস্থায় কথা বলতাম। লোকে নামাযরত অবস্থায় তার পাশে (নামাযে) দাঁড়ানো অপর ব্যক্তির সাথে কথা বলতো। এরপর আয়াত নাযিল হলো ঃ "ওয়া কুমু লিল্লাহি কানিতীন"– আর তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত ও একনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও। এই হুকুম নাযিল হওয়ার পর আমাদেরকে নামাযের মধ্যে চুপ থাকতে আদেশ দেয়া হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১০৯৩। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা 'আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়েরের মাধ্যমে ওরাকী' থেকে এবং ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ঈসা ইবনে ইউনুস থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা সবাই আবার একই সনদে ইসমাঈল ইবেন আবু খালেদ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ قَالَ قُتَيْبَةُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

১০৯৪। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কোন একটি কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখলাম তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে রাস্তা অতিক্রম করছেন। কুতাইবা বর্ণনা করেছেন যে তিনি নামায পড়ছিলেন। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি (ফিরে আসার পর ঐ অবস্থায়) তাকে সালাম দিলে তিনি আমাকে ইশারা করলেন। নামায শেষ করে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছো। তখন আমি নামায পড়ছিলাম। ঐ সময় নবী (সা) পূর্ব দিকে মুখ করে ছিলেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هٰكَذَا فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ

بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ

১০৯৫। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বনী মুসতালিক গোত্রের দিকে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে একটি কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখলাম তিনি উটের পিঠে বসে নামায পড়ছেন। আমি তাকে বললাম (অর্থাৎ যে কাজে পাঠিয়েছিলেন সে সম্পর্কে)। কিন্তু তিনি আমাকে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহায়ের ইবনে হারব তার হাত দিয়ে ইশারা করে (নবী সা.) কিভাবে ইশারা করেছিলেন] তা দেখালেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আবারো বললাম। কিন্তু (এবারো) তিনি এভাবে হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আহমদ ইবনে ইউনুস বলেন ঃ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ইশারা করেছিলেন) যুহায়ের তার হাত দ্বারা আবারো মাটির দিকে সেভাবে ইশারা করে দেখালেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি তখন শুনছিলাম নবী (সা) কিছু পড়ছেন এবং মাথা দ্বারা ইশারা করছেন। নামায শেষ হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি তোমাকে যে জন্য পাঠিয়েছিলাম তার কি করেছো? আমি শুধু এই কারণে তোমার সাথে কথা বলি নাই যে আমি তখন নামায পড়ছিলাম। হাদীসটির বর্ণনাকারী যুহায়ের ইবনে হারব বলেন ঃ কথাগুলো বলার সময় আবুয যুবাইর কা'বার দিকে মুখ করে বসে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি (আবুয যুবায়ের) হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন তখন কা'বার দিকে মুখ না করে বনী মুসতালিকের দিকে মুখ করে বলছিলেন।

حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي

১০৯৬। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন এক সফরে আমরা নবীর (সা) সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখতে পেলাম তিনি তার সওয়ারীর পিঠে বসে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়ছেন। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের কোন জওয়াব দিলেন না। নামায শেষ করে বললেন ঃ আমি নামায পড়ছিলাম তাই তোমার সালামের কোন জবাব দিতে পারি নাই। এ ছাড়া আর কিছুই আমাকে তোমার সালামের জওয়াব দেয়া থেকে বিরত রাখেনি।

وحدثني محمد بن

حاتم حدثنا معلى بن منصور حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد

১০৯৭। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (এক সময়ে) রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কোন একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। এরপর তিনি হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

নামাযের মধ্যে শয়তানকে লানত করা শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং ছোট-খাটো কিছু করা জায়েয।

حدثنا إسحق بن إبراهيم وإسحق بن منصور قالا أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا . وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد

১০৯৮। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গতরাতে এক দুষ্ট জিন আমার নামায নষ্ট করার জন্য আমার ওপর আক্রমণ করতে শুরু করলো। তবে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাকে কাবু করার শক্তি দান করলেন। আমি তাকে গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার ইচ্ছা হলো তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি যাতে সকাল বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হলো আমার ভাই নবী সুলাইমানের দোআর কথা। (তিনি দোআ করেছিলেন) রাব্বিবগফিরলি ওয়া হাবলি মুলকাল লা ইয়াম্বাগী লি আহাদিম্ মিম্ বাদী ঃ অর্থাৎ হে প্রভু, তুমি আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার

পরে আর কারো জন্য যেন না হয়। (অর্থাৎ জিন, বাতাস ও পশুপাখির ওপর রাজত্ব করার ক্ষমতা। তাই আমি তাকে বেঁধে রাখা থেকে বিরত থাকলাম।) অতঃপর আল্লাহ তাআলা জিনটিকে (আমার হাতে) লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন। ইবনে মনসূর শুবা মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ এই হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায ভংগ করার জন্য তার ওপর এক দুষ্ট জিনের আক্রমণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইচ্ছা করলে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে সকালে সাহাবাদেরকে দেখাতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কাছে নবী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের একটি দোআর প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তা করেননি। হাদীসটির শেষাংশের বিষয়বস্তু এবং জিন জাতির বাস্তবতা বুঝতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ আধুনিক যুগে বস্তুবাদী সভ্যতার সয়লাবে ভেসে চলা তথাকথিত কিছু আধুনিক মন-মানস জিনদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান এবং নারাজ। তাই জিন জাতির অস্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী মনীষা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যা বলেছেন আমরা তা হুবহু তুলে ধরলাম।

বর্তমান যুগের অনেক লোকই এমন একটি ভ্রান্ত ধারণায় ডুবে আছে যে, বাস্তবে জিন বলতে কিছু নেই। বরং এটা তো প্রাচীন যুগের একটি অজ্ঞতা-জাত বিশ্বাস ও বাজে ধারণা যার কোন ভিত্তি নেই। তাদের এ মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি এটা নয় যে, তারা গোটা বিশ্ব জাহানের বাস্তবতাকে উদঘাটন করে ফেলেছে এবং জেনে নিয়েছে যে কোথাও জিন বলতে কিছু নেই। এরূপ বাস্তব-জ্ঞান লাভের দাবি তারা নিজেরাও করেনা। তবে দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়াই তারা ধরে নিয়েছে যে, যা কিছু তারা উপলব্ধি করতে পারে বা অন্য কথায় যা কিছু তাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে গোটা বিশ্বজাহানে শুধু সেগুলোই আছে। অথচ সমুদ্রের তুলনায় একবিন্দু পানি যেরূপ– এই বিশাল সৃষ্টি-জগতের বিশালতার তুলনায় তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি এতটুকুও না। তারা মনে করে যা কিছু উপলব্ধি বা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত তার কোন অস্তিত্ব নেই। আর যা আছে তা অবশ্যই উপলব্ধি বা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা বুঝা যাবে। এ ধরনের লোকেরা আসলে সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণারই প্রমাণ দেয়। একবার এরূপ চিন্তাধারা গ্রহণ করলে শুধু জিনই নয় মানুষ এমন কোন বাস্তবতাকেও মানতে পারবেনা যা সরাসরি সে দেখতে পায় না বা অভিজ্ঞতাও নেই। এমতাবস্থায় ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বাস্তবতাকে স্বীকার করা তো দূরের কথা মহান আল্লাহর অস্তিত্বও তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

মুসলমানদের মধ্যে যারা এরূপ ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত অথচ কুরআনকেও অস্বীকার করতে পারেনা তারা জিন, ইব্লীস এবং শয়তান সম্পর্কে কোরআনের সাফ সাফ কথাগুলোর রকমারী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করে থাকেন। তারা বলেন ঃ এর অর্থ দৃষ্টিবহির্ভূত স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন মখলুক বর্তমান নেই। বরং ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের পশু-শক্তিকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে এর অর্থ বর্বর, জংলী ও পাহাড়ী গোত্রসমূহ। আবার কোথাও এর অর্থ ঐসব লোকজন যারা চুপে চুপে কুরআন শুনতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের বক্তব্য এমন স্পষ্ট যে তাতে এ ধরনের অপব্যাখ্যার সামান্য অবকাশও নেই।

কুরআন মজীদের এক জায়গায় নয় বরং বহু জায়গায় জিন এবং মানুষের কথা এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বুঝা যায় যে, এ দুটি স্বতন্ত্র মখলুক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। সূরা আ'রাফের ৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমরাও ঐ জাহান্নামে প্রবেশ কর যেখানে এর আগের জিন ও মানব গোষ্ঠিভুক্তরা প্রবেশ করেছে। সূরা হুদের ১১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর রবের সেই সাবধানবাণী বাস্তবরূপ লাভ করলো যে, আমি জিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। সূরা হামীম আস্-সাজদার ২৫ ও ২৯ নম্বর আয়াতে যথাক্রমে বলা হয়েছে ঃ অতঃপর তাদের ক্ষেত্রেও আযাবের সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো যা ইতিপূর্বেকার জিন ও মানব-গোষ্ঠির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছিলো। আর কাফেররা তখন (কিয়ামতের দিন) বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু! যে জিন ও মানুষগুলো আমাদেরকে গোমরাহ করেছিলো আমাদের তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় পিষ্ট করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো। সূরা আহকামের ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ এদের পূর্বে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা (এ দলের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে) অতীত হয়েছে এরাও তাদের সাথে শামিল হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই হলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো। সূরা আয-যারিয়াতের ৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে, একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি। সূরা নাসের ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ এরা ওয়াসওয়াসা দান করে জিন এবং ইনসানদের মধ্যে থেকে। আর গোটা সূরা আর-রাহমানে তো এমন স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান যে তা জিনকে মানব-গোষ্ঠিভুক্ত মনে করার কোন অবকাশ অবশিষ্ট রাখেনা।

সূরা আ'রাফের ১২ নম্বর আয়াত, সূরা হিজ্‌রের ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াত এবং সূরা আর-রাহমানের ১৪ থেকে ১৫ নম্বর আয়াতে সাফভাবে বলা হয়েছে যে মানুষের সৃষ্টি-উপাদান মাটি এবং জিনদের সৃষ্টি-উপাদান আগুন। সে (শয়তান) বললো ঃ আমি তার (মানুষ) চেয়ে, উত্তম। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন দিয়ে আর তাকে **সৃষ্টি করেছো মাটি দিয়ে। আর ইতিপূর্বে আমি জিনদেরকে আগুনের হলকা থেকে সৃষ্টি করেছিলাম। আর তোমার প্রভু যে সময় ফেরেশতাদের বললেন, আমি পচা-গলা মাটির শুকনো খরখরে উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি**।....

সূরা হিজরের ২৭ নম্বর আয়াতে তো স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। আদম (আ) ও ইবলিসের কাহিনী একথারই সাক্ষ্য দান করে– যা কোরআন মজীদের সাতটি জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। আর প্রত্যেক বর্ণিত ভাষ্যে প্রমাণিত হয় যে মানুষ সৃষ্টির মুহূর্তে ইবলিস বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু সূরা কাহাফের ৫০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবলিস জিনদের অন্তর্ভুক্ত।

জিনরা মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ জিনদের দেখতে পায়না। সূরা আ'রাফের ২৭ নম্বর আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

সূরা হিজরের ১৬ থেকে ১৮ নম্বর আয়াতে; সূরা সাফফাতের ৬ থেকে ১০ নম্বর আয়াতে এবং সূরা মুল্‌কের ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিনরা যদিও উর্ধ্ব জগতের দিকে আরোহণ করতে পারে তথাপিও একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। এর উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করলে বা "মালায়ে আ'লা"র কথা-বার্তা শুনতে চাইলে তাদের বাধা-দান করা হয়। চুপিসারে কিছু শুনতে চাইলেও "শাহাবে সাকেব" বা উল্কা-পিণ্ড তাদের ধাওয়া করে ভাগিয়ে দেয়। এভাবে আরবের মুশরিকদের এ ধারণাও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে জিনরা গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানে বা খোদা তাআলার খোদায়ীর গোপন রহস্যসমূহ তারা অবহিত হওয়ার মত ক্ষমতা রাখে। সূরা সাবার ১৪ নম্বর আয়াতেও এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

সূরা বাকারার আয়াত ৩০ থেকে ৩৪ পর্যন্ত এবং সূরা কাহাফের ৫০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্ব মানুষকে দান করেছেন। আর মানুষ হলো জিনদের চাইতে উত্তম মাখলুক। জিনদের কিছু অস্বাভবিক শক্তিদান করা হয়েছে যার একটি উদাহরণ সূরা নমলের ৭ নম্বর আয়াতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিক শক্তি অন্যান্য জীব-জন্তুকেও দেয়া হয়েছে– যা মানুষকে দেয়া হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়না যে, অন্যান্য পশু বা জীব্-জন্তু মানুষের চাইতে বেশী মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন একথাও বলে যে, জিনকে মানুষের মত এখতিয়ার বা স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকেও মানুষের মত আনুগত্য ও অবাধ্যতা এবং কুফরীর এখতিয়ার ও ঈমান পোষণ করার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ইবলিসের কাহিনী এবং সূরা আহকাফ ও সূরা জিনের কোন কোন জিনের ঈমান গ্রহণ করার ঘটনার উল্লেখ তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

কুরআন মজীদে বহু জায়গায় একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে আদম (আ)-কে সৃষ্টির সময়ই ইবলিস এ প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে মানব-জাতিকে গোমরাহ ও বিপথগামী করার চেষ্টা করবে। আর প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকেই জিন-শয়তানরা মানুষকে বিপথগামী করার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে জবরদস্তিমূলকভাবে তাকে দিয়ে কোন কাজ করানোর ক্ষমতা তার নেই। বরং এ জন্য সে তার মনের মধ্যে "ওয়াসওয়াসা" বা কু-চিন্তা-কু-পরামর্শ দান করে। তাকে বিভ্রান্ত করে এবং মন্দ-কাজ ও বিপথগামিতাকে তার সামনে সুন্দর ও সুদৃশ্য করে পেশ করে। এ বিষয়ে জানার জন্য সূরা নিসার ১১৭ -থেকে ১২০ নম্বর আয়াত, সূরা আ'রাফের ১১ থেকে ১৭ নম্বর আয়াত, সূরা ইবরাহীমের ২২ নম্বর আয়াত, সূরা আল্-হিজ্‌রের ৩০ থেকে ৪২ নম্বর আয়াত, সূরা নাহলের ৯৮ থেকে ১০০ নম্বর আয়াত এবং সূরা বনী

ইসরাঈলের ৬১ থেকে ৬৫ নম্বর আয়াত পড়ে দেখুন।

জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকরা জিনদের খোদার শরীক গণ্য করতো, তাদের ইবাদত-বন্দেগী করতো এবং খোদার সাথে তাদের বংশসূত্র স্থাপন করতো; এসব কথাও কুরআন মজীদে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো জানতে হলে সূরা আল্-আন'আমের ১০০ আয়াত, সূরা সাবার ৪০ ও ৪১ নম্বর আয়াত এবং সূরা সাফ্ফাতের ১৫৮ নম্বর আয়াত দেখুন।

এই বিস্তারিত আলোচনার পর একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে জিনরা একটি স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী এবং তারা মানুষ থেকে ভিন্ন কোন জাতের অদৃশ্য সৃষ্টি। তাদের রহস্যজনক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কারণে মূর্খ লোকেরা তাদের সত্তা ও শক্তি সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক ধ্যান-ধারণা পোষণ করে থাকে। এমনকি তাদের পূজা পর্যন্ত করেছে। কিন্তু কুরআন তাদের আসল পরিচয় স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যা দ্বারা তারা কি এবং কেমন তা ভালভাবে বুঝা যায়।

কুরআনের আলোকে এটা হলো জিনদের সঠিক পরিচয়। কোরআন তাদের সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা দান করেছে হ্রাস-বৃদ্ধি না করেই হুবহু তা বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে আল্লাহ তাআলা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে গোটা বিশ্ব জাহানের জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি যেমন মানুষের নবী তেমিন জিনদেরও নবী। আল্লাহর মর্জি হলে শুধু তাঁকে কেন যে কোন বান্দাকে তিনি গোটা বিশ্ব-জাহানের সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব দান করতে পারেন। সুতরাং কোন দুষ্ট জিনকে তার পরাস্ত করা এবং ইচ্ছা করলে বেঁধে রাখতে পারা আদৌ কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ فَذَعَتُّهُ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ فَدَعَتُّهُ

১০৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে বাশার মুহাম্মাদ ইবনে জাফর থেকে, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা শাবাবা থেকে এবং এই সনদেই তারা উভয়েই শুবা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ফাদায়াত্তুহু" অর্থাৎ "আমি তাকে গলাটিপে ধরেছিলাম" বর্ণিত হয়েছে। আর আবু বকর ইবনে আবু শায়বা বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা "ফাদায়াত্তুহু" অর্থাৎ আমি তাকে প্রতিহত করলাম" বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلاَثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللّٰهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

১১০০। আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তে দাঁড়ালে আমরা শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন ঃ "আউজুবিল্লাহি মিনকা" অর্থাৎ আমি তোমার (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আমরা শুনলাম) এরপর তিনি বলছেন ঃ আল্‌আনুকা বি লা'নাতিল্লাহি" অর্থাৎ আমি তোকে লানত করছি যেমন আল্লাহ লা'নত করেছিলেন। তিনি এ কথাগুলো তিনবার বললেন। এই সময় (যে সময় তিনি লা'নত করছিলেন) তিনি হাত বাড়ালেন যেন কিছু উঠাতে যাচ্ছেন। নামায শেষ করলে আমরা তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (আজ) আমরা নামাযের মধ্যে আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কোনদিন বলতে শুনিনি। আর আমরা দেখলাম যে আপনি হাতও বাড়িয়ে দিলেন। (এর কারণ কি?) তিনি বললেন ঃ আল্লাহর দুশমন ইবলিস আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য দগদগে অগ্নি-শিখা নিয়ে এসেছিল। তাই আমি তিনবার "আউযুবিল্লাহি মিনকা" অর্থাৎ "আমি তোমার অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি" বললাম। এরপর তিনবার "আল্ আনুকা বি লা'নাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি" অর্থাৎ আমি তোমাকে পুরোপুরি লা'নত করছি যেমন আল্লাহ তাআলা করেছেন। এ কথাটিও আমি তিনবার বললাম। কিন্তু তবুও সে পিছু হটলোনা। অবশেষে আমি তাকে পাকড়াও করতে ইচ্ছা করলাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের ভাই নবী সুলাইমান যদি দোআ না করে থাকতেন তাহলে সে সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকতো। আর সকালবেলা মদীনাবাসীদের ছেলে-সন্তানেরা তাকে নিয়ে আনন্দ করতো বা মজা করে খেলতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

নামায পড়তে পড়তে শিশুদের উঠিয়ে নেয়া বা কোলে নেয়া জায়েজ। নাপাক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের কাপড়-চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র বলে গণ্য হবে। নামাযের মধ্যে ছোটখাটো কাজ-কর্ম বা মাঝে-মধ্যে টুকিটাকি কাজ-কর্ম করলে নামায ভংগ হয়না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ

عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ

১১০১। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় তাঁর নাতনী আবুল আস ইবনে রাবী'র ঔরসজাত কন্যা উমামা বিনতে যয়নাবকে কোলে উঠিয়েছিলেন। তিনি যখন দাঁড়াচ্ছিলেন তাকে (উসামা বিনতে যায়নাব) উঠিয়ে নিচ্ছিলেন। আবার যখন সিজদায় যাচ্ছিলেন তখন নামিয়ে রাখছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ আমি এ হাদীসটি সম্পর্কে মালেককে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর আমর ইবনে সুলাইম যারকীর মাধ্যমে আবু কাতাদার নিকট থেকে কি তোমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا

১১০২। আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (সা)-কে দেখেছি, তিনি নামাযে লোকদের ইমামতি করছেন আর তাঁর নাতনী আবুল আস ইবনে রাবী'র ঔরসজাত কন্যা যায়নাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা তার কাঁধে উঠে আছে। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রুকুতে যাচ্ছেন তখন তাকে (কাঁধ থেকে) নামিয়ে রাখছেন, আবার সিজদা থেকে উঠার পর পুনরায় কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ

ابْنِ بُكَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا

১১০৩। আমর ইবনে সুলাইম যারকী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু কাতাদা আনসারীকে বলতে শুনেছি যে, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে লোকদের ইমামতি করছেন আর (তাঁর নাতনী) আবুল 'আস (ইবনে রাবী)-র কন্যা উমামা (বিনতে যয়নাব) তাঁর কাঁধে বসে আছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদা করার সময় তাকে নামিয়ে রাখছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ

১১০৪। 'আমর ইবনে সুলাইম যারকী থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদাকে বলতে শুনেছেন যে, আমরা মসজিদে বসেছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। এরপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ নামাযে ইমামতি করেছেন সে কথা তিনি এ হাদীসে উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে যা প্রমাণিত হয় তা হলো ঃ ছোট বাচ্চাদের শরীর এবং কাপড়-চোপড় পবিত্র– যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট নাপাক বলে তা প্রমাণিত না হবে। একথাও প্রমাণিত হয় যে, নামাযরত অবস্থায় ছোট-খাট কাজ করলে তাতে নামায নষ্ট হয়না। কিংবা পরপর না করে কিছুক্ষণ পরপর কোন কাজ করলেও নামায নষ্ট হয়না। এছাড়া এ হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ছোট বাচ্চা, কোন পাক জীব-জন্তু বা পাখি কোলে করে নামায পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ নবী (সা) খোদ তাঁর নাতনী উসামা বিনতে যয়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযে ইমামতি করা অবস্থায় কোলে উঠিয়েছেন আবার নামিয়ে রেখেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

প্রয়োজনবশত ঃ নামাযরত অবস্থায় দুই এক কদম হাঁটা জায়েয এবং প্রয়োজন হলে এরূপ করাতে কোন দোষ নেই। আর কোন প্রয়োজনের তাগিদে যেমন ঃ নামায শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কিংবা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ইমামের মুকতাদীদের চেয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ানোও জায়েয।

حدثنا يحي بن يحي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحي أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاؤا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

১১০৫। 'আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযেম তার পিতা আবু হাযেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হাযেম) বলেছেন ঃ সাহ্ল ইবনে সা'দের কাছে একদল লোক আসলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বার কি কাঠের তৈরী তা নিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করলো। তখন সাহ্ল ইবনে সা'দ বললেন ঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি ঃ মিম্বার কি কাঠের তৈরী ছিল এবং কে তা তৈরী করেছিলো তা আমি জানি। আর প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত মিম্বারের উপর বসেছিলেন সেদিন আমি তাকে দেখেছিলাম। আবু হাযেম বলেন, আমি তখন তাকে বললাম ঃ হে আবু 'আব্বাস (সাহল ইবনে সা'দ) বিষয়টি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কোন একজন মহিলাকে বলে পাঠালেন যে, তোমার কাঠ-মিস্ত্রি গোলামকে বলো সে আমাকে কিছু কাষ্ঠ

অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্মিত আসন তৈরী করে দিক। এর ওপর উঠে আমি মানুষের সামনে বক্তব্য পেশ করবো। সেই সময় আবু হাযেম উক্ত মহিলার নামও উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং ওই মহিলার গোলাম এই তিন স্তরবিশিষ্ট আসনটি তৈরী করে দিয়েছিলো। আসনটি ছিলো (মদীনার) গাবা নামক বনের বন্য-ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিলে তা (মসজিদে) এই স্থানে স্থাপন করা হলো। সাহ্ল ইবনে সা'দ বলেন ঃ আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর (নামাযের জন্য) বললেন। তার সাথে সাথে লোকেরাও তাকবীর বললো। এই সময় তিনি মিম্বারের ওপরে ছিলেন। এরপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালেন এবং পিছনের দিকে হেঁটে মিম্বার থেকে নামলেন এবং মিম্বারের গোড়াতেই (পাশেই) সিজদা করলেন। এরপর আবার গিয়ে মিম্বারে উঠলেন এবং এভাবে নামায শেষ করে লোকদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ হে লোকজন, আমি এরূপ এজন্য করলাম যাতে তোমরা আমাকে অনুসরণ করতে পারো এবং আমি কিভাবে নামায পড়ি তা জেনে নিতে পারো।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজন দেখা দিলে নামাযরত অবস্থায় সামনে বা পিছনে দুই এক কদম হাঁটা যায়। এতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। এ হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কারণবশতঃ ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং মুকতাদীগণ তার চেয়ে নীচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারেন। এতে কোন দোষ নেই। এ হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বারে তিনটি স্তর ছিলো। এবং সিজদার সময় তিনি পিছন দিকে হেঁটে এই তিনটি স্তরের নীচে নেমে এসেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের ছোট-খাটো কাজের দ্বারা নামায নষ্ট হয় না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ

১১০৬। কুতাইবা ইবনে সাঈদ ইয়াকূব ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে অবদুল বারী আল কারশীর মাধ্যমে আবু হাযেম থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হাযেম বলেছেন ঃ কিছু সংখ্যক লোক সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদীর কাছে আসলো। (অন্য সনদে) আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, যুহাইর ইবনে হারব ও ইবনে আবু উমর সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মাধ্যমে আবু হাযেম থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হাযেম বলেছেন যে, তারা সাহ্ল ইবনে সা'দ (সায়েদী)র কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, নবী

(সা)র মিম্বার কিসের তৈরী ছিলো? এটুকু বর্ণনা করার পর ইবনে আবু হাযেম পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

কোমরে হাত রেখে নামায পড়া মাকরূহ।

وحدثنى الحكم بن موسى القنطرى حدثنا عبد الله بن المبارك ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى الرجل مختصرا وفى رواية أبى بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

১১০৭। আবু হুরায়রা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (নবী সা.) কাউকে কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। আর আবু বকরের বর্ণনায় 'নবী' (সা) এর পরিবর্তে 'রাসূলুল্লাহ' (সা) শব্দ উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কাউকে কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

নামাযে দাঁড়িয়ে (নামাযরত অবস্থায়) পাথর-কুচি সরানো এবং (জায়গার) মাটি সমান করা মাকরূহ।

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن معيقيب قال ذكر النبى صلى الله عليه وسلم المسح فى المسجد يعنى الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة

১১০৮। মু'আইকীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মসজিদের মধ্যে অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় পাথর-টুকরা সরানো সম্পর্কে নবী (সা) বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ যদি তোমাকে এরূপ (পাথর-টুকরা সরানোর কাজ) করতেই হয়, তাহলে একবার মাত্র করতে পার।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة .

১১০৯। মু'আইকীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ অন্যান্যদের নামাযরত অবস্থায় পাথর-টুকরা সরানো সম্পর্কে নবী (সা) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে নবী (সা) বলেছিলেন ঃ একবার মাত্র সরাতে পার।

وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معيقيب ح

১১১০। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার কাওয়ারিরী খালেদ ইবনুল হারেসের মাধ্যমে হিশাম থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদে বলা হয়েছে যে, আমার কাছে মু'আইকীব বর্ণনা করেছেন।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة

১১১১। মু'আইকীব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় সিজদার জায়গা (থেকে পাথর-টুকরা ইত্যাদি সরিয়ে) সমান করতে দেখে বললেন ঃ তোমাকে যদি এরূপ (পাথর টুকরা ইত্যাদি সরিয়ে সিজদার জায়গা সমান) করতেই হয় তাহলে মাত্র একবারের জন্য করতে পার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

নামাযরত বা অন্য কোন অবস্থায় মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা নিষেধ। আর নামাযরত ব্যক্তির জন্য সামনে কিংবা ডান দিকে থুথু ফেলাও নিষেধ।

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا

كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى

১১১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের কিবলার দিকে দেয়ালে কাশি লেগে থাকা দেখতে পেলেন। তিনি নখ দিয়ে তা আঁচড়ে আঁচড়ে উঠালেন। এরপর লোকদের সামনে গিয়ে বললেন ঃ তোমরা কেউ যখন নামায পড় তখন সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করো না। কারণ কেউ যখন নামায পড়ে আল্লাহ তখন তার সামনের দিকে থাকেন।

টীকা ঃ হাদীসে উল্লেখিত "কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর সামনের দিকে" কথাটির অর্থ হলো, যে দিকটাকে অর্থাৎ কিবলাকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দান করেছেন আমাদেরও কর্তব্য তার মর্যাদা রক্ষা করা। এভাবে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর মর্যাদাই রক্ষা করা হয়। সুতরাং এদিকে থুথু নিক্ষেপ করা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার শামিল এবং আল্লাহর দেয়া মর্যাদা রক্ষা না করার নামান্তর।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ إِلَّا الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

১১১৩। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়েরের মাধ্যমে আবু উসামা থেকে, ইবনে নুমায়ের তার পিতা নুমায়ের থেকে তারা উভয়ে উবায়দুল্লাহ থেকে, কুতাইবা ইবনে সায়ীদ মুহাম্মাদ ইবনে রুমহের মাধ্যমে লাইস ইবনে সা'দ থেকে, যুহাইর ইবনে হারব ইসমাঈল ইবনে উলাইয়ার মাধ্যমে আইয়ূব থেকে, ইবনে আবু রাফে ইবনে আবু ফুদাইকের মাধ্যমে দাহ্হাক ইবনে উসমান থেকে এবং হারূন ইবনে আবদুল্লাহ হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জুরাইজের মাধ্যমে মূসা ইবনে উকবা থেকে। সবাই আবার নাফে ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) নবী (সা) মসজিদের কিবলার দিকের দেয়ালে কাশি বা শিক্নি দেখতে পেলেন। তবে দাহ্হাক বর্ণিত হাদীসে কিবলাতে কাশি বা শিক্নি দেখতে পেলেন কথাটা

উল্লেখিত হয়েছে। এরপর তারা মালেক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

১১১৪। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (সা) মসজিদের কিবলায় (কিবলার দিকের দেয়ালের গায়ে) কাশি বা থুথু লেগে আছে দেখতে পেলেন। তিনি একটি পাথরের টুকরা দ্বারা ঘষে ঘষে তা উঠিয়ে ফেললেন। এরপর মসজিদের মধ্যে তিনি কাউকে ডান দিকে কিংবা সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ (থুথু নিক্ষেপের প্রয়োজন হলে) সে যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে নিক্ষেপ করে।

حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

১১১৫। আবুত্ তাহের ও হারমালা ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে ইউনুস থেকে এবং যুহায়ের ইবনে হারব ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীমের মাধ্যমে তার পিতা ইবরাহীম থেকে তারা উভয়ে ইবনে শিহাবের ও হুমাইদ ইবনে আবদুর রাহমানের মাধ্যমে আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) থুথু বা কাশি দেখতে পেলেন। অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশটুকুতে ইবনে উয়াইনা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয় বর্ণনা করলেন।

و حدثنا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

১১১৬। আয়েশা (রাঁ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) নবী (সা) কিবলার দেয়ালে (মাজিদের কিবলার দিকের দেয়াল গাত্রে) থুথু অথবা শিক্নি অথবা কাশি দেখতে পেলেন এবং ঘষে ঘষে তা উঠিয়ে ফেললেন।

حدثنا أبو بكر

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

১১১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মসজিদে কিবলার দিকে (কিবলার দিকের দেয়ালে) থুথু দেখতে পেলেন তিনি তখন লোকদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা কেউ তার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে। কেউ তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখের ওপর থুথু নিক্ষেপ করুক এটা কি তোমরা পছন্দ করবে? তোমাদের কাউকে (মসজিদে) থুথু নিক্ষেপ করতে হলে সে যেন বাঁ দিকে পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করে। আর যদি এরূপ করারও অবকাশ না পায় তাহলে যেন এরূপ করে। কাসেম ইবনে ইবরাহীম তা এইভাবে করে দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি তার কাপড়ে থুথু ফেললেন এবং কাপড়খানা ঘষলেন।

وحدثنا شيبان

ابْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

১১১৮। শায়বান ইবনে ফাররুখ আবদুল ওয়ারেস থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া হাশিম থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের মাধ্যমে শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। সবাই আবার পরম্পরাসূত্রে কাসেম ইবনে মেহ্রান, আবু রাফে ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে হাশীম বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ (সা) কাপড় রগড়াচ্ছেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ

১১১৯। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন নামায পড় তখন যেন সে তার রব বা প্রভুর সাথে কানে কানে কথা বলে। সুতরাং সে যেন সামনে বা ডানদিকে থুথু নিক্ষেপ না করে। বরং বাঁ দিকে বাঁ পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

১১২০। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা গোনাহর কাজ। আর ঐ থুথু মাটিতে পুঁতে দেয়াই এ গোনাহর কাফ্ফারা।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করাটাই গোনাহ্র কাজ। তবে যদি অনিবার্যভাবেই থুথু নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে কাপড়ে বা রুমালে থুথু ফেলবে। মসজিদের মেঝে আল্গা মাটির হলেই কেবল থুথু নিক্ষেপ করে তা মাটিতে পুঁতে ফেলা যায়। এরূপ অবস্থা বর্তমানে খুব বিরল।

حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّفْلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

১১২১। শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু ফেলা সম্পর্কে আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বলেছেন ঃ মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা গোনাহর কাজ। আর ঐ থুথু পুঁতে ফেলা হলো ঐ গোনাহর কাফ্ফারা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِى مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِى الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ

১১২২। আবু যার (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের সমস্ত আমল বা কাজ-কর্ম (ভাল-মন্দ উভয়ই) আমার সামনে পেশ করা হয়েছিলো। আমি দেখলাম তাদের সমস্ত উত্তম কাজের মধ্যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীকরণও একটি উত্তম কাজ। আর আমি এও দেখলাম যে তাদের খারাপ আমল বা কাজসমূহের মধ্যে মসজিদের মধ্যে কাশি বা থুথু ফেলা এবং তা দাফন না করাও একটি খারাপ আমল বা মন্দ কাজ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ

১১২৩। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ শাখ্খীর তার পিতা আবদুল্লাহ শাখ্খীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এর পিছনে নামায পড়েছি। আমি দেখলাম তিনি কাশি ফেলে তা জুতা দিয়ে ডলে (মাটির সাথে মিশিয়ে) দিলেন।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে বুঝা যায় সেই সময় মসজিদ কাঁচা ছিল। তাই জুতা দিয়ে ডলে কাশি মাটির সাথে মিটিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু মসজিদ পাকা ঘর হলে কাশি বা থুথু রুমালে না মুছে কোন উপায় থাকে না।

وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى

১১২৪। আবুল 'আলা ইয়াযীদ ইবনে 'আবদুল্লাহ শাখ্‌খীর তার পিতা 'আবদুল্লাহ শাখ্‌খীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবীর (সা) সাথে নামায পড়েছেন। তিনি দেখেছেন, নবী (সা) কাশি ফেলেছেন এবং তা বাঁ পায়ের জুতা দিয়ে ডলে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

জুতা পরে নামায পড়া জায়েয।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم

১১২৫। আবু মাসলামা সায়ীদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কি জুতা পরে নামায পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ হাঁ।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জুতা ও মোজা পরে নামায পড়া জায়েয। তবে জুতা বা মোজার সাথে কোন নাপাক বস্তু লেগে না থাকা চাই।

حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد بن العوام حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله

১১২৬। আবুর রাবী যাহ্‌রানী আব্বাদ ইবনুল আউয়াল ও আবু মাসলামা সাঈদ ইবনে ইয়াযীদের মাধ্যমে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলাম। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

ছবি বা নক্‌শা অংকিত কাপড় পরে নামায পড়া মাকরূহ।

حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ح قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ

لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هٰذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ

১১২৭। আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন নবী (সা) একথানা নকশা অংকিত কাপড় পরে নামায পড়লেন। এবং (নামায শেষে) বললেন, এই কাপড়ের নকশা ও কারুকার্য আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছে। এটা নিয়ে আবু জাহমের কাছে যাও এবং তাঁর কম্বল আমাকে এনে দাও।

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي

১১২৮। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একখানা নকশা ও কারুকার্য করা চাদর পরে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। নামাযের মধ্যে তিনি এর নকশার প্রতি দেখতে থাকলেন। (অর্থাৎ কাপড়খানার নকশা ও কারুকার্য নামাযে তার একাগ্রতা নষ্ট করে দিলো।) তাই নামায শেষে তিনি বললেন ঃ এ চাদরখানা নিয়ে আবু জাহম ইবনে হুযাইফার কাছে যাও। আর আমাকে তার কম্বলখানা এনে দাও। কারণ এ চাদরখানা এইমাত্র নামাযের মধ্যে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যেসব কাপড় বা পোশাকে এমন নকশা যা কারুকার্য থাকে যা নামাযরত ব্যক্তির একাগ্রতা নষ্ট করে সেসব কাপড় পরিধান করে নামায পড়া ঠিক নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا

১১২৯। আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (সা)-এর একখানা নকশা করা চাদর ছিলো। এই চাদর পরে নামায পড়তে তাঁর মন সেদিকে আকৃষ্ট হতো। সুতরাং তিনি উক্ত চাদর আবু জাহমকে দিয়ে তাঁর সাদামাটা চাদরখানা নিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

সামনে খাবার রেখে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামায পড়া এবং বায়ু নিঃসরণ বা অনুরূপ কোন কিছু দমন করে নামায পড়া মাকরূহ।

أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ

১১৩০। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ রাতের খাবার প্রস্তুত। এমন অবস্থায় যদি নামাযের ইকামতও দেয়া হয় তাহলে প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে।

حدثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

১১৩১। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ খাবার যদি সামনে হাজির করা হয় আর মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেলেও নামায পড়ার পূর্বেই খাবার দিয়ে শুরু করো। (অর্থাৎ প্রথমে খাবার খেয়ে নাও এবং তারপর নামায পড়ো)। খাবার রেখে নামাযের জন্য ব্যস্ত হয়োনা।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ

১১৩২। ইবনে উয়াইনা যুহরীর মাধ্যমে আনাস থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ইবনে নুমায়ের হাফস ও ওয়াকী থেকে হিশাম, তাঁর পিতাও ‘আয়েশার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

১১৩৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার এসে গিয়েছে এখন নামাযও দাঁড়িয়ে গিয়েছে এমন অবস্থা হলে সে খাবার দিয়েই শুরু করবে। (অর্থাৎ প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে।) আর খাবার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামাযের জন্য ব্যস্ত হবে না।

وحدثنا مُحَمَّدُ

بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

১১৩৪। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মুসায়বা আনাস ইবনে আইয়াদের মাধ্যমে মূসা ইবনে 'উকবা থেকে। হারুন ইবনে 'আবদুল্লাহ হাম্মাদ ইবনে মাস'আদার মাধ্যমে ইবনে জুরাইজ থেকে এবং সাল্‌ত ইবনে মাসউদ সুফিয়ান ইবনে মূসার মাধ্যমে আইয়ুব থেকে তারা সবাই আবার নাফে ও 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّانَةً وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَالَكَ لاَ تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ قَالَتْ أَيْنَ قَالَ أُصَلِّي قَالَتِ اجْلِسْ قَالَ إِنِّي أُصَلِّي قَالَتِ اجْلِسْ

غُدَرُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاصَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَاوَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

১১৩৫। ইবনে আবু 'আতীক (আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) আমি এবং কাসেম (ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর) 'আয়েশার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করলাম। তবে কাসেম বর্ণনায় অধিক ভুল-ত্রুটি করতেন। তিনি ছিলেন উম্মে ওয়ালাদ বা দাসীর পুত্র। 'আয়েশা তাকে বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমার এই ভাতিজা (আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর) যেভাবে বর্ণনা করছে তুমি সেভাবে বর্ণনা করছো না কেন। তবে আমি জানি এরূপ কি করে হয়েছে। ('আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ শিক্ষা দিয়েছে, তার মা তাকে আর তোমাকে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ) শিক্ষা দিয়েছে তোমার মা। একথা শুনে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং 'আয়েশার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করলেন। এরপর আয়েশার খাবার (দস্তরখান আসা (প্রস্তুতি) দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আয়েশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ? তিনি (কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ) বললেন, আমি নামায পড়বো। আয়েশা বললেন ঃ বসো! তিনি আবারও বললেন, আমি এখন নামায পড়বো। তখন আয়েশা বললেন ঃ বসো, অকৃতজ্ঞ কোথাকার। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি খাবার হাজির হলে কোন নামায পড়া চলবে না। কিংবা পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়েও নামায পড়া চলবে না।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, খাবার সময় হলে খাবার রেখে নামায পড়া কিংবা পায়খানা ও পেশাবের বেগ নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। কারণ ক্ষুধিত অবস্থায় খাবার রেখে নামায পড়তে দাঁড়ালে সেদিকে মন আকৃষ্ট হয়ে যেমন নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে। তেমনি পায়খানা ও পেশাবের বেগ দমন করে নামায পড়তে দাঁড়ালেও একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে।

হযরত 'আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের কথায় তাকে 'অকৃতজ্ঞ কোথাকার' বলে ধমক দেয়ার যথার্থতা হলো। তিনি তাঁর ফুফু ও মুরুব্বী। আর তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের মৃত্যুর পর তিনিই ভরণ-পোষণ করেছিলেন। উপরন্তু হযরত 'আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হলেন উম্মুল মুমিনীন বা মু'মিকুলের মা। সে হিসেবেও তিনি তার আদেশদাতা, উপদেশ প্রদানকারী ও তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। এক্ষেত্রে কেউ যদি তার কথায় রাগান্বিত হয় এবং বে-আদবী করে বসে তাহলে তাকে অকৃজ্ঞ বলা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ

১১৩৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ূব, কুতাইবা ইবনে সাঈদ ও ইবনে হুজার ইসমাঈল ইবনে জাফর, আবু হারযাতুল কাস্, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আতীক ও 'আয়েশার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই হাদীসে তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ সম্পর্কিত ঘটনাটি বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

কেউ রশুন, পিঁয়াজ, গো-রশুন বা স্বাদে ও গন্ধে অনুরূপ কিছু খেলে মুখের গন্ধ বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত তার মসজিদে যাওয়া নিষেধ এবং তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার আদেশ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ فِي غَزْوَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ

১১৩৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এসব গাছের কোন একটি খায় অর্থাৎ রশুন বা অনুরূপ স্বাদ ও গন্ধের কোন কিছু খায় সে যেন মসজিদে না আসে। সুহাইর তার বর্ণনাতে "কোন একটি যুদ্ধের" কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি খায়বার যুদ্ধের কথা নাম নিয়ে উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ এ হাদীসে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কেউ রশুন, পিঁয়াজ বা অনুরূপ কটুগন্ধযুক্ত কোন বস্তু খেলে তার মসজিদে যাওয়া নিষেধ। এক্ষেত্রে অধিকাংশ উলামা এ মতটিই পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এসব জিনিস খেয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা নিষেধ। কেননা, একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ "সে যেন আমার মসজিদে না আসে।" অধিকাংশ উলামা যে মত পোষণ করেছেন তার পক্ষে দলীল হলো। নবী (সা) বলেছেন ঃ সে যেন মসজিদে না যায়। সুতরাং সাধারণভাবে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে বলেই কোন মসজিদেই যাওয়া যাবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي الثُّومَ

১১৩৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ এসব সবজি অর্থাৎ রশুন ইত্যাদি খেলে (মুখ থেকে) তার গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন আমার মসজিদের কাছে না আসে।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا

১১৩৯। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রশুন খাওয়া সম্পর্কে আনাস (ইবনে মালিক) রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে বা যারা এসব সবজি (জাতীয় গাছ) খায় সে বা তারা যেন আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামায না পড়ে।

وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم

১১৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এসব গাছ অর্থাৎ সব্জি খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে এবং রশুনের গন্ধ দ্বারা আমাদেরকে কষ্ট না দেয়।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس

১১৪১। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) পিঁয়াজ-রশুন ও গোরশুন (স্বাদে ও গন্ধে পিঁয়াজের মত) খেতে নিষেধ করেছেন– কিন্তু কোন এক সময় আমরা প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে তা খেলে তিনি বললেন ঃ কেউ এইসব দুর্গন্ধযুক্ত গাছ (সব্জি) খেলে সে যেন আমার মসজিদের নিকটে না আসে। কেননা মানুষ যেসব জিনিসে কষ্ট পায় ফেরেশতারাও সেসব জিনিসে কষ্ট পায়।

وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا

أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي

১১৪২। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (আবুত্ তাহেরের 'আন্না জাবেরাবনা আবদিল্লাহ ক্বালা" এবং হারমালার বর্ণনায় "আল্লা জাবেরাবনা আবদিল্লাহ যা'আমা" উল্লেখিত হয়েছে।) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রশুন বা পিঁয়াজ খায় তার উচিত আমাদের থেকে দূরে থাকা অথবা আমাদের মসজিদ থেকে সরে থাকা কিংবা বাড়ীতে বসে থাকা। কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কাছে শাক সবজি ভর্তি একটি ডেকচি আনা হলে তিনি তাতে খাবার গন্ধ দেখে তাতে কি আছে জানার জন্য জিজ্ঞেস করলেন। তাতে কি ধরনের সবজি আছে তাকে তা জানানো হলে তিনি তখন তার কোন সাহাবার কাছে তা নিয়ে যেতে বললেন। একথা জেনে সাহাবাও তা খাওয়া পছন্দ করলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি খেতে পার। কারণ আমি যার সাথে কথা বলি তোমাকে তো তার সাথে কথা বলতে হয় না।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد

عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

১১৪৩। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে এই রশুন জাতীয় সবজি খাবে– কোন কোন সময় আবার তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রশুন বা গো-রুশুন (এক প্রকার বন্য পিঁয়াজ বা রশুন) খাবে সে যেন আমার

মসজিদের কাছেও না আসে। কেননা মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায় ফেরেশতারাও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ

১১৪৪। ইবনে জুরাইজ একই সনদে (অর্থাৎ 'আতা ও জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এসব সবজি জাতীয় গাছ অর্থাৎ রশুন খাবে সে যেন আমার মসজিদে– আমার কাছে না আসে। তবে তিনি (ইবনে জুরাইজ) তার বর্ণিত হাদীসে পিঁয়াজ ও গো-রশুনের কথা উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا

১১৪৫। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খায়বার দূর্গ বিজিত হলো। আমরা এখনো ফিরে আসি নাই। ইতিমধ্যে আমরা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণ ওই সবজি অর্থাৎ রশুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কারণ লোকজন সবাই ছিলো ক্ষুধিত। এরপর আমরা মসজিদে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) রশুনের গন্ধ পেয়ে বললেন ঃ যে ব্যক্তি এই কদর্য গাছ তথা সবজি খাবে সে যেন মসজিদে আমাদের নিকটেও না আসে। একথা শুনে সবাই বলতে শুরু করলো, রশুন হারাম হয়ে গিয়েছে। রশুন হারাম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নবী (সা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে

লোক সকল, আমার জন্য আল্লাহ তাআলা যা হালাল করে দিয়েছেন তা হারাম করার ক্ষমতা আমার নাই। তবে রশুন এমন একটি সবজি (গাছ) যার গন্ধ আমি অপছন্দ করি।

حَدَّثَنَا هَرُونُ

بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ فَرُحْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا

১১৪৬। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পিঁয়াজের ক্ষেতে গেলেন। সাথে তাঁর সাহাবাও ছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা ঐ ক্ষেতের পিঁয়াজ খেলেন এবং অবশিষ্ট সাহাবাগণ খেলেন না। এরপর আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গেলাম। কিন্তু যারা পিঁয়াজ খেয়েছিলো না তিনি তাদেরকে প্রথমে কাছে ডেকে নিলেন। আর অন্যদেরকে (যারা পিঁয়াজ খেয়েছিলো) পিঁয়াজের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত কাছে ডাকলেন না।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিঁয়াজ ও রশুন খাওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) দুর্গন্ধ অপছন্দ করতেন। তাই তিনি পিঁয়াজ, রশুন বা অনুরূপ গন্ধ বিশিষ্ট কিছু খাওয়া পছন্দ করতেন না। তবে অনেক 'উলামার মতে সিদ্ধ করা পিঁয়াজ-রশুন খেলে মুখে দুর্গন্ধ হয় না তাই সিদ্ধ করে বা রান্না করে খাওয়া জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَـٰذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ
بِيَدِي هَـٰذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ أَعْدَاءُ اللّٰهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ
بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ
فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ يَا عُمَرُ
أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي
بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ وَإِنِّي
إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ
شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هٰذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا
طَبْخًا

১১৪৭। মা'দান ইবনে আবু তালহা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক জুম'আর দিনে 'উমার ইবনুল খাত্তাব বক্তৃতা করলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি নবী (সা) ও আবু বকরের কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন একটি মোরগ আমাকে তিনটি ঠোকর দিলো। আমি মনে করি এ স্বপ্নের অর্থ আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিছু সংখ্যক লোক বলছে আমি যেন পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাই। (কিন্তু আমি যদি তা করতে সময় না পাই তাহলেও কোন ক্ষতি নাই) কেননা, (আমি বিশ্বাস করি) মহান আল্লাহ এই দ্বীনকে এবং তার খিলাফত ব্যবস্থাকে বরবাদ করবেন না। কিংবা যা দিয়ে তিনি তার নবী (সা)-কে পাঠিয়েছেন তাও ব্যর্থ করে দিবেন না। খুব শীঘ্রই যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকালের সময় পর্যন্ত যাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন তাদের এই ছয়জনের মধ্য থেকে (মুসলমানদের) পরামর্শের ভিত্তিতে খিলাফতের ব্যাপারে ফয়সালা হবে। আমি জানি কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। আমি তাদের এ জন্য আমার নিজের এই হাতে শাস্তি দিয়েছি।

এরপরে আবারও যদি তারা অনুরূপ কাজ করে (এ ব্যাপারে ইসলামের বদনাম করে) তাহলে তারা আল্লাহর শত্রু, কাফের ও গোমরাহ। এছাড়া আরো একটি বিষয় আছে আমার পরে আমার দৃষ্টিতে 'কালালা বা উত্তরাধিকারীবিহীন লোকের পরিত্যক্ত সম্পদের বিষয় ছাড়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয়ই রেখে যাচ্ছি না। (জেনে রেখো) আমি কালালা বা উত্তরাধিকারীবিহীন লোকের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যত বেশি জিজ্ঞেস করেছি অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে এত জিজ্ঞেস করি নাই। আর তিনিও এ বিষয়ে আমাকে যত কঠোরভাবে বলেছেন আর কোন বিষয়েই তত কঠোরভাবে বলেননি। এমনকি তিনি আমার বুকের ওপর তার আঙ্গুল ঠেসে ধরে বলেছেন ঃ হে উমার, সূরা নিসার শেষের যে আয়াতটি গ্রীষ্মকালে নাযিল হয়ছিলো (এ ব্যাপারে) সে আয়াতটিই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকি তাহলে এ বিষয়ে (কালালা) এমন একটি ফয়সালা করতাম যা প্রত্যেকের মনের মত হতো। চাই সে কুরআন মজীদ পড়ে থাকুক বা না পড়ে থাকুক। তিনি (হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমাকে বিভিন্ন জনপদের উমারাদের (শাসনকর্তা) ব্যাপারে সাক্ষী করে বলছি, আমি তাদের এ উদ্দেশ্যে ঐ সব এলাকার লোকদের শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছি যে তারা (উমারা) লোকদের দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষাদান করবে, নবীর সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত করবে এবং "ফাই" বা যুদ্ধের ময়দানে বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ (সঠিকভাবে) বন্টন করে দিবে। আর তাদের কোন ব্যাপার কঠিন বা সমস্যাপূর্ণ হলে তা আমার কাছে জেনে নেবে। হে লোকজন, আরেকটি কথা হলো, তোমরা দুইটা (সবজি জাতীয়) গাছ খেয়ে থাকো; অর্থাৎ পিঁয়াজ ও রশুন। আমি এ দুইটি জিনিসকে অরুচিকর বলে মনে করি। আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে কোন লোকের মুখ থেকে এ দুটি জিনিসের গন্ধ পেলে তাকে বের করে দিতে আদেশ করতেন। আর তাদেরকে বাকীর দিকে বের করে দেয়া হতো। তবে কেউ এ দুটি জিনিস (পিঁয়াজ ও রশুন) খেতে চাইলে যেন রান্না করে গন্ধ দূর করে নেয়।

টীকা ঃ হযরত উমার (রা) যে ছয়জন সাহাবার মধ্য থেকে একজনকে পরামর্শের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত করতে বলেছিলেন তারা সবাই "আশরায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত। এই ছয়জন সাহাবা ছিলেন ঃ হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়ের (রা), হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ (রা)। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) 'আশরায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয় হওয়ার কারণে খোদাভীতির ভিত্তিতে তিনি তাকে এর মধ্যে শামিল করেননি। আর নিজের পুত্র হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকেও একই কারণে শামিল করেননি।

'সূরা নিসার শেষের দিকের যে আয়াতটি গ্রীষ্মকালে নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে সে আয়াতটিই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?' এ কথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা নিসার যে আয়াতটির প্রতি ইংগিত করেছেন সেটি হলো ঃ ইয়াস্‌তাফ্‌তুনাকা, কুলিল্লাহু ইউফ্‌তীকুম ফিল কালালাহ। ইনিম্‌রুয়ুন হালাকা লাইসা লাহু ওয়ালাদুন ওয়া লাহু উখতুন ফালাহা নিসফু মা তারাক ওয়া হুয়া ইয়ারিসুহা ইল্‌লাম্ ইয়াকুন লাহা ওয়ালাদ.....। অর্থাৎ লোকে তোমার কাছে কালালাহ বা নিঃসন্তান ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে জানতে চায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন ঃ কোন নিঃসন্তান লোক যদি মারা যায় আর একটি বোন রেখে তাহলে ঐ বোন তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক লাভ করবে। আর বোনের কোন সন্তান না থাকলে সেও তার ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হবে। (সূরা নিসা, আয়াত-১৭৬)

এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, মুখে দুর্গন্ধ বা অন্য কোন প্রকার গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসা কতখানি অপছন্দনীয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১১৪৮। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ইসমাঈল ইবনে উলাইয়ার মাধ্যমে সাইদ ইবনে আবু আরূবা থেকে এবং যুহায়ের ইবনে হারব ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম উভয়েই শাবাবা ইবনে সাওয়ার ও শু'বার মাধ্যমে একই সনদে কাতাদা থেকে (পূর্ব-বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করার নিষেধাজ্ঞা। এরূপ কোন অনুসন্ধানকারীকে দেখলে যা বলতে হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

১১৪৯। শাদ্দাদ ইবনে হাদের আজাদকৃত ক্রীতদাস আবু 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ কোন লোককে মসজিদের মধ্যে হারানো কোন জিনিস তালাশ করতে দেখলে (অর্থাৎ জোরে জোরে চিৎকার করে তা তালাশ করলে) যেন বলে ঃ আল্লাহ করুন! তোমার জিনিস যেন তুমি না পাও। কারণ, মসজিদ তো এই উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়নি।

টীকা ঃ মসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত হয়ে থাকে। ঘোষণা দিয়ে কোন জিনিস তালাশ করা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ يَقُولُ

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

১১৫০। যুহাইর ইবনে হারব মুকরী ও হায়াতের মাধ্যমে আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি শাদ্দাদের আজাদকৃত দাস আবু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু 'আবদুল্লাহ আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন। তিনি, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। এতটুকু পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحدثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

১১৫১। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বুরাইদা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস তালাশ করলো। সে বললো ঃ লোহিত বর্ণের উটের প্রতি কে আহ্বান জানালে? একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ তুমি যেন তোমার হারানো জিনিস না পাও। কেননা মসজিদ তো মসজিদের কাজের জন্য বানানো হয়েছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

১১৫২। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বুরাইদা) বলেছেন ঃ নবী (সা) নামায পড়া শেষ হলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, লোহিত বর্ণের উটের কথা কে বললে? এ কথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ তুমি যেন তা (তোমার হারানো বস্তুটি) না পাও। কারণ মসজিদ মসজিদের কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের মধ্যে উচ্চস্বরে কোন কথা বলা মাকরূহ। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই কেউ কেউ মসজিদে বসে চোট বাচ্চাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও আপত্তি করেছেন, যদিও তা ঠিক নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا . قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ

১১৫৩। 'আলকামা ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বুরাইদা) বলেছেন, একদিন নবী (সা) ফজরের নামায পড়ার পর এক গ্রাম্য আরব এসে মসজিদের দরজায় তার মাথা গলিয়ে দিলো। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে শায়বা) আবু মিসান ও সাওরী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয় বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করলেন।

সনদ ঃ ইমাম মুসলিমের মতে, মুহাম্মাদ ইবনে শায়বা হলো শায়বা ইবনে নু'আমা ও আবু নু'আমা। কুফাবাসী মিস্‌আর, হুশাইম, জারীর এবং আরো অনেকে তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

নামায পড়তে ভুল করলে সাহু সিজদা করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

১১৫৪। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন নামাযে দাঁড়াও তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে সন্দেহও দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি সে কয় রাকআত নামায পড়লো তাও স্মরণ করতে পারে না। তোমরা কেউ এরূপ অবস্থা হতে দেখলে যেন বসে বসেই দুটি (অতিরিক্ত) সিজদা করে নাও।

টীকা ঃ নামাযের মধ্যে ভুল করলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে। তা এই হাদীস থেকে বুঝা যায়। সিজদায়ে সাহুতে দুটি সিজদা করতে হবে তাও এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তবে সিজদা দুটি কখন করতে হবে তা এ হাদীসে বলা হয়নি। তবে সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে এখানে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হাদীস (হাদীসটির অনুবাদ পরে আসছে) থেকে জানা যায় যে সালাম ফিরানোর পূর্বেই সিজদা দুটি করতে হবে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১১৫৫। আমর নাকিদ ও যুহাইর ইবনে হারব সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে এবং কুতাইবা ইবনে সাঈদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে রুমহ্ লাইস ইবনে সাদের মাধ্যমে যুহরী থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

১১৫৬। আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযের আযান শুরু হলে শয়তান পিঠ ফিরে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে এবং এত দূরে চলে যায় যে, আর আযান শুনতে পায় না। অতঃপর আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। কিন্তু যে সময় তাকবীর দেয়া হয় তখন পুনরায় পিঠ ফিরে পালায়। কিন্তু তাকবীর শেষ হলে আবার ফিরে আসে এবং মানুষের (মুসল্লী) মনে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে বলে। অমুক কথা এবং অমুক কথা স্মরণ করো যেসব কথা কখনো তার স্মরণ করার নয়। অবশেষে সে (মুসল্লী) কত রাকআত পড়লো তা স্মরণ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তোমরা কেউ যখন স্মরণ করতে পারবে না কত রাক'আত পড়েছো তখন বসে বসেই দুটি সিজদা করবে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ

১১৫৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে সময় নামাযে তাকবীর বলা হয় সে সময় শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে দৌড়ে পালায়। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে এতে এতটুকু কথা অধিক বর্ণনা করলেন যে, সে (শয়তান) তাকে উৎসাহিত করে, আশান্বিত করে এবং যা সে কখনো স্মরণ করতো না তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ

১১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত নামায পড়লেন। (দ্বিতীয় রাক'আতে) তিনি না বসে উঠে দাঁড়ালে লোকজন সবাই তার সাথে সাথে উটে দাঁড়ালো। তিনি নামায শেষ করলে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. নামায প্রায় শেষ করলে) আমরা তার সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় ছিলাম। এই সময় তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বেই বসে বসে দুটি সিজদা করলো। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন।

টীকা ঃ সিজদায়ে সাহু যে নামাযের পূর্বে বসে বসে করতে হবে এবং দুটি সিজদা করতে হবে তা এ হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَانَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ

১১৫৯। বনী 'আবদুল মুত্তালিবের মিত্র আসাদ গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা আসাদী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামাযে (দুই রাক'আতের পর) না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করে অর্থাৎ নামাযের শেষ পর্যায়ে তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে ভুলে যাওয়া বৈঠকের পরিবর্তে বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন এবং প্রতিটি সিজদাতেই তাকবীর বললেন। লোকজন সবাই তার সাথে সাথে সিজদা দুটি করলো।

وحدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ فَمَضَى

فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

১১৬০। 'আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা আযদী থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন) ঃ একদিন নামাযরত অবস্থায় যে দুই রাকআত পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বসতে মনস্থ করছিলেন সে স্থানে তিনি না বসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি নামায পড়লেন। অবশেষে নামাযের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করলেন এবং তারপর সালাম ফিরালেন।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ

ابْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ

فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ

سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ

كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

১১৬১। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিন রাকআত পড়া হলো না চার রাকআত পড়া হলো– নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকআত পড়েছে বলে নিশ্চিত হবে সেই কয় রাকআতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে। এরপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করবে। (এখন) সে যদি আগে পাঁচ রাকআত পড়ে থাকে তাহলে এ দুই সিজদা দ্বারা তার নামাযের জোড়া পূর্ণ হয়ে (ছয় রাকআত হয়ে) যাবে। আর যদি তার নামায চার রাকআত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সিজদা দুটি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ

১১৬২। আহমাদ ইবনে 'আবদুর রাহমান ইবনে ওয়াহাব তার চাচা 'আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, দাউদ ইবনে কায়েস ও যায়েদ ইবনে আসলামের মাধ্যমে একই (পূর্ব বর্ণিত) সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সুলাইমান ইবনে বেলালের মতই বর্ণনা করেছেন যে, সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করবে।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

১১৬৩। আল্‌কামা থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়লেন। বর্ণনাকারী ইবরাহীমের বর্ণনা মতে এই নামাযে তিনি কিছু কম বা বেশী করে ফেললেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের ব্যাপারে কি নতুন

কোন হুকুম দেয়া হয়েছে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, নতুন হুকুম আবার কেমন? তখন সবাই বললো ঃ আপনি নামাযে এরূপ-এরূপ করেছেন। এ কথা শুনে তিনি পা দুখানি ভাঁজ করে কিবলামুখী হয়ে বসলেন এবং দুটি সিজদা করে তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর আমাদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ নামাযের ব্যাপারে কোন নতুন হুকুম আসলে আমি তোমাদেরকে জানাতাম। (এটা তেমন কিছু নয়) বরং আমি তো মানুষ বৈ কিছু নই। তোমাদের যেমন ভুল হয় আমারও তেমন ভুল হয়। সুতরাং আমি যদি কোন কিছু ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। আর নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো কোন সন্দেহ হলে চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে যেটি সঠিক বলে মনে হবে সেটিই করবে এবং এর ওপর ভিত্তি করে নামায শেষ করবে। অতঃপর দুটি সিজদা করবে।

حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ

১১৬৪। আবু কুরাইব ইবনে বাশারের মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম ওয়াকীর মাধ্যমে, উভয়ে আবার মিসআরের মাধ্যমে মনসুর থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে বাশারের বর্ণনায় 'ফাল্ ইয়ানযুর আহ্‌রা যালিকা লিসসাওয়াবে' এবং ওয়াকীর বর্ণনায় "ফাল ইয়াতাহাররিস সাওয়াবা' কথাটি উল্লেখিত আছে।

وحَدَّثَنَاه عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ

১১৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে 'আবদুর রহমান দারেমী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হাস্‌সান ওউহাইব ইবনে খালেদের মাধ্যমে মনসুর থেকে একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মানসুর বলেছেন ঃ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সঠিক ধারণাটি গ্রহণ করতে হবে।

حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ

১১৬৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ উমাওবীর মাধ্যমে একই সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ চিন্তা-ভাবনা করে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

১১৬৭। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ও শু'বার মাধ্যমে একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (মানসূর) বলেছেন ঃ চিন্তা-ভাবনা করে যেটি সঠিক সিদ্ধান্তের কাছাকাছি সেটি গ্রহণ করবে।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ

১১৬৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ফুদাইল ইবনে আইয়াদের মাধ্যমে মানসুর থেকে একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মনসুর বলেছেন ঃ চিন্তা-ভাবনা করে যেটি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করবে সেটিই গ্রহণ করবে।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ هٰؤُلَاءِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ

১১৬৯। ইবনে আবু 'উমার 'আবদুল 'আযীয ইবনে 'আবদুস সামাদের মাধ্যমে মানসুরের নিকট থেকে তাদের সবার বর্ণিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মানসুর বলেছেন ঃ চিন্তা-ভাবনা করে তার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

১১৭০। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন নবী (সা) যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন তখন তাঁকে

জিজ্ঞেস করা হলো, নামাযে রাকআতের সংখ্যা কি বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ এ আবার কেমন কথা? তখন সবাই বললো, আপনি তো নামায পাঁচ রাক'আত পড়লেন। একথা শুনে তিনি দুটি সিজদা করলেন।

وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن

الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين

১১৭১। ইবনে নুমায়ের ইবনে ইদরীস ও হাসান ইবনে উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বলেছেন ঃ একদিন আলকামা নামাযে ইমামতি করলেন। অন্য সনদে উসমান ইবনে আবু শায়বা জারীর ও হামান ইবনে উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ) বলেছেন ঃ একদিন আলকামা আমাদের সাথে নামায পড়তে যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লেন। সালাম ফিরানোর পর লোকজন তাকে বললো, হে আবু শিবল (আলকামার উপনাম) আপনি নামায পাঁচ রাকআত পড়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কখনো এরূপ করি নাই। কিন্তু লোকজন সবাই আবারও বললো, হাঁ, আপনি এরূপ করেছেন। ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ বলেছেন, আমি তখন বালক ছিলাম এবং সবার থেকে দূরে এককোণে ছিলাম আমিও বললাম হাঁ, আপনি নামায পাঁচ রাকআত পড়েছেন। তিনি তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ওরে কানা, তুমিও তাই বলছো! আমি বললাম

ঃ হাঁ। ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ বলেন, তখন তিনি ঘুরে দুটি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরানোর পরে বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক নামায পড়তে পাঁচ রাকআত পড়লেন। নামায শেষে তিনি ঘুরলে লোকজন পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকলো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সবাই বললো, হে আল্লাহর রাসূল, নামাযের রাকআত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ না। তখন সবাই বললো, আপনি তো নামায পাঁচ রাকআত পড়েছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুরলেন এবং দুটি সিজদা করে তারপর সালাম ফিরালেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি তোমাদের মতই মানুষ। আমিও ভুল করি যেমন তোমরা ভুল কর। ইবনে নুমায়ের তার বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অধিক বলেছেন যে, (নামাযের মধ্যে) তোমাদের কারো ভুল হয়ে গেলে সে যেন দুটি সিজদা করে।

টীকা ঃ হযরত আলকামা রাদিআল্লাহু' আনহু "ওরে কানা" বলে সম্বোধন করেছিলেন ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদকে। ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ ছিলেন অন্ধ। তিনি ছিলেন আলকামা (রা)-এর ছাত্র। তাই তিনি তাকে এভাবে সম্বোধন করেছিলেন। বয়সে ছোট হলে কি এবং মনোকষ্ট বোধ না করলে এভাবে সম্বোধন করায় কোন দোষ নেই।

وحَدَّثَنَاه عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

১১৭২। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক নামায পড়তে পাঁচ রাকআত পড়লেন। আমরা তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, নামায (এর রাক'আত সংখ্যা) কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ এ আবার কি কথা? তখন সবাই বললো, আপনি তো নামায পাঁচ রাকআত পড়েছেন। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মতই মানুষ। আমি স্মরণ রাখি যেমন তোমরা স্মরণ রাখো। আবার আমি ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। এরপর তিনি দুটি সাহু সিজদা দিলেন।

وحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهْمُ مِنِّي فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

১১৭৩। 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি নামাযে কিছু কম বা কিছু বেশী করে ফেললেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেছেন ঃ (তিনি কম করলেন না বেশী করলেন) এই সন্দেহটা আমার নিজের। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, নামাযে কি কিছু বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? একথা শুনে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত মানুষ বৈ আর কিছু নই। আমারও তোমাদের মত ভুল হয়। সুতরাং নামাযে তোমাদের কেউ কিছু ভুলে গেলে সে যেন বসেই দুটি সিজদা করে নেয়। এ কথার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুরলেন এবং দুটি সিজদা করলেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

১১৭৪। 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) নামাযের সাহু সিজদার দুটি সিজদা সালাম ফিরিয়ে কথা বলার পর করেছিলেন।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্ষেত্র বিশেষে নামাযে সালাম ফিরিয়ে কথা বলার পর সিজদায়ে সাহু করায় কোন দোষ নেই। তবে অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরামের সিদ্ধান্ত হলো এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হুকুম নামাযে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিলো। যে সময় থেকে নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ হয়েছে তখন থেকে এ হাদীসের হুকুমও রহিত হয়ে গিয়েছে।

وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي

قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ أَحَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِى صَنَعَ فَقَالَ إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

১১৭৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়লাম। (এই নামাযে) তিনি কিছু বেশী বা কম করলেন। (হাদীসের বর্ণনাকারী) ইবরাহীম বলেছেন, আল্লাহর শপথ, এই সন্দেহ (রাসূলুল্লাহ সা. নামাযে বেশী করলেন না কম করলেন) আমার নিজের। তিনি (ইবরাহীম) বলেছেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা), নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কোন হুকুম নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন ঃ না। (নতুন কোন হুকুম নাযিল হয়নি)। তখন (নামাযে) তিনি যা করেছেন আমরা তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি নামাযে কোন কিছু বেশী বা কম করে ফেলে তাহলে (সিজদায়ে সাহুর) দুটি সিজদা করবে। বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেন ঃ এর (এই কথা বলার) পর রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি সিজদা করলেন।

حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ

১১৭৬। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি। একদনি রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে দিবাভাগের দুই ওয়াক্ত নামাযের

কোন এক ওয়াক্ত নামাযে অর্থাৎ যোহর কিংবা আসরের নামায পড়লেন। কিন্তু দুই রাক্আত পড়ার পরই সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি রাগান্বিত মনে মসজিদের কিবলার দিকে স্থাপিত এক বৃক্ষ-শাখার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। এই সময় সবার মাঝে আবু বকর ও উমারও ছিলেন। কিন্তু তারা উভয়েই (এই পরিস্থিতিতে) কথা বলতে সাহস পেলেননা। জলদবাজ লোকেরা তো দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। তারা বলছিলো নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর যুলইয়াদাইন উপনামে পরিচিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসুল, নামায কি কম করে দেয়া হয়েছে– না আপনি ভুলে গিয়েছেন? একথা শুনে নবী (সা) ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যুলইয়াদাইন যা বলছে তা কি ঠিক? সবাই জবাব দিলো, হাঁ সে যা বলেছে সত্য বলেছে। আপনি তো নামায দুই রাক'আত মাত্র পড়েছেন। তখন তিনি (নবী সা) আরো দুই রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। এরপর তাকবীর বলে সিজদা করলেন এবং আবার তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। তারপর আবার তাক্বীর বলে সিজদা করলেন এবং তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বললেন, 'ইমরান ইবনে হুসাইন সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে তিনি বলেছেন, এরপর নবী (সা) সালাম ফিরালেন।

টীকা ঃ যুল-ইয়াদাইন অর্থ দুই হাত ওয়ালা। যুল্-ইয়াদাইন বনী সুলাইম গোত্রের খেরবাক ইবনে 'আমরের উপনাম। তাঁর হাত দুটি অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ার কারণে তিনি এই নামে পরিচিতি হয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

১১৭৭। আবুর রাবীয্ যাহ্রানী হাম্মাদ, আইয়ুব ও মুহাম্মাদের মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে দিবাভাগের দুই ওয়াক্ত নামাযের এক ওয়াক্ত পড়লেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়-বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

১১৭৮। ইবনে আবু আহমাদের আজাদকৃত দাস আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে 'আসরের নামায পড়ালেন। কিন্তু দুই রাক'আত পড়ার পরে সালাম ফিরালেন। যুল্-ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা), নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এসব কিছুই (নামায কমিয়ে দেয়া বা আমার ভুল করা) কিছুই হয়নি। একথা শুনে যুল-ইয়াদাইন বললো, হে আল্লাহর রাসূল, কিছু একটা অবশ্যই হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? সবাই বললো, হে আল্লাহর রাসূল, সে ঠিকই বলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের অবশিষ্ট অংশ পূরণ করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসে বসেই দুটি সিজদা (সিজদায়ে সাহু) করলেন।

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

১১৭৯। হাজ্জাজ ইবনে শা'এর হারূন ইবনে ইসমাঈল খাযযায, আলী ইবনে মুবারক, ইয়াহ্ইয়া ও আবু সালামার মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (আবু হুরায়রা বলেছেন) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরালেন। তখন বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, নামায সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন? এতটুকু বর্ণনা করার পর আবু সালামা হাদীসটি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

وحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى

عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ

১১৮০। ইসহাক ইবনে মানসুর 'উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা, শায়বান, ইয়াহ্ইয়া ও আবু সালামার মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যোহরের নামায পড়েছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) দুই রাক'আত পড়েই সালাম ফিরালে বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। এরপর তিনি (শায়বান) হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هٰذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

১১৮১। 'ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন 'আসরের নামায পড়তে তিন রাকআত পড়ার পর সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি তার বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। তখন অস্বাভাবিক দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট খিরবাক নামক এক ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, এরপর সে রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছিলেন তা বর্ণনা করলো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত মনে চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আসলেন এবং লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকটি কি ঠিক কথা বলছে? সবাই জবাব দিলো, হাঁ সে ঠিক বলেছে। তখন তিনি আরো এক রাকআত নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দুটি সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَلَّمَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ

১১৮২। 'ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)একদিন আসরের নামায পড়তে তিন রাকআত পড়ে সালাম ফিরালেন এবং নিজ কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন লম্বা দুটি হাত বিশিষ্ট এক লোক দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? একথা শুনে তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন অতঃপর যে এক রাকআত নামায তিনি ছেড়েছিলেন তা পড়ে সালাম ফিরালেন। এরপর সাহুর দুটি সিজদা করলেন এবং আবার সালাম ফিরালেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

সিজদায়ে তিলাওয়াত বা কোরআন শরীফ পাঠের সিজদা।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ

১১৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) কুরআন মজীদ পড়তেন। এ সময় তিনি এমন সব সূরাও পড়তেন যাতে সিজদার আয়াত আছে। তখন তিনি সিজদা করতেন, আমরাও তার সাথে সিজদা করতাম। এমনকি (এই সময়) আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার কপাল স্থাপনের (সিজদা করার) জায়গাটুকু পর্যন্ত পেতো না।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় কতকগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় সিজদা করতে হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) ও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এই সিজদা করা সুন্নাত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার (র) মতে এই সিজদা ওয়াযিব। তবে ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, যা সুন্নাত ইমাম আবু হানীফার (র) মতে তাই ওয়াজিব। কারণ এখানে পার্থক্য শুধু সংজ্ঞার। মূল আমলের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة

১১৮৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করলে যখন তিনি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন আমাদের সাথে নিয়ে সিজদা করতেন। এই সময় খুব ভিড় বা জটলা হতো। এমনকি আমাদের অনেকেই (কপাল স্থাপন করে) সিজদা করার মত জায়গাটুকু পর্যন্ত পেতো না। আর এ অবস্থার সৃষ্টি হতো নামাযের বাইরে।

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا

১১৮৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এক সময় সূরা 'ওয়ান নাজমে' পাঠ করে সিজদা (সিজদায়ে তিলাওয়াত) করলেন। তাঁর সংগের অন্য সকলেও সিজদা করলো। শুধু এক বৃদ্ধ ব্যক্তি (সিজদা না করে) এক মুষ্টি কুচি-পাথর উঠিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললো ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবা 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, আমি ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে পরে কাফের থাকা অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم

أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ

১১৮৬। 'আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি একবার যায়েদ ইবনে সাবিতকে নামাযে ইমামের পিছনে কিরায়াত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে যায়েদ ইবনে সাবিত বলেছিলেন ঃ নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত প্রয়োজন নেই। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে সূরা "ওয়ান্ নাজমে ইযা হাওয়া" পড়লেন। কিন্তু (সূরাটি শোনার পরও) রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদা করলেন না।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামের পিছনে কিরাআত না করার যেসব দলীল পেশ করেছেন তার মধ্যে এ হাদীসটিও একটি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا

১১৮৭। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) আবু হুরায়রা (রা) তাদের সামনে "ইযাস্‌সামাউন্ শাক্‌কাত" সূরাটি পড়লেন এবং সিজদা করলেন। সিজদা শেষে তিনি তাদেরকে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই সূরাটি পড়ে সিজদা করেছিলেন।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ

الْأَوْزَاعِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১১৮৮। ইবরাহীম ইবনে মূসা, 'ঈসা ও আওযায়ী থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না, ইবনে আবু আদী ও হিশাম থেকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর, আবু সালামা ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ

مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

১১৮৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা "ইযাস্ সামা-উন শাককাত" ও "ইকরা বি ইসমি রাব্বীকা" এই দুটি সূরায় নবীর (সা) সাথে সিজদা করেছি। (অর্থাৎ এই দুটি সূরা পাঠকালে নবী সা. সিজদা করেছেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করেছি।)

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

১১৯০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা "ইযাস্ সামা-উন শাক্কাত" এবং "ইকরা বি ইসমি রাব্বীকা" পাঠকালে সিজদা করেছেন।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১১৯১। হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াহাব, আমর ইবনে হারেস, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু জা'ফর, 'আবদুর রহমান আল আ'রাজ ও সাহাবা আবু হুরায়রার মাধ্যমে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ فَقَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا

১১৯২। আবু রাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি একদিন আবু হুরায়রার পিছনে 'ইশার নামায পড়লাম। (এই নামাযে) তিনি সূরা ইযাস্ সামা-উন্ শাক্কাত পাঠ করে

সিজদা (তিলাওয়াতের সিজদা) করলেন। (নামায শেষে) আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের জন্য এ সিজদা? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়াকালে এই সূরায় আমি সিজদা করেছি। সুতরাং তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (আমৃত্যু) আমি এ সূরা পাঠ করে সিজদা করতে থাকবো। অবশ্য হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল 'আলা (এ কথাটা কিছুটা শাব্দিক তারতম্য সহকারে বর্ণনা করে) বলেছেন ঃ আমি এ সিজদা পরিত্যাগ করবো না।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১১৯৩। 'আমরুন নাকিদ 'ঈসা ইবনে ইউনুস থেকে, আবু কামেল ইয়াযীদ ইবনে যুরাই থেকে এবং আহমাদ ইবনে আবাদা সুলাইম ইবনে আখদার থেকে এবং সবাই আবার সুলাইমান তায়মী থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে কেউই 'আবুল কাসেমের (রাসূলুল্লাহ সা.) পিছনে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ নবী (সা)-এর উপনাম আবুল কাসেম (সা)। কেননা নবীর (সা) মৃত পুত্র সন্তানদের একজনের নাম ছিল কাসেম। এ কারণে তাঁকে "আবুল কাসেম" অর্থাৎ কাসেমের পিতা উপনামে ডাকা হতো। বহু হাদীসে তার এই নাম উল্লেখ আছে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

১১৯৪। আবু রাফে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু হুরায়রাকে সূরা ইযাস্ সামা-উন শাককাত পড়ে সিজদা করতে দেখেছি। তাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। আপনি কি এই সূরা পাঠ করে সিজদা করেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুকে এ সূরা পড়ে সিজদা করতে দেখেছি। সুতরাং তার সাথে মিলিত না হওয়া

পর্যন্ত আমি এ সূরা পড়ে সিজদা করতে থাকবো। হাদীস বর্ণনাকারী শুবা বলেন ঃ আমি 'আতা ইবনে আবু মায়মুনাকে জিজ্ঞেস করলাম "আমার প্রিয়তম বন্ধু" বলতে কি আবু হুরায়রা নবী (সা)-কে বুঝিয়েছিলেন ? তিনি বললেন হাঁ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

নামাযে বৈঠক (জালসা) করার নিয়ম এবং উরুর ওপর হাত রাখার বর্ণনা ।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

১১৯৫। 'আমের ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) বলেছেন ঃ নামায পড়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৈঠক করতেন তখন বাঁ পাখানা (ডানপায়ের) উরু ও নলার মধ্যে স্থাপন করতেন, ডান পাখানা বিছিয়ে দিতেন, আর বাঁ হাতখানা বাঁ হাঁটুর ওপর এবং ডান হাতখানা ডান উরুর ওপর স্থাপন করতেন। আর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন।

حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ

১১৯৬। 'আমের ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার পিতা ('আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)

যখন দো'আ করার জন্য বসতেন তখন ডান হাতখানা ডান উরুর ওপর এবং বাঁ হাতখানা বাঁ উরুর ওপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এই সময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যমার সাথে সংযুক্ত করতেন এবং বাঁ হাতের তালু (বাঁ) হাঁটুর ওপর রাখতেন।

وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها

১১৯৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী (সা) নামায পড়ার সময় যখন বসতেন (বৈঠক করতেন) তখন হাত দুইখানা দুই হাঁটুর ওপর রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর ওপর আলতোভাবে ছড়িয়ে রাখতেন।

وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة

১১৯৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে 'তাশাহহুদ' পড়তে যখন বসতেন তখন বাঁ হাতখানা বাঁ হাঁটুর ওপর এবং ডান হাতখানা ডান হাঁটুর ওপর রাখতেন। আর (হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

১১৯৯। 'আলী ইবনে 'আব্দুর রহমান আল্-মু'আবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার আমাকে দেখলেন যে, আমি নামাযের অবস্থায় ছোট ছোট পাথর টুকরা নিয়ে অর্থহীনভাবে নড়াচাড়া করছি। নামায শেষ করে তিনি আমাকে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যেরূপ করতেন তুমিও তাই করবে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় কি করতেন? তিনি ('আলী ইবনে 'আবদুর রহমান আল-মু'আবী) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে যখন বৈঠক করতেন তখন ডান হাতের তালু ডান উরুর ওপর রেখে আঙ্গুলগুলি গুটিয়ে শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর বাঁ হাতের তালু বাঁ উরুর ওপর স্থাপন করতেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ

১২০০। ইবনে আবু 'উমার সুফিয়ান ও মুসলিম ইবনে আবু মারিয়ামের মাধ্যমে 'আলী ইবনে 'আবদুর রহমান আল-মু'আবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি।" এরপর তিনি মালেক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে তার বর্ণনায় এতটুকু কথা অতিরিক্ত আছে যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ মুসলিমের নিকট থেকে আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। পরে মুসলিম নিজেও আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
নামায শেষে সালাম কিভাবে ফিরাতে হবে?

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَنَّى عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ

فِي حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

১২০১। আবু মা'মার থেকে বর্ণিত। (তিন বলেছেন) মক্কায় একজন আমীর ছিলেন। তিনি নামাযে দুইবার সালাম ফিরাতেন (একবার ডানে এবং একবার বামে)। একথা শুনে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ সে কোথা থেকে এই সুন্নাত শিখেছে? হাকাম তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতেন।

টীকা ঃ এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ী ও উলামার মতে, সালাম ফিরানো নামাযের রুকন বিধায় ফরযের অন্তর্ভুক্ত। সালাম ফিরানো ছাড়া নামায হয় না। অধিকাংশ ইমাম ও উলামার মতে ডানে এবং বামে একবার করে মোট দুইবার সালাম ফিরাতে হবে। আলোচ্য হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইমাম মালিক ও কিছু সংখ্যক উলামার মতে একবার মাত্র সালাম ফিরাতে হবে। তবে যে সব হাদীস থেকে এর পক্ষে দলীল পেশ করা হয় তা দুর্বল।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

১২০২। 'আমের ইবনে সা'দ তার পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা'দ) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতে দেখতাম। এমনকি (তিনি এমনভাবে মুখ ঘুরাতেন যে) আমি তার গালের শুভ্র আভা দেখতে পেতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

নামাযের পরে করণীয় ঃ

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

১২০৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা তাকবীর পাঠ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ হওয়া জানতে পারতাম। (অর্থাৎ নামায শেষ হলেই

রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীর পাঠ করতেন। তখন আমরা বুঝতে পারতাম।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ

১২০৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায শেষ হওয়া তাকবীর পাঠ ছাড়া আর কিছু দ্বারা জানতে পারতাম না। 'আমর ইবনে দীনার বলেছেন ঃ আমি পরবর্তী সময়ে (আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের নিকট থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারী) আবু মা'বাদের হাদীসটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ আমি তোমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করি নাই। অথচ ইতিপূর্বে তিনিই আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

১২০৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের আজাদকৃত ক্রীতদাস আবু মা'বাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস তাকে জানিয়েছেন নবীর (সা) যুগে ফরয নামায শেষে লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বা অন্য কোন যিকর পাঠ করতো। আবু মাবাদ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস আরো বলেছেন ঃ এই উচ্চস্বর শুনেই আমি নামায শেষ হওয়ার কথা বুঝতে পারতাম।

টীকা ঃ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম নববী (র) বলেছেন যে, নামাযের পর উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করার দলীল হিসেবে প্রাচীন যুগের কিছু উলামা এই হাদীসটি পেশ করে থাকেন। পরবর্তী যুগের উলামাদের মধ্যে ইবনে হাসান জাহেরীও ফরয নামাযের পর উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলে মনে করেন। তবে

ইবনে বিতাল উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ ইমাম ও উলামা নামাযের পর উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করাকে ভাল মনে করেন না। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

নামাযে তাশাহ্‌হুদ এবং সালামের মধ্যবর্তী সময়ে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা, মসীহুদ দাজ্জাল এবং গোনাহ ও ঋণের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দো'আ করা উত্তম।

حدثنا هٰرُونُ بن سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ هٰرُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১২০৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বাইরে থেকে আমার কাছে আসলেন। তখন আমার কাছে একজন ইয়াহুদ মহিলা উপস্থিত ছিল। সে আমাকে বলতে ছিলো ঃ তুমি কি জানো কবরে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে? 'আয়েশা বলেন ঃ (ইয়াহুদ মহিলার) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি অবশ্য বললেন ঃ পরীক্ষা বা আযাব তো হবে ইয়াহুদদের। 'আয়েশা বলেন ঃ আমরা এভাবে কয়েক রাত কাটালাম। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি কি জানো আমার কাছে এই মর্মে অহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা বা আযাব দেয়া হবে। 'আয়েশা বলেন ঃ এর পরবর্তীকালে আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

وحدثني هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ

أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১২০৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এর (ইয়াহুদ মহিলার নিকট থেকে কবরের আযাব সম্পর্কে শোনা এবং এ বিষয়ে আয়াত নাযিল হওয়ার) পর আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَتْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১২০৮। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মদীনার দুইজন বৃদ্ধা ইয়াহুদিনী আমার কাছে আসলো। তারা বললো ঃ কবরে মানুষকে আযাব দেয়া হয়ে থাকে। 'আয়েশা বলেন ঃ আমি তাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম। তাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা আমার ভাল লাগলো না। পরে তারা চলে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাছে আসলে আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, মদীনার দুইজন বৃদ্ধা ইয়াহুদিনী আমার কাছে এসেছিলেন। তারা বললো, কবরে মানুষকে আযাব দেয়া হয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তারা সত্য কথাই বলেছে। কেননা কবরে মানুষকে এমন আযাব দেয়া হয় যা চতুষ্পদ জীব-জন্তু পর্যন্ত শুনতে পায়। একথা বলে 'আয়েশা বললেন ঃ এরপর আমি সব সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ قَالَتْ وَمَا صَلَّى صَلاَةً بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

১২০৯। হান্নাদ ইবনুস্ সাররী আবুল আহ্ওয়াস, আশ'আস, আশ'আসের পিতা ও 'আয়েশার মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে বর্ণিত হাদীসটিতে এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, 'আয়েশা বলেছেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই নামায পড়েছেন তখনই তাকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

حدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

১২১০। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে নামাযে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে শুনেছি।

وحدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

১২১১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন (নামাযে) তাশাহহুদ পড়ো তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করা চাই। এই বলে দো'আ করবে ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব

থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

১২১২। নবীর (সা) স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী (সা) নামাযের মধ্যে এই বলে দো'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার কাছে গোনাহ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই। আয়েশা বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো– হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে এত আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কেউ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

টীকা ঃ প্রকৃতপক্ষে হাদীসটিতে ঋণগ্রস্ত হওয়ার কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে তোমরা ঋণ করা থেকে দূরে থাকো। কেননা তা রাতে দুশ্চিন্তা এবং দিনের বেলা লাঞ্ছনার কারণ হয়ে থাকে।" কোন ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে তা পরিশোধের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর রাতের বেলাই তা বেশী হয়ে থাকে। আর দিনের বেলা পাওনাদারের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সুতরাং সে মিথ্যা কথা বলতে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

১২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহ্হুদ পাঠ করবে তখন যেন সে চারটি জিনিস থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চায়। জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অপকারিতা থেকে।

وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا

هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخِرَ

১২১৪। একই সাথে হাকাম ইবনে মূসা হিক্‌ল্ ইবনে যিয়াদের মাধ্যমে এবং আলী ইবনে খাশরাম ‘ঈসা ইবনে ইউনুসের মাধ্যমে আওযায়ী থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ‘তোমাদের কেউ যখন তাশাহহুদ পাঠ করবে।’ তারা “আখের বা শেষ তাশাহ্হুদ” শব্দটি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

১২১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কবরের ও দোযখের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

১২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে তার আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় চাও। কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। আর জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১২১৭। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ সুফিয়ান, ইবনে তাউস ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১২১৮। মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্বাদ, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা এবং যুহাইর ইবনে হারব, সুফিয়ান, আবুয যানাদ, আ'রাজ ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ

১২১৯। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (সা) কবর ও জাহান্নামের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতেন।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

১২২০। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে যেভাবে কুরআন মজীদের সূরা শিখাতেন ঠিক তেমনিভাবে এই দোআটিও শিখাতেন। দোআটি হলো ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাব্‌র, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাতা"– হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ فَقَالَ لَا قَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ لِأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ

১২২১। (ইমাম) মুসলিম বলেছেন ঃ তাউস (একদিন) তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নামায পড়ার সময় কি এই দো'আটি পড়েছো? সে বললো, 'না'। একথা শুনে তাউস বললেন ঃ তুমি পুনরায় নামায পড়ো। কারণ, তাউস তিন, চার বা তার বক্তব্য অনুসারে কম বা বেশী লোকের নিকট থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

নামাযের পরে কি পড়া উত্তম এবং কিভাবে তা পড়বে?

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ «اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

১২২২। সাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করে তিনবার ইসতিগফার করতেন এবং বলতেন "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস্‌

সালাম, তাবারাকতা যাল-জালালি ওয়াল ইকরাম" "হে আল্লাহ, তুমিই শান্তি, কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।" হাদীস বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেন- আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে ইসতিগফার করতেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন- 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ- আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ।'

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام

১২২৩। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নামাযে সালাম ফিরানোর পরে নবী (সা) ততটুকু সময় বসতেন "আল্লাহুম্মা আনতাস্‌ সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা যাল-জালালিওয়াল ইকরাম"- হে আল্লাহ, তুমিই শান্তি, কল্যাণময় এবং প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী" এই দো'আটা পড়তে যতটুকু সময় লাগে। ইবনে নুমায়েরের একটি বর্ণনায় "যালজালালি ওয়াল ইকরাম" এর স্থলে "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" উল্লেখ আছে।

وحدثناه ابن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام

১২২৪। ইবনে নুমায়ের আবু খালিদ আহমার ও 'আসেমের মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' শব্দটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন।

وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام

১২২৫। 'আবদুল ওয়ারেস ইবনে 'আবদুস সামাদ তার পিতা 'আবদুস সামাদ, শু'বা, 'আসেম, 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের মাধ্যমে 'আয়েশা থেকে এবং খালিদ আবদুল্লাহ্

ইবনে হারিসের মাধ্যমে 'আয়েশা থেকে নবী (সা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনাতে এ কথাটুকু নাই যে তিনি 'ইয়া যাল-জালালি ওয়াল ইকরাম' বলতেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

১২২৬। মুগীরা ইবনে শু'বা কর্তৃক মুক্তকৃত ক্রীতদাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আল্লাহুম্মা লা-মানিআ লিমা আতাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জাদ্দি মিনকা জাদ্দ"– আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও লা-শারীক। সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। হে আল্লাহ, তুমি যা দিতে চাও তাতে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নাই। আর যা দিতে চাও না তা দেওয়ানোর শক্তিও কারো নাই। আর কোন প্রচেষ্টাই প্রচেষ্টাকারীকে তোমার নিকট থেকে উপকার নিয়ে দিতে পারে না।

টীকা ঃ হাদীসটির শেষোক্ত কথাটির উপরে বর্ণিত অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, কোন পার্থিব সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রাচুর্য তোমার থেকে কোন উপকার নিয়ে দিতে পারে না। অর্থাৎ একমাত্র তুমিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তোমার ইচ্ছা হলেই কারো উপকার হয় আবার ক্ষতিও হয়। কোন কিছুই তোমার সিদ্ধান্তকে পালটাতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে প্রাচুর্য ও সম্পদ কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا قَالَ فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ

১২২৭। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, আবু কুরাইব ও আহমদ ইবনে সিনান, আবু মুআবিয়া, আ'মাশ মুসাইয়েব ইবনে রাফে, মুগীরা ইবনে শুবার আযাদকৃত দাস ওয়াররাদের মাধ্যমে মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে নবী (সা)-এর একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু বকর ও আবু কুরাইব তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াররাদ বলেছেন ঃ মুগীরা ইবনে শু'বা দো'আটি আমাকে বলেছেন আমি তা লিখে দিয়েছি। অতঃপর তা মু'আবিয়াকে পাঠানো হয়েছে।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبدة ابن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية « كتب ذلك الكتاب له وراد » إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر

১২২৮। আবদাহ ইবনে আবু লুবাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, মুগীরা ইবনে শু'বা কর্তৃক আযাদকৃত ক্রীতদাস ওয়াররাদ বলেছেন ঃ মুগীরা ইবনে শু'বা (আমীর) মু'আবিয়ার কাছে ওয়াররাদকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতে শুনেছি...। এরপর তিনি আবু বকর ও আবু কুরাইব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়-বস্তু বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় "ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়েন কাদীর" বাক্যটির উল্লেখ নাই, কেননা তিনি তা উল্লেখ করেন নাই।

وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا بشر يعني ابن المفضل ح قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش

১২২৯। হামেদ ইবনে 'উমার বাকরাবী বিশর ইবনে মুফাদ্দালের মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আযহারের মাধ্যমে ইবনে আওন, আবু সাঈদ ও মুগীরা ইবনে শু'বার কাতেব (সেক্রেটারী) ওয়াররাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ (আমীর)

মুআবিয়া মুগীরার কাছে লিখেছিলেন।... এরপর তিনি মানসূর ও আমাশ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اُكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

১২৩০। 'আবদাহ ইবনে আবু লুবাবা ও আবদুল মালিক ইবনে 'উমায়ের মুগীরা ইবনে শু'বার কাতেব (সেক্রেটারী) ওয়াররাদকে বলতে শুনেছেন যে, (আমীর) মু'আবিয়া মুগীরা ইবনে শু'বার কাছে পত্র লিখলেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শুনেছ এমন কিছু লিখে পাঠাও। ওয়াররাদ বর্ণনা করেন ঃ এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মুগীরা ইবনে শু'বা তাকে লিখে জানালেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামায শেষে বলতে শুনেছি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আতাইতা ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা-ইয়ানফায়ু যাল্-জাদ্দে মিনকাল জাদ্দ" অর্থাৎ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও লা-শরীক। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনিই। সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি এমন ক্ষমতাশালী যেসব কিছু করতে সক্ষম। হে আল্লাহ, তুমি যা দিতে চাও তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ নেই। আর তুমি যা দিতে চাওনা তা দেওয়ানোর শক্তিও কারো নেই। আর কোন প্রকার প্রচেষ্টাই প্রচেষ্টাকারীকে তোমার নিকট থেকে উপকার নিয়ে দিতে পারে না।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

১২৩১। আবুয যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযে সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া লা না'বুদু ইইয়াহ, লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্‌লু ওয়া লাহুস্ সানাউল হাসান, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা, ওয়া লাও কারিহাল কাফিরুন, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও লা-শারীক। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয় এবং শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তা ছাড়া আর কারো 'ইবাদত আমরা করিনা। সব নিয়ামত তার জন্য নির্দিষ্ট। মর্যাদার প্রকৃত অধিকারী তিনিই। সব উত্তম প্রশংসা তারই। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমরা নিষ্ঠার সাথে তারই ইবাদত করি, যদিও কাফেরদের তা পছন্দ নয়। আর তিনি (ইবনুয্ যুবায়ের) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পরে কথাগুলো বলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

مَوْلَى لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ

ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

১২৩২। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা 'আবদাহ ইবনে সুলায়মান, হিশাম ইবনে 'উরওয়া তাদের আযাদকৃত দাস আবুয যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন যে 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের শেষে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' বলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। অর্থাৎ ইবনে নুমায়ের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির শেষে তিনি এভাবে বলেছেন, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথাগুলো বলে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পর তাহলীল, বা আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي

أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ

১২৩৩। আবুয্ যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে এই বলে খুতবা দিতে শুনেছি যে, নামাযের শেষে সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন...। অতঃপর তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া বর্ণিত হাদীস্‌টির অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১২৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা আল-মুরাদী 'আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে সালেম ও মূসা ইবনে 'উকবার মাধ্যমে আবুয-যুবায়ের মাক্কী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবুয-যুবায়ের) শুনেছেন প্রতি ওয়াক্ত নামাযে সালাম ফিরানোর পর 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের.... হিশাম ও হাজ্জাজ বর্ণিত পূর্বের হাদীসে উল্লেখিত দো'আর অনুরূপ দো'আ করতেন। অবশ্য এই হাদীসের শেষে তিনি একথা বলেছেন ঃ বিষয়টি 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করতেন।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ» أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي

وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلاَ نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سُمَيٌّ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُكَبِّرُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ . قَالَ ابْنُ عَجْلاَنَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কুতাইবাও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ একসময় গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, সম্পদশালী লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নিয়ামতসমূহ লুটে নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কিভাবে? তারা বললেন ঃ আমরা নামায পড়ি তারাও নামায পড়ে। আমরা রোযা রাখি তারাও রোযা রাখে। কিন্তু তারা দান করে আমরা দান করতে পারি না। আর তারা দাস মুক্ত করে আমরা দাস মুক্ত করতে পারিনা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব না যা করলে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রসর লোকদের সমকক্ষ হতে পারবে? আর যারা তোমাদের পিছনে পড়ে আছে তাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে? আর তোমাদের মত কাজ না করে কেউ তোমাদের চেয়ে উত্তম হতে পারবে না। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, তা

অবশ্যই বলবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ প্রত্যেক নামাযের পরে তোমরা তেত্রিশ বার করে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদ বলবে। আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন এরপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আমরা যা করেছি আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা তা জেনে ফেলেছে। সুতরাং এখন তারাও এ কাজ করতে শুরু করেছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ তো আল্লাহর মেহেরবানী। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। কুতাইবা ছাড়া আর যারা এ হাদীসটি লাইস ও ইবনে আজলানের মাধ্যমে সুমাই থেকে বর্ণনা করেছেন তারা এতে এতটুকু কথা অধিক বলেছেন যে, সুমাই (হাদীসটির এক পর্যায়ের রাবী) বলেছেন ঃ আমি আমার পরিবারের দু'একজনের কাছে এই হাদীসটি বর্ণনা করলে তারা বললো ঃ তুমি ভুলে গিয়েছো হাদীসটি বরং এভাবে বলা হয়েছে ঃ তেত্রিশ বার তাসবীহ বর্ণনা করবে, তেত্রিশবার হামদ করবে আর তেত্রিশবার তাকবীর বলবে। সুতরাং (একথা শুনে) আমি আবু সালেহ'র কাছে গিয়ে এ বিষয়টি বললে, তিনি আমার হাত ধরে বললেন ঃ বরং তুমি বলবে আল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ মহান। তিনি পবিত্র, সব প্রশংসা তাঁর। আল্লাহ মহান। তিনি পবিত্র, সব প্রশংসা তার। এভাবে সবগুলো মোট তেত্রিশবার বলবে। ইবনে 'আজলান বলেছেন ঃ আমি রাজা ইবনে হায়ার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনিও আমাকে আবু সালেহ ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে শোনালেন।

وحدثنى أمية بن بسطام العيشى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يارسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج فى حديث أبى هريرة قول أبى صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد فى الحديث يقول سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون

১২৩৬। উমাইয়া ইবনে বুগতাম আল-ঈশা ইয়াযীদ ইবনে যুবায়ের, রাওহ্, সুহাইল তার পিতার ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গরীব মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদশালী লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নিয়ামতসমূহ লুটে নিচ্ছে। অর্থাৎ এইভাবে তিনি লাইস

থেকে কুতাইবা বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে তিনি আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে আবু সালেহ বর্ণিত হাদীসের "সুম্মা রাজাআ ফুকারাউল মুহাজিরীনা"– "অতঃপর গরীব মুহাজিররা ফিরে আসলো" কথাটা শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন? আর হাদীসটির মধ্যে তিনি এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সুহাইল বলেন, এগার বার করে সবগুলো মিলিয়ে মোট তেত্রিশবার পড়তে হবে।

وحدثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً

১২৩৭। কা'বা ইবনে 'আজরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে কিছু দো'আ আছে, যে ব্যক্তি ঐগুলো পড়ে বা কাজে লাগায় সে কখনো নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তা হলো ঃ তেত্রিশবার তাসবীহ পড়া, তেত্রিশবার তাহমীদ পাঠ করা এবং চৌত্রিশবার তাকবীর পাঠ করা।

حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ

১২৩৮। কা'ব ইবনে 'আজরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিছু দো'আ আছে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে যে ব্যক্তি ঐগুলো পড়ে বা আমল করে সে কখনও নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দো'আগুলো হলো ঃ তেত্রিশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া বা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, তেত্রিশবার তাহমীদ (আল-হামদু লিল্লাহ) পড়া বা আল্লাহর প্রশংসা করা এবং চৌত্রিশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়া বা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করা।

حدثنى محمد بن حاتم حدثنا أسباط بن محمد حدثنا عمرو بن قيس الملائى عن الحكم بهذا الاسناد مثله

১২৩৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ, 'আমর ইবনে কায়েস মালায়ী ও হাকামের মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنى عبد الحميد بن بيان الواسطى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبى عبيد المذحجى «قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

১২৪০। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের শেষে তেত্রিশবার আল্লাহর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তেত্রিশবার আল্লাহর তাহমীদ বা প্রশংসা করবে এবং তেত্রিশবার তাকবীর বা আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করবে আর এইভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু-লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়েন কাদীর" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও লা-শারীক। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম– তার গোনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মত অসংখ্য হলেও মাফ করে দেয়া হয়।

وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن سهيل عن أبى عبيد عن عطاء عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

১২৪১। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া, সুহাইল, আবু 'উবায়েদ ও আতার মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এরপর উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

তাকবীর তাহ্রীমা ও কিরায়াতের মাঝে পাঠ করার দু'আ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

১২৪২। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরু করলে তাকবীরে তাহ্রীমা বলে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন, কিরায়াত শুরু করার আগে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। এ দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনি নামাযের তাকবীরে তাহরীমা ও কিরায়াতের মাঝে যখন চুপ থাকেন তখন কি পড়েন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি তখন বলি ঃ আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা নাক্ফিনী মিন খাতাইয়ায়া কামা ইউনাক্কাস্-সাওবুল আব্ইয়াদু মিনাদ্দানাম। আল্লাহুম্মাগ্সিলনী মিন খাতাইয়ায়া বিস্সালজি ওয়াল মা-ঈ ওয়াল বারাদ। অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমার ও আমার গোনাহর মাঝে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে তুমি যে পরিমাণ দূরত্ব রেখেছ। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গোনাহ্ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমনভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার গোনাহসমূহ বরফ, পানি ও তুষারের শুভ্রতা দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ

১২৪৩। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও ইবনে নুমায়ের ইবনে ফুযায়েলের মাধ্যমে এবং আবু কামেল ও 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ উমারা ইবনে কা'কার মাধ্যমে একই সনদে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قَالَ مُسْلِمٌ وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ

১২৪৪। ইমাম মুসলিম বলেছেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাসসান এবং ইউনুস আল মুআদ-দাব ও অন্যান্য আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ ও 'আম্মারা ইবনে কা'কার মাধ্যমে আবু যার'আ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। আবু যার'আ বলেছেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি ঃ নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয় রাকআত শেষে উটে দাঁড়িয়ে "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলে শুরু করতেন। চুপ থাকতেন না। (অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকআত থেকে উঠা এবং সূরা ফাতিহা পাঠের মাঝ খানে কোন বিরতি বা ছেদ পড়তো না।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

১২৪৫। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন এক ব্যক্তি এসে নামাযের কাতারে ঢুকে পড়লো। তখন সে হাঁপাতে ছিল। এই অবস্থায় সে বলে উঠলো "আল্হামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহ্"— সব প্রশংসাই মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর অনেক অনেক প্রশংসা যা পবিত্র ও কল্যাণময়। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কথাগুলো কে বলেছো? তখন সবাই চুপ করে

রইলো। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঐ কথাগুলো যে বলেছে সে তো কোন খারাপ কথা বলেনি। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ আমি এসে যখন নামযে শরীক হই তখন আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই আমি ঐ কথাগুলো বলেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি দেখলাম, বারজন ফেরেশতা ঐ কথাগুলোকে আগে উঠিয়ে নেয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ

ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

১২৪৬। ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একব্যক্তি বলে উঠলো ঃ “আল্লাহু আকবর কাবীরান, ওয়াল্‌হামদু লিল্লাহে কাসীরান ওয়া সুবহানাল্লাহে বুকরাতাও ওয়া আসীলা”–(অর্থাৎ) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, বড়। সব প্রশংসা আল্লাহর। আর সকাল ও সন্ধ্যায় তারই পবিত্রতা বর্ণনা করতে হবে। (নামায শেষে) রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এই কথাগুলো কে বললো? সবার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমি ঐ কথাগুলো বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কথাগুলো আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কারণ কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল। ‘আবদুল্লাহ ইবনে উমার বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) এই কথাগুলো বলতে শোনার পর থেকে তার ওপর আমল করা কখনো ছাড়িনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০
গাম্ভীর্য ও প্রশান্তিসহ নামাযে শরীক হওয়া উত্তম। তাড়াহুড়া বা দৌড়াদৌড়ি করে নামাযে শরীক হওয়া নিষিদ্ধ।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم «يعني ابن سعد» عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثني حرملة بن يحيي واللفظ له أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

১২৪৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, নামায শুরু হয়ে গেলে তোমরা তাতে শরীক হওয়ার জন্য দৌড়াবে না বা তাড়াহুড়া করবেনা। বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে হেঁটে যাও। তোমাদেরকে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে। এভাবে ইমামের সাথে নামাযের যে অংশ পাবে তাই পড়বে। আর যা পাবে না তা পূর্ণ করে নেবে।

حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة

১২৪৮। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযের জন্য ইকামাত দেয়া হয়ে গেলে তোমরা দৌড়াদৌড়ি বা তাড়াহুড়া করে নামাযে এসোনা। বরং প্রশান্তিসহ গাম্ভীর্য বজায় রেখে নামাযে শরীক হও। অতঃপর ইমামের সাথে যতটা নামায পাও তা

আদায় করো। আর যতটা না পাবে তা পূরণ করে নাও। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামায পড়ার সংকল্প করে তখন সে নামাযরত থাকে বলেই গণ্য হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

১২৪৯। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস তিনি এই বলে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা (আযান দেয়া) হয় তখন তোমরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে গিয়ে নামাযে শরীক হও। এই সময় তোমাদের উচিত প্রশান্তভাব ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা। এভাবে যতটুকু জামাতের সাথে পাবে পড়বে। আর যতটুকু পাবে না তা পূরণ করে নেবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ «يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ» عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ

১২৫০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযের জন্য ইকামাত দেয়া হয়ে গেলে তোমাদের কেউ যেন দৌড়িয়ে না যায়। বরং প্রশান্তভাবে গাম্ভীর্য বজায় রেখে হেঁটে হেঁটে যেন যায়। জামায়াতে বা ইমামের সাথে যতটুকু পাবে পড়বে। আর যা না পাবে তা পূরণ করে নেবে।

حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ جَلَبَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا

১২৫১। 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা তার পিতা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এক সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি শোরগোল ও কোলাহল শুনতে পেয়ে (নামায শেষে) বললেন ঃ কি ব্যাপার! তোমরা এরূপ করলে কেন? সবাই বললো, আমরা নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ না, এরূপ করবে না। বরং তোমরা নামাযে আসার সময় শান্তভাবে আসবে এভাবে জামায়াতে নামাযের যে অংশ পাবে তা পড়ে নেবে আর যে অংশ পাবে না তা পরে পূর্ণ করে নেবে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

১২৫২। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা মু'আবিয়া ইবনে হিশাম ও শায়বানের মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ নামায আরম্ভ হয়ে গেলে জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া বা দৌড়াদৌড়ি না করার এ হুকুম ইমাম নব্বীর (র) মতে সব নামাযের জন্য প্রযোজ্য। তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করার কারণ হলো মুসলমান সর্বাবস্থায় গাম্ভীর্য এবং ভারত্ব বজায় রেখে চলবে। আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্য যাদের সৃষ্টি তারা তাদের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও হাবভাবে নিজেদেরকে হালকা বা গুরুত্বহীন প্রমাণ করবে না। বরং তার উঠাবসা ও চলা ফেরাতেও যেন সত্যিকার মুসলমানিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তার ছাপ থাকতে হবে। এ জন্য নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ক্ষেত্রে একই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে নামায শুরু হয়ে গেলেও কেউ যেন দৌড়াতে দৌড়াতে বা হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে নামাযে শরীক না হয়। বরং এক্ষেত্রেও গাম্ভীর্য ও গুরুগম্ভীর ভাব বজায় রেখে ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১
নামায শুরু হওয়ার মুহূর্তে মুসল্লীরা কখন উঠে দাঁড়াবে?

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِيَ

১২৫৩। আবু কাতদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযের ইকামাত দেয়া হলেও আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। হাদীসে 'ইযা

উকীমাত' বলা হয়েছে না 'নুদিয়া' বলা হয়েছে এ ব্যাপারে ইবনে আবু হাতেম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (অর্থাৎ হাদীসটিতে 'উকীমাত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত না। তার মতে 'উকীমাত' বা নুদিয়া এ দুটি শব্দের যে কোন একটি শব্দ বলা হয়েছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ

১২৫৪। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, মা'মার, আবু বকর, ইবনে উলাইয়া হাজ্জাজ ইবনে আবু উসমানের মাধ্যমে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবদুর রাযযাক, মা'মার ইসহাক, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম ও শায়বানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। সবাই ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাসীর, 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা তার পিতা আবু কাতাদার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইসহাক তার বর্ণনায় মা'মার ও শায়বান বর্ণিত হাদীসের 'হাত্তা তারাওনী কাদ খারাজতু'– যতক্ষণ আমাকে বের হতে না দেখ" কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

حدثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا

১২৫৫। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়কে বলতে শুনেছেন ঃ একবার নামাযের জন্য ইকামাত দেয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এসে পৌঁছার আগেই আমরা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এসে জায়নামাযে দাঁড়ালেন। তখনও তাকবীর বলা হয়নি। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু স্মরণ হলে তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা নিজনিজ স্থানে অপেক্ষা করতে থাকো। একথা বলে তিনি ফিরে গেলেন। আমরা তাঁর পুনরায় না আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। ইতিমধ্যে তিনি গোসল করে আসলেন। তখনও তাঁর মাথা থেকে পানি চুইয়ে পড়ছিলো। এবার তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলে আমাদের নামায পড়ালেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ

১২৫৬। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একবার নামাযের জন্য ইকামাত দেয়া হলে লোকজন কাতার ঠিক করে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে ইশারা করে তাদের সবাইকে বললেন ঃ তোমরা প্রত্যেকে নিজের জায়গায় অপেক্ষা করো। এরপরে তিনি গিয়ে গোসল করে আসলেন। তখন তার মাথার চুল থেকে পানি চুইয়ে পড়ছিলো। এবার তিনি সবাইকে নিয়ে নামায পড়লেন।

وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ

১২৫৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্যে নামাযের একামাত দেয়া হতো আর নবী (সা) নিজের স্থানে দাঁড়ানোর পূর্বেই লোকজন কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে যেতো।

وحدثني سلمة بن

شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال

كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام

الصلاة حين يراه

১২৫৮। জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সূর্য ঢলে পড়লেই বেলাল আযান দিতেন। কিন্তু নবী (সা) বের না হয়ে আসা পর্যন্ত এবং তাকে না দেখা পর্যন্ত তিনি ইকামাত দিতেন না। বের হয়ে আসার পর যখন তিনি তাকে দেখতেন তখনই কেবল ইকামাত দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে এক রাক'আত নামায পেল সে যেন জামায়াতের সাথেই নামায পড়লো।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن

عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة

فقد أدرك الصلاة

১২৫৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ কেউ যদি (জামায়াতের সাথে কোন নামাযের এক রাকআত পেয়ে যায় সে উক্ত নামায পেয়ে গেল।

টীকা ঃ এ হাদীসটির অর্থ তিনভাবে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি যার ওপর নামায ফরয ছিলনা। কিন্তু কোন নামাযের এক রাক'আত পর্যন্ত পড়া যেতে পারে এরূপ সময় অবশিষ্ট থাকতে যদি তার ওপর নামায ফরয হয় তাহলে সে পুরা নামাযই পেল। অর্থাৎ তাকে ঐ ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে। যেমন কোন ঋতুবতী মহিলা কোন ওয়াক্ত নামাযের শেষ মুহূর্তে ঋতু থেকে পবিত্রতা লাভ করলো। তাহলে তাকে ঐ ওয়াক্তের পুরা নামায পড়তে হবে।

দ্বিতীয়ত কেউ কোন নামাযের ওয়াক্তের শেষ মুহূর্তে নামায শুরু করলো এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে মাত্র এক রাক'আত নামায পড়তে সক্ষম হলো। সে ক্ষেত্রে এ হাদীস অনুযায়ী ধরে নেয়া হবে যে সে ওয়াক্ত থাকতেই পুরা নামায আদায় করেছে। যেমন ঃ কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এক রাকআত আদায় করতে পারলো অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায আদায় করতে সক্ষম হলো সে ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হবে যে সে সময় মতই এ দু'ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে। তৃতীয়তঃ কেউ জামায়াতে শরীক হওয়ার পর মাত্র এক রাক'আত নামায জামায়াতের সাথে পড়তে পারলো সে ক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই জামায়াতে পড়লো বলে ধরা হবে এবং সে জামায়াতে নামায পড়ার সওয়াব লাভ করবে। পরবর্তী হাদীসগুলো থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة

১২৬০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (জামায়াতে) এক রাক'আত নামায পড়তে পারলো সে পুরো নামাযই ইমামের সাথে পড়লো।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة ح قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس ح قال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي ح قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الامام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها

১২৬১। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আমরুন নাকিদ ও যুহাইর ইবনে হারব ইবনে উয়াইনার মাধ্যমে, আবু কুরাইব ইবনুল মুবারাক, ইবনে নুমায়ের তার পিতা নুমায়েরের মাধ্যমে এবং ইবনুল মুসান্না আবদুল ওয়াহ্হাবের মাধ্যমে এবং সবাই আবার উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে এবং এরা সবাই যুহরী, আবু সালামাও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে মালিকের মাধ্যমে ইয়াহ্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের কারোর বর্ণিত হাদীসেই 'মা'আল ইমাম'– 'ইমামের সাথে' কথাটি নেই। তবে উবায়দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে নবী (সা) বলেছেন ঃ "ফাকাদ আদরাকাস্ সালাতা কুল্লাহা" সে পুরো নামাযই পেয়ে গেল।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

১২৬২। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে কেউ যদি ফজরের এক রাকআত নামায পড়তে পারে তাহলে সে ফজরের নামায ঠিক সময়মতই পড়লো। আর তেমনি যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে 'আসরের এক রাকআত নামায পড়তে পারলো সে যেন ঠিক ওয়াক্তেই আসরের নামায পড়লো।

وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ

১২৬৩। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের একটি সিজদা করতে পারলো কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সিজদা করতে পারলো সেই উক্ত নামায পেয়ে গেল। আর সিজদা অর্থ রাকআত।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

১২৬৪। 'আবদ ইবনে হুমায়েদ 'আবদুর রাযযাক, মা'মার, যুহরী ও আবু সালামার মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে যায়েদ ইবনে আসলামের মাধ্যমে মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله

ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك

১২৬৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে 'আসরের এক রাকআত নামায পড়লো সে ওয়াক্ত মতই নামায আদায় করলো। আবার যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত নামায পড়লো সেও ওয়াক্ত মতই ফজরের নামায আদায় করলো।

وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الاسناد

১২৬৬। 'আবদুল আ'লা ইবনে হাম্মাদ মু'তামেরের মাধ্যমে মা'মার থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات.

১২৬৭। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) 'উমার ইবনে 'আবদুল আযীয একদিন 'আসরের নামায পড়তে দেরী করলে 'উরওয়া তাকে বললেন ঃ একদিন জিবরাইল

(আ) এসে ইমাম হয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) নামায পড়ালেন। একথা শুনে 'উমার ইবনে 'আবদুল আযীয 'উরওয়াকে বললেন ঃ উরওয়া, তুমি যা বলছো তা ভালমত চিন্তা-ভাবনা করে বলো। 'উরওয়া বললেন ঃ আমি বাশীর ইবনে আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। একদিন জিবরাইল (আ) এসে আমার ইমামতি করলেন। আমি তার সঙ্গে নামায পড়লাম। তারপর আমি তার সাথে নামায পড়লাম। তারপর পুনরায় আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম। এরপর আমি আবার তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তারপর আমি আরও একবার তাঁর সাথে নামায পড়লাম। এভাবে তিনি আঙ্গুল গুণে পাঁচ (ওয়াক্ত) নামাযের কথা বললেন।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ عُرْوَةُ كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ

১২৬৮। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) 'উমার ইবনে 'আবদুল আযীয একদিন নামায পড়তে (বেশ দেরী করে ফেললেন। তাই উরওয়া ইবনে মাসউদ তার কাছে গিয়ে বললেন, কুফায় (গভর্নর) থাকাকালীন একদিন মুগীরা ইবনে শুবা (আসরের) নামায পড়তে পড়তে দেরী করে ফেললেন। আবু মাসউদ আনসারী গিয়ে তাকে বললেন,

মুগীরা একি করছো তুমি? তুমি কি জাননা যে, এক সময় জিবরাঈল (আ) এসে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে নামায পড়লেন। তিনি (জিবরাইল আ.) আবার (আরেক ওয়াক্তের) নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাথে আবার নামায পড়লেন। তিনি (জিবরাঈল আ.) পুনরায় (আরেক ওয়াক্তের) নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহও (সা) পুনরায় এ নামায তার সাথে পড়লেন। তিনি জিবরাঈল (আ) আবারও (আরেক ওয়াক্তের) নামায পড়লেন। তিনি (জিবরাঈল আ.) আবারও (আরেক ওয়াক্তের) নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ নামাযও তার সাথে পড়লেন। সর্বশেষে (জিবরাঈল আ) আরেক ওয়াক্তের নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহও (সা) এ নামায তার সাথে পড়লেন। এরপর জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি এভাবে নামায পড়তে আদিষ্ট হয়েছেন। এ কথা শুনে ‘উমার ইবনে ‘আবদুল আযীয ‘উরওয়া ইবনে যুবায়েরকে বললেন ঃ ‘উরওয়া, তুমি কি বলছো তা কি চিন্তা করে দেখেছো? জিবরাঈল (আ) নিজে কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য নামাযের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন? জবাবে ‘উরওয়া বলেন, বাশীর ইবনে আবু মাসউদ তার পিতা আবু মাস‘উদের নিকট থেকে তো এরূপই (সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া) বর্ণনা করতেন। এরপর উরওয়া বললেন ঃ নবী (সা)-এর স্ত্রী ‘আয়েশা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন সময় ‘আসরের নামায পড়তেন যখন সূর্য কিরণ তাঁর কামরার মধ্যে পড়তো। তখনো তা দেয়ালের ওপর উঠে যেতো না।

টীকা ঃ বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় জিবরাঈল (আ) দুইবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এভাবে নামায পড়িয়েছিলেন এবং প্রত্যেকবার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পড়িয়েছিলেন। তবে একবার নামাযের প্রথম ওয়াক্তসমূহে পড়িয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়বার মুস্তাহাব বা শেষ ওয়াক্তে নামায পড়িয়েছিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন সময় ‘আসরের নামায পড়তেন যখন সূর্য-কিরণ হযরত ‘আয়েশার (রা) কামরার ভিতর প্রবেশ করতো। একথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেশ কিছু বেলা থাকতে অর্থাৎ সূর্যাস্তের বেশ আগে তিনি ‘আসরের নামায পড়তেন। কারণ সূর্য কিছু উপরে না থাকলে কামরার মধ্যে তার কিরণ প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, সূর্য কিরণ তখনও দেয়ালের ওপর উঠতো না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَفِئِ الْفَيْءُ بَعْدُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ

১২৬৯। ‘আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) এমন সময় ‘আসরের নামায পড়তেন যে, তখনও সূর্য-কিরণ আমাদের কামরার মধ্যে ঝলমল করতো। বেশ কিছুক্ষণ পরও কামরার মধ্যে ছায়া পড়তো না। আবু বকর বলেছেন ঃ এরপরও বেশ কিছুক্ষণ ছায়া উপরে উঠতো না।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا

১২৭০। 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (সা)-এর স্ত্রী 'আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন যে, নবী (সা) যে সময় 'আসরের নামায পড়তেন তখনও সূর্যের কিরণ তার কামরার মধ্যে থাকতো এবং তা কামরার মধ্য থেকে উপরের দিকে (দেয়ালে) উঠে যেতো না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي

১২৭১। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে সময় আসরের নামায পড়তেন সূর্যের কিরণ তখনও আমার কামরার মধ্যেই থাকতো।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ

ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

১২৭২। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, তোমরা যখন ফজরের নামায পড়বে তখন জেনে রেখো ফজরের নামাযের সময় হলো সূর্যের প্রান্তভাগ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত। তোমরা যখন যোহরের নামায পড়বে তখন জেনে রেখো যে এর সময় হলো– আসরের ওয়াক্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত। তোমরা যখন আসরের নামায পড়বে তখন জেনে রেখো আসরের নামাযে সময় হলো সূর্য বিবর্ণ হয়ে হলুদ (সোনালী বা তাম্রবর্ণও বলা যেতে পারে) বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। তোমরা যখন মাগরিবেন নামায পড়বে তখন জেনে রেখো যে, মাগরিবের নামাযের সময় থাকে পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম

আভা বা লালিমা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। আর তোমরা যখন 'ইশার নামায পড়বে তখন জেনে রেখো 'ইশার নামাযের সময় থাকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ «وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ» عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

১২৭৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ 'আসরের নামাযের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত যোহরের নামাযের ওয়াক্ত থাকে। আর সূর্য বিবর্ণ হয়ে সোনালী বা তাম্রবর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত 'আসরের নামাযের ওয়াক্ত থাকে। সন্ধ্যাকালীন গো-ধূলি বা পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম আভা অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত থাকে। 'ইশার নামাযের সময় থাকে অর্ধ-রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের নামাযের সময় থাকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

টীকা ঃ এ হাদীসটিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষ সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নামাযের ওয়াক্ত কখন থেকে শুরু হয় সে সম্পর্কে এ হাদীসে কিছুই বলা হয়নি।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ

১২৭৪। যুহাইর ইবনে হারব আবু 'আমের আক্বাদীর মাধ্যমে এবং আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু বুকাইর উভয়েই শু'বার মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হাদীসটি শু'বা মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে একের অধিকবার মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا

زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

১২৭৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য (মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে) হেলে পড়ে এবং মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়। আর আসরের নামাযের সময় না হওয়া পর্যন্ত তা থাকে। 'আসরের নামাযের সময় থাকে সূর্য বিবর্ণ হয়ে সোনালী বা তাম্রবর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। মাগরিবের নামাযের সময় থাকে সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যা গোধূলি বা পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত লালিমা অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত। ইশার নামাযের সময় থাকে অর্ধরাত্রি অর্থাৎ মধ্যরাত পর্যন্ত। আর ফজরের নামাযের সময় শুরু হয় ফজর বা ঊষার উদয় থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত। অতএব সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া বন্ধ রাখবে। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে উদিত হয়।

টীকা ঃ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় শয়তান খুব তৎপর থাকে। তাই এই সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এটি হাদীসেও আছে যে, যখন সূর্য ডুবে যায় তখন শয়তানরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় থেকে রাতের অন্ধকার বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের শিশুদের ধরে রাখো এবং গবাদী পশুগুলোকে আটকিয়ে রাখো।

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ «يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ» عَنِ الْحَجَّاجِ «وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

১২৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সূর্যের উপর দিকের প্রান্তভাগ দেখা না যাওয়া পর্যন্ত নামাযের সময় থাকে। যোহরের নামাযের সময় থাকে। আকাশের মধ্যভাগ থেকে সূর্য গড়িয়ে 'আসরের সময় না হওয়া পর্যন্ত। আসরের নামাযের সময় থাকে সূর্য বিবর্ণ হয়ে সোনালী বা তাম্রবর্ণ ধারণ করার পর উপরের প্রান্ত ভাগ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের নামাযের সময় থাকে সূর্যাস্ত থেকে সন্ধ্যাকালীন গো-ধুলি বা পশ্চিম দিগন্তের লালিমা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। আর ইশার নামাযের সময় থাকে অর্ধ-রাত্রি পর্যন্ত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ

১২৭৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাসীর তার পিতা আবু কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু কাসীর) বলেছেন ঃ (দৈহিক) আরাম প্রিয়তার দ্বারা জ্ঞানার্জন কখনও সম্ভব নয়।

টীকা ঃ নামাযের সময় অধ্যায়ে এ হাদীসটির উল্লেখ দেখে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম মুসলিম (র) 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে এটিকে কেন 'নামাযের সময়' অনুচ্ছেদের মধ্যে বর্ণনা করলেন? অথচ নামাযের সময় সম্পর্কিত কোন কথাই এতে নেই। দ্বিতীয়তঃ এটি নবী (সা)-এর হাদীসও নয়। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীরের উক্তি মাত্র। তৃতীয়তঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর তার গ্রন্থে নবী (সা)-এর কোন হাদীস ছাড়া অন্য কিছুই উল্লেখ বা লিপিবদ্ধ করেননি। অথচ ইমাম মুসলিম (র) এটিকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা নবী (সা)-এর বাণীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে এবং অনেকেই উত্থাপন করেছেন। এর জবাব হিসেবে কাজী আয়ায (র) কোন কোন ইমাম থেকে যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন, তা হলো ঃ কয়েকটি বিশুদ্ধ সনদে এটি বর্ণিত হওয়ায় ইমাম মুসলিম (র) তা খুব পছন্দ করেছেন। জ্ঞানার্জন সম্পর্কে হাদীসটিতে সুন্দর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সত্যিকার জ্ঞানপিপাসুরা কষ্ট স্বীকার করে জ্ঞানার্জন করতে চিরদিনই উদ্বুদ্ধ হবে। এ ধরনের আরো অনেক উপকারিতার কথা চিন্তা করে এ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক না থাকলেও মহামতি ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ
الْأَزْرَقِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ
فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ

غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ

১২৭৮। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বুরাইদা) বলেছেন। এক ব্যক্তি নবী (সা)-কে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী (সা) তাকে বললেন, তুমি আমাদের সাথে দুইদিন নামায পড়ো (লোকটি তাই করলো)। সূর্য যখন মাথার উপর থেকে হেলে পড়লো তখন নবী (সা) বেলালকে আযান দিতে আদেশ করলেন। বেলাল আযান দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে ইকামাত দিতে বললে তিনি যোহরের নামাযের ইকামাত বললেন (অর্থাৎ তখন নবী সা. যোহরের নামায পড়লেন)। এরপর (আসরের সময় হলে) তিনি তাকে আসরের নামাযের ইকামাত দিতে বললেন। বেলাল ইকামাত দিলেন। নবী (সা) তখন 'আসরের নামায পড়লেন। সূর্য তখনও বেশ উপরে ছিল এবং পরিষ্কার ও আলো ঝলমল দেখাচ্ছিলো। তারপর আদেশ দিলে বেলাল মাগরিবের আযান দিলেন এবং নবী (সা) সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিবের নামায পড়লেন। এরপর তিনি বেলালকে এশার নামাযের ইকামাত দিতে বললে বেলাল ইকামাত দিলেন এবং সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে সন্ধ্যাকালীন লালিমা বা রক্তিম আভা দেখা যায় তা অন্তর্হিত হওয়ার পরপরই 'ইশার নামায পড়লেন। পরে বেলালকে তিনি ফযরের নামাযের ইকামাত দিতে বললেন এবং ঊষার উভ্যুদয়ের সাথে সাথেই ফজরের নামায পড়লেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি বেলালকে আদেশ করলেন এবং বেশ দেরী করে যোহরের নামায পড়লেন। (দ্বিতীয় দিনে) তিনি এমন সময় 'আসরের নামায পড়লেন সূর্য তখনও বেশ উপরে ছিল। তবে আগের দিনের তুলনায় বেশ দেরী করে পড়লেন। তিনি সন্ধ্যাকালীন গো-ধুলি বা লালিমা অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বক্ষণে মাগরিবের নামায পড়লেন। আর রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর 'ইশার নামায পড়লেন। এবং সর্বশেষে বেশ ফর্সা হয়ে গেলে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তি কোথায়? লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত আছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে বললেন ঃ দুইদিন যে দুটি সময়ে আমি নামায পড়লাম এরই মধ্যবর্তী সময়টুকু হলো নামাযের ওয়াক্তসমূহ।

وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه «شك حرمي» فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت

১২৭৯। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি আমাদের সাথে নামায পড় (জানতে পারবে)। অতঃপর ফজরের নামাযের জন্য বেলালকে আযান দিতে আদেশ করলে তিনি (বেলাল) বেশ কিছু অন্ধকার থাকতে আযান দিলেন। তখন নবী (সা) ঊষার আলো প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায পড়লেন। পরে সূর্য আকাশের মধ্য ভাগ থেকে হেলে পড়লে তিনি বেলালকে যোহরের নামাযের আযান দিতে বললেন (এবং যোহরের নামায পড়লেন)। অতঃপর সূর্য কিছু উপরে থাকতেই তিনি বেলালকে 'আসরের নামাযের আযান দিতে বললেন (এবং 'আসরের নামায পড়লেন)। তারপর সন্ধ্যাকালীন গো-ধুলি (বা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দৃশ্যমান রক্তিম আভা) অন্তর্হিত হওয়ার সাথে সাথে বেলালকে 'ইশার আযান দিতে বললেন (এবং 'ইশার নামায পড়লেন)। পরদিন সকালে বেশ ফর্সা হয়ে গেলে তিনি বেলালকে ফজরের নামাযের আযান দিতে বললেন (এবং ফজরের নামায পড়লেন)। তারপর যোহরের নামাযের আযান দিতে বললেন এবং বেশ দেরী করে (সূর্যের উত্তাপ কমলে) যোহরের নামায পড়লেন। এরপর সূর্য তাম্রবর্ণ ধারণ করার পূর্বেই এর আলো পরিষ্কার এবং ঝলমলে থাকতেই নবী (সা) তাকে 'আসরের নামাযের আযান দিতে বললেন (এবং আসরের নামায পড়লেন)। এরপর সন্ধ্যা-গোধুলি অদৃশ্য হওয়ার পূর্বক্ষণে

মাগরিবের নামাযের আযান দিতে বললেন (এবং মাগরিবের নামায পড়লেন)। অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা কিছু অংশ (বর্ণনাকারী হারামী সন্দেহ করেছেন) অতিবাহিত হওয়ার পর ইশার নামাযের আযান দিতে বললেন (এবং 'ইশার নামায পড়লেন)। পরদিন সকালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন (নামাযের সময় সম্পর্কে) প্রশ্নকারী কোথায়? (দুদিনে নামায পড়ার) সময়ের মধ্যে তুমি যে ব্যবধান দেখলে তাই হলো নামাযের সময়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ

১২৮০। আবু বকর ইবনে আবু মূসা তার পিতা আবু মূসার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (আবু মূসা বলেছেন) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে কোন জবাব দিলেন না (তিনি কাজের মাধ্যমে তাকে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন)। বর্ণনাকারী সাহাবা আবু মূসা বলেন, ঊষার আগমনের সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়লেন। তখনও অন্ধকার এতটা ছিল যে লোকজন একে অপরকে দেখে চিনে উঠতে পারছিলো না। এরপর তিনি আযান দিতে আদেশ করলেন এবং এমন সময় যোহরের নামায পড়লেন যখন সূর্য কেবলমাত্র হেলে পড়েছে এবং লোকজন বলাবলি করেছিলো যে দুপুর হয়েছে। অথচ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিষয়ে তাদের চেয়ে বেশী অবহিত। তারপর তিনি আসরের আযান দিতে আদেশ করলেন এবং এমন সময় 'আসরের নামায পড়লেন যখন সূর্য আকাশের বেশ উপরের দিকে ছিল। অতঃপর তিনি মাগরিবের নামাযের আযান দিতে আদেশ করলেন এবং এমন সময় নামায পড়লেন যখন সবেমাত্র সূর্যাস্ত হয়েছে। এরপর তিনি 'ইশার নামাযের আযান দিতে আদেশ করলেন এবং এমন সময় 'ইশার নামায পড়লেন যখন সন্ধ্যাকালীন দিগন্ত লালিমা সবেমাত্র অস্তমিত হয়েছে। পরের দিন সকালে তিনি ফজরের নামায দেরী করে পড়লেন। এতটা দেরী করে পড়লেন যে, যখন নামায শেষ করলেন তখন লোকজন বলাবলি করছিলো– সূর্যোদয় ঘটেছে বা সূর্যোদয়ের উপক্রম হয়েছে। এরপর যোহরের নামায এতটা দেরী করে পড়লেন যে, গতদিনের আসরের নামায যে সময় পড়েছিলেন প্রায় সেই সময় এসে গেল। অতঃপর আসরের নামাযও এতটা দেরী করে পড়লেন যে, নামায শেষ করলে লোকজন বলাবলি করতে লাগলো– সূর্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। তারপর মাগরিবের নামাযও দেরী করে পড়লেন। এতটা দেরী করলেন যে সন্ধ্যাকালীন দিগন্ত লালিমা তখন অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিলো। এরপর 'ইশার নামাযও দেরী করে পড়লেন। এতটা দেরী করে পড়লেন যে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেল বা অতিক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হলো। অতঃপর সকালবেলা প্রশ্নকারীকে ডেকে বললেন ঃ এ দুটি সময়ের মধ্যবর্তী সময়টুকুনই নামাযসমূহের সময়। (অর্থাৎ দুই দিনে আমি একই সময়ে নামায না পড়ে একই নামাযের সময়ের মধ্যে কিছু তারতম্য করে পড়লাম। এই উভয় সময়ের মধ্যেকার সময়টুকুই প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায়ের প্রকৃত সময়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي

১২৮১। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ওয়াকী, ও বদর ইবনে উসমান আবু বকর ইবনে আবু মূসার মাধ্যমে তার পিতা থেকে ইবনে নুমায়ের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে তাকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তবে এ হাদীসের বর্ণনাকারী বলেছেন যে, দ্বিতীয় দিন নবী (সা) সন্ধ্যাকালীন দিগন্ত লালিমা অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বে মাগরিবের নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

গরমের প্রচণ্ডতা না থাকলে ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই যোহরের নামায পড়া উত্তম। যারা জামায়াতে নামায পড়ার জন্য (মসজিদে যেতে) পথে প্রচণ্ড গরমের সম্মুখীন হয় তাদের জন্য দেরী করে যোহরের নামায পড়া উত্তম।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

১২৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গরম প্রচণ্ডতা লাভ করলে (যোহরের) নামায দেরী করে গরমের প্রচণ্ডতা কমলে পড়ো। গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়া থেকেই হয়ে থাকে।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً

১২৮৩। হারমালা ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াহাব, ইউনুস ও ইবনে শিহাবের মাধ্যমে আবু সালামা ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে আবু হুরায়রা থেকে হুবহু অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) অনুরূপ বলেছেন।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَسَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ

১২৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গরমের দিনে (যোহরের) নামায দেরী করে (গরমের প্রচণ্ডতা হ্রাস পেলে) পড়ো। কারণ গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ ছড়ানো থেকেই হয়ে থাকে। আমর বলেছেন ঃ আবু ইউনুস আবু হুরায়রার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (গরমের তীব্রতার সময় যোহরের) নামায দেরী করে (গরম হ্রাস পেলে) পড়ো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ ছড়ানো থেকেই হয়ে থাকে। ইবনে শিহাব, ইবনুল মুসাইয়েব এবং আবু সালামা ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে আমর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

১২৮৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এই (প্রচণ্ডতম) গরম জাহান্নামের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়া থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা (যোহরের) নামায দেরী করে (গরম কমে গেলে) পড়ো।

حدثنا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

১২৮৬। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুরায়রা আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তীব্র গরমের সময় নামায না পড়ে পরে (গরম কমলে) নামায পড়ো। কেননা প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ার কারণেই সৃষ্টি হয়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرِ انْتَظِرْ وَقَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ

১২৮৭। আবু যার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুয়াযযিন যোহরের নামাযের আযান দিলে নবী (সা) তাকে বললেন ঃ আরে, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও না। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বললেন ঃ কিছু সময় অপেক্ষা করোনা। তিনি একথাও বললেন যে, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ার কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং গরম প্রচণ্ডতা ধারণ করলে নামায দেরী করে একটু ঠাণ্ডা হলে পড়ো। আবু যার (হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা) বলেন ঃ (প্রচণ্ড গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সা. এমন সময় নামায পড়তেন যে সময়) আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেতাম।

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ

১২৮৮। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দোযখ তার প্রভু আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করলো যে, তার এক অংশ আরেক অংশকে খেয়ে ফেলেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা দোযখকে দুইবার শ্বাস প্রশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একবার শীতকালে এবং আরেকবার গ্রীষ্মকালে। তোমরা যে প্রচণ্ড গরম অনুভব করে থাকো তা এ কারণেই।

টীকা ঃ হাদীসটির সঠিক অর্থ নিরূপণে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করতে পারেননি। তবে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, উপমা ও রূপক বর্ণনা হিসেবে হাদীসটিতে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থ হলো গ্রীষ্মের বা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের প্রচণ্ড দাহিকা শক্তির সাথে উপমেয়। তাই জাহান্নামের আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে বাঁচার উপায় গ্রহণ করো। অন্যথায় তা যখন বাস্তবে এসে হাজির হবে তখন আর রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না।

وحدثني إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف

১২৮৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গরমের সময় যোহরের নামায দেরী করে (গরমের প্রচণ্ডতা কমলে) পড়ো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়াতেই হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ দোযখ তার প্রভু আল্লাহর কাছে অভিযোগ করলে মহান আল্লাহ তাকে প্রতি বছর দুইবার শ্বাস প্রশ্বাসের অনুমতি দিলেন। শতীকালে একবার এবং গ্রীষ্মকালে একবার।

وحدثني حرملة بن يحي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم

১২৯০। আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দোযখ অভিযোগ করে আল্লাহর কাছে বললো ঃ হে আমার প্রভু, আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলেছে। সুতরাং আমাকে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি দিন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুইবার শ্বাস প্রশ্বাসের অনুমতি দান করলেন। একবার শীত মওসুমে আরেকবার গ্রীষ্ম মওসুমে। তোমরা শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব করে থাকো তা জাহান্নামের শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে। আবার যে গরম বা প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করে থাকো তাও জাহান্নামের শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

গরমের প্রচণ্ডতা না থাকলে ওয়াক্তের প্রথমেই যোহরের নামায পড়া উত্তম।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ

১২৯১। জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সূর্য (মাথার ওপর থেকে) হেলে পড়লেই নবী (সা) যোহরের নামায পড়তেন।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুব গরম না থাকলে যোহরের নামায ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই পড়ে নেয়া উত্তম।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا

১২৯২। খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা গরমের সময় নামায পড়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) র কাছে অভিযোগ করলে তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করলেন।

টীকা ঃ হাদীসটিতে الرمضاء। আর রামদা– শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রচণ্ড গরম। পূর্বে যে সব হাদীস আলোচিত হয়েছে সেসব হাদীসের সাথে এ হাদীসটিকে আপাতঃদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐসব হাদীসের সাথে এ হাদীসটির কোন অমিল বা বৈপরীত্য নেই। কারণ কারো কারো মতে, 'রামদা' শব্দের অর্থ হলো বালু বা মাটির গরম। অর্থাৎ বালুর ওপর সূর্যোত্তাপ পড়ে যে প্রচণ্ড গরমের সৃষ্টি হয়, 'রামদা' দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে অভিযোগের অর্থ হলো প্রচণ্ড গরম বালুর ওপর সিজদা করতে যে অসুবিধা হতো সে বিষয়ে অভিযোগ। এতে বুঝা যায় যে, যোহরের নামাযের শেষ সময় এসে গেলেও বালু মাটি এরূপ গরম থাকতো এবং এ অবস্থায় নামায পড়াকালে সিজদা করতে খুবই কষ্ট হতো। তাই নবী (সা) এ অভিযোগের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। এর আরো একটি অর্থ হতে পারে যে, আরবে তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা দিনেও গরমে মাটি এরূপ উত্তপ্ত হত যে তাতে কপাল স্থাপন করে সিজদা করা কঠিন হতো।

وحدثنا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ عَوْنٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ «وَاللَّفْظُ

اَهُ» حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحٰقَ أَفِي الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمْ

১২৯৩। খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে প্রচণ্ড গরমের (নামায পড়ার ব্যাপারে) অভিযোগ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করলেন। বর্ণনাকারী যুহাইর বলেছেন, আমি আবু ইসহাককে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারা (খাব্বাব ও অন্য সাহাবাগণ) কি যোহরের নামায (প্রচণ্ড গরমের মধ্যে) পড়া সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি (যুহাইর) আবারও জিজ্ঞেস করলাম (যোহরের নামায) আগেভাগে অর্থাৎ ওয়াক্তের প্রথমদিকে পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? তিনি এবারও বললেন ঃ হাঁ।

حدثنا- يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

১২৯৪। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ প্রচণ্ড গরমের সময়ও আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে (যোহরের) নামায পড়তাম। আমাদের কেউ যখন (গরমের প্রচণ্ডতার কারণে সিজদার সময়) কপাল মাটিতে স্থাপন করতে পারতো না তখন সে কাপড় বিছিয়ে তার ওপর সিজদা করতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

প্রথম ওয়াক্তে আসরের নামায পড়া উত্তম।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِي وحدّثني هرُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً

১২৯৫। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে সময় 'আসরের নামায পড়তেন সূর্য তখনও আকাশের অনেক ওপরে অবস্থান করতো এবং তখনও তার তেজ বিদ্যমান থাকতো। (অর্থাৎ তেজ কমে বর্ণ পরিবর্তন হতোনা)। নামায শেষে যার দরকার পড়তো সে মদীনার 'আওয়ালী বা শহরতলীর দিকে চলে যেতো এবং সেখানে পৌছার পরেও সূর্য আকাশের বেশ ওপরে থাকতো। তবে বর্ণনাকারী কুতাইবা তার বর্ণনায় "তারা আওয়ালী বা শহরতলীর দিকে চলে যেতো" কথাটা উল্লেখ করেননি। অন্য সনদে হারূন ইবনে সাঈদ আয়লী ইবনে ওয়াহাব, 'আমর ও ইবনে শিহাবের মাধ্যমে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের নামায পড়তেন... বলে শুরু করে হুবহু পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ মদীনার মূল শহরের আশেপাশের এলাকাকে আওয়ালী বলা হতো। যাকে আধুনিক পরিভাষায় শহরতলী বলা হয়। মদীনার এই শহরতলীর জনবসতিপূর্ণ এলাকা সর্বোচ্চ আট মাইল এবং সর্বনিম্ন দুই থেকে তিনমাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সা) বেশ বেলা থাকতেই 'আসরের নামায পড়তেন। নামায শেষ করে একজন লোক ইচ্ছা করলে মদীনার শহরতলীর সর্বাপেক্ষা নিকটতম স্থানে অর্থাৎ দুই মাইল পথ হেঁটে গিয়ে উপনীত হতো। তখনও সূর্যের তেজ কমতো না বা বর্ণপরিবর্তন হতো না। কোন কোন হাদীসে অবশ্য দেখা যায়, লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আসরের নামায পড়ে কুবা নামক স্থানে চলে যেতো কিন্তু সূর্যের তেজ তখনও কমতো না। আবার কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আসরের নামায পড়ে লোকজন কেউ কেউ আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকায় গিয়ে দেখতে পেতো যে, তারা সবেমাত্র আসরের নামায পড়ছে।

وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

১২৯৬। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আমরা এমন সময় আসরের নামায পড়তাম যে নামাযের পর আমাদের মধ্যে থেকে কেউ চাইলে (মদীনার শহরতলীর) কুবা নামক স্থানে যেয়ে পৌছত। অথচ সূর্য তখনও অনেক ওপরে অবস্থান করতো।

টীকা ঃ কুবা নামক স্থানটি মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ

১২৯৭। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এমন সময় আসরের নামায পড়তাম যে তার পরে লোকজন বনী 'আমর ইবনে 'আওফ গোত্রের এলাকায় গিয়ে দেখতে পেতো যে তারা তখন মাত্র আসরের নামায পড়ছে।

টীকা ঃ ইমাম নববী ও অন্য উলামাদের মতে, বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকা মদীনা থেকে শহরতলীর দিকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত ছিলো। সুতরাং একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়ার পর এই দুই মাইল হেঁটে বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকায় গিয়ে তাদেরকে আসরের নামায পড়তে দেখতে পেতো। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়াক্তের প্রথম দিকে আসরের নামায পড়তেন। আর বনী আমর ইবনে আওফ পড়তো মধ্যবর্তী সময়ে। প্রথম কথা হলো, তারা যে সময় নামায পড়তো সে সময় নামায পড়া জায়েয। দ্বিতীয় কথা হলো, তারা ছিল সবাই কৃষিজীবী মানুষ। তাই তাদেরকে ক্ষেতে-খামারে ও বাগানে কাজ করতে হতো। মাঠের এসব কাজ শেষ করে তারা নামাযের ওযু ও পবিত্রতা অর্জন করে জামায়াতে নামায পড়ার জন্য একত্র হতো। তাই তাদের আসরের নামাযে এতটুকু দেরী হয়ে যেতো।

এ হাদীস থেকে ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও অন্য উলামাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মূল ছায়া বাদে প্রতিটি বস্তুর ছায়া যখন বস্তুটির সমান দৈর্ঘ্য হবে তখনই আসরের নামাযের সময় হয়ে যাবে। তবে হযরত যাবির ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক নামাযের ওয়াক্ত অধ্যায়ে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া বাদে দ্বিগুণ ছায়া হলেই আসরের নামাযের সময় হয়।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

১২৯৮। 'আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন আনাস ইবনে মালিকের বসরাস্থ বাড়ীতে গেলেন। তার বাড়ীটি মসজিদের পাশেই অবস্থিত ছিল। তিনি (আলা ইবনে আবদুর রহমান) তখন সবেমাত্র যোহরের নামায পড়েছেন। 'আলা ইবনে 'আবদুর রহমান বলেন ঃ আমরা তাঁর (আনাস ইবনে মালিক) কাছে গেলে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি আসরের নামায পড়েছো? আমরা জবাবে তাঁকে বললাম, আমরা এইমাত্র যোহরের নামায পড়ে আসলাম। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ যাও, আসরের নামায পড়ে আস। এরপর আমরা গিয়ে আসর পড়ে তার কাছে ফিরে আসলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ ঐ নামায হলো মুনাফিকের নামায যে বসে বসে সূর্যের প্রতি তাকাতে থাকে আর যখন তা অস্তপ্রায় হয়ে যায় তখন উঠে গিয়ে চারবার ঠোকর মেরে আসে। এভাবে সে আল্লাহকে কমই স্মরণ করতে পারে।

وحدثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ابْنَ سَهْلٍ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ

১২৯৯। আবু বকর ইবনে 'উসমান ইবনে সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু উসামা ইবনে সাহলকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমরা একদিন উমার ইবনে আবদুল আযীযের সাথে যোহরের নামায পড়লাম এবং সেখান থেকে আনাস ইবনে মালিকের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি আসরের নামায পড়ছেন। নামায শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ চাচাজান, এখন আপনি কোন ওয়াক্তের নামায পড়লেন? তিনি বললেন ঃ আমি 'আসরের নামায পড়লাম। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমরা এভাবেই (এ সময়ই) আসরের নামায পড়তাম।

حدثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ

الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى «وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ» قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى

ابْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَقَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

১৩০০। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে আসরের নামায পড়লেন। নামায শেষে বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আমাদের একটা উট জবাই করতে চাই। আমরা চাই আপনিও সেখানে উপস্থিত থাকুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর তিনি রওয়ানা হলে আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা গিয়ে দেখলাম উটটি তখনও জবাই করা হয়নি। এরপর উটটি জবাই করে প্রস্তুত করা হলো এবং তার কিছু গোশত রান্না করা হলো। সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা তা খেলাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ

১৩০১। আবুন নাজাশী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজকে বলতে শুনেছি। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এমন সময় 'আসরের নামায পড়তাম যে নামাযের পর উট জবাই করা হতো। আমরা তা অনেক ভাগে বিভক্ত করতাম। এরপর তা রান্না করে সূর্যাস্তের পূর্বেই সু-সিদ্ধ গোশত খেতাম।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ

১৩০২। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ঈসা ইবনে ইউনুস ও শু'আইব ইবনে দিমাশকীর মাধ্যমে আওযায়ী থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমরা 'আসরের নামাযের পর উট জবাই করতাম।' 'আমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সা.) সাথে (আসরের) নামায পড়তাম' বলেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

আসরের নামায কাযা হওয়ার ব্যাপারে কঠোর সাবধান বাণী।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله

১৩০৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায কাযা হয় তার পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه

১৩০৪। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও 'আমরুন নাকিদ সুফিয়ান, যুহরী ও সালেমের মাধ্যমে তার পিতা (আবদুল্লাহ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে 'আমর শুধু বর্ণনাই করেছেন। আর আবু বকর ইবনে আবু শায়বা মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

وحدثنى هرون بن سعيد الايلى «واللفظ له» قال حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله

১৩০৫। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ তার পিতা 'আবদুল্লাহ (ইবনে উমার) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায কাযা হলো তার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

সালাতুল উস্‌তা বা মধ্যবর্তী সময়ের নামায বলতে যারা আসরের নামাযের কথা বলেন তাদের স্বপক্ষে দলীল।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

১৩০৬। আলী (ইবনে আবু তালিব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আহ্‌যাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাদের কবর ও ঘর-বাড়ী যেন আগুন দিয়ে ভরে দেন। কারণ তারা আমাদেরকে যুদ্ধের কাজ-কর্মে ব্যস্ত রেখে 'সালাতুল উসতা' বা 'আসরের নামায' থেকে বিরত রেখেছে এবং এই অবস্থায়ই সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল।

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد

১৩০৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর আল্‌-মুকাদ্দামী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদের মাধ্যমে এবং ইসহাক ইবনে ইবরাহীম মুতামার ইবনে সুলায়মানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে (ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং মুতামার ইবনে সুলায়মান) আবার হিশামের মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم «شك شعبة في البيوت والبطون»

১৩০৮। আলী (ইবনে আবু তালিব) থেকে বর্ণিত। আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তারা (কাফেররা) আমাদের (যুদ্ধ তৎপরতায়) ব্যস্ত রাখার কারণে আমরা আসরের নামায পড়তে পারিনি এবং এই অবস্থায়ই সূর্য অস্তমিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের কবর, বাড়ীঘর ও পেটসমূহ আগুন দ্বারা ভর্তি করে দেন। বর্ণনাকারী শু'বা ঘরবাড়ী ও পেটসমূহ কথাটি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم «ولم يشك»

১৩০৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ইবনে আবু আদী, সাঈদ ও কাতাদার মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে 'বুয়ুতাহুম ও কুবূরাহুম' তাদের 'ঘর-বাড়ী ও কবরসমূহ' সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করেননি।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا

১৩১০। ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (ইবনে আবু তালিব)-কে বলতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন খন্দকের একটি খাঁজ বা সংকীর্ণ পথের ওপর বসে বললেন ঃ তারা (কাফেররা) আমাদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে "সালাতুল উসতা" (মধ্যবর্তী সময়ের নামায) বা আসরের নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে এবং এমনকি এই অবস্থায়ই সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ওদের কবর ও বাড়ীঘর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বললেন ঃ কবরসমূহ অথবা পেট আগুন দ্বারা যেন ভর্তি করে দিন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير ابن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء

১৩১১। আলী (ইবনে আবু তালিব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তারা (কাফেররা আমাদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে সালাতুল উস্‌তা (মধ্যবর্তীকালীন নামায) অর্থাৎ আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা ওদের ঘর-বাড়ী ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন। অতঃপর তিনি এই নামায মাগরিব এবং 'ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়লেন।

وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا

১৩১২। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে নামায থেকে বিরত রাখলো। এমনকি সূর্য লোহিত অথবা (বলেছেন) তাম্র-বর্ণ ধারণ করলো। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তারা (মুশরিকরা) আমাকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তীকালীন নামায) অর্থাৎ 'আসরের নামায থেকে বিরত রাখলো। আল্লাহ যেন তাদের পেট ও কবরকে আগুন দিয়ে ভরে দেন অথবা তিনি বললেন ঃ 'হাশাল্লাহু আজওয়াফাহুম ওয়া কুবুরাহুম নারা।' (এখানে শুধু শাব্দিক তারতম্য দেখানো হয়েছে। অর্থের কোন পার্থক্য নেই।)

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

১৩১৩। 'আয়েশার আযাদকৃত ক্রীতদাস আবু ইউনুস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময়ে 'আয়েশা আমাকে কোরআন মজীদের একখানা কপি হাতে লিখে দিতে বলে বললেন ঃ লিখতে লিখতে যখন "হাফিযূ 'আলাস সালাওয়াতি ওয়াস্‌সালাতিল উসতা" এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে জানাবে। আবু ইউনুস বলেন, আমি ওই আয়াতের কাছে পৌঁছলে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি আমাকে আয়াতটি এইভাবে লিখতে বললেন, হাফিযূ আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল-উসতা ওয়া সালাতিল আসর' অর্থাৎ সব নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করো। আর সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তীকালীন নামাযের) ও 'আসরের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করো। এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে অনুগত ও বিনীত হয়ে দাঁড়াও। এভাবে লেখানোর পর আয়েশা বললেন ঃ আমি আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছি।

টীকা ঃ হযরত 'আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটিতে 'হাফিযূ 'আলাস্ সালাওয়াত। ওয়াস্ সালাতিল-উসতা ওয়া সালাতিল 'আসর' বলাতে বুঝা যায় সালাতুল 'উসতা বলতে আসরের নামাযকে বুঝানো হয়নি। যদি তাই হতো তাহলে 'সালাতুল উসতা' এবং 'সালাতুল আসর' আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা হতো না। অনেকের মতে, "সালাতুল উস্‌তা" বলতে নামাযের সর্বোত্তম সময় বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায এর উত্তম সময়ে আদায় করো। রাসূলুল্লাহ (সা)ও প্রতিওয়াক্ত নামায উত্তম ওয়াক্তে আদায় করতেন। কিন্তু আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন দিনগুলোতে কোন একদিন এই উত্তম সময়ে নামায আদায় করতে পারেননি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীস থেকেও তাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কারণ তিনি বলছেন ঃ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রেখে আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছিলো এবং এই অবস্থায় সূর্য লোহিত বর্ণ বা তাম্রবর্ণ ধারণ করেছিল অর্থাৎ আসরের নামায এমন সময় আদায় করা হয়েছিল যখন আর নামাযের উত্তম সময় অবশিষ্ট ছিলনা।

আর যেসব হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) 'আসরের নামায পড়েছিলেন সে ক্ষেত্রেও উপযুক্ত ব্যাখ্যার কোন ব্যাঘাত ঘটেনা। কারণ সূর্যাস্তের পর 'আসরের নামায পড়া নিঃসন্দেহে উত্তম সময়ে নামায পড়া নয়। বারা ইবনে আযেব বর্ণিত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে সালাতুল উসতা অর্থ উত্তম ওয়াক্তে নামায এ ঘটনাটি ঘটেছিল 'সালাতুল খাওফ' বা ভীতিকালীন সময়ে নামায পড়ার হুকুম ও নিয়ম পদ্ধতি নাযিল হওয়ার পূর্বে।

মুয়াত্তা ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, শুধু আসরের নামাযের ক্ষেত্রেই এরূপ হয়েছিলো না। বরং যোহর, আসর, মাগরিব ও 'ঈশা এই চার ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটেছিল। এসব বর্ণনা

থেকেও প্রমাণিত হয় যে, 'সালাতুল উস্‌তা' অর্থ উত্তম ওয়াক্তে আদায়কৃত নামায। তাদের মতে, এ ঘটনা আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কয়েক ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللّٰهُ فَنَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ هِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

১৩১৪। বারা ইবনে 'আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। এই আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিলো 'হাফিযূ আলাস্‌ সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল 'আসর।' যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ততদিন এভাবেই আমরা আয়াতটি তেলাওয়াত করতাম। অতঃপর মহান আল্লাহ আয়াতটি 'মানসূখ' বা বাতিল ঘোষণা করে সংশোধিত আকারে এভাবে নাযিল করলেন 'হাফিযূ আলাস্‌ সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল 'উস্‌তা' (পূর্বোক্ত আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় নামাযসমূহের ও 'আসরের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করো। পরবর্তীকালে নাযিলকৃত আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় নামায সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করো এবং 'সালাতুল উস্‌তা' বা মধ্যবর্তীকালীন নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করো। বর্ণনাকারী শাকীক ইবনে 'উকবার কাছে এক ব্যক্তি বসে ছিল। একথা শুনে সে ইবনে আযেবকে লক্ষ্য করে বললো ঃ তাহলে তো এ কথা দ্বারা আসরের নামাযই বুঝায়। বারা ইবনে আযেব তাকে বললেন ঃ কি পরিস্থিতিতে কেমন করে পূর্বোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এবং কি পরিস্থিতিতে কেমন করে তা 'মানসূখ' বা বাতিল হয়েছিল, তা আমি তোমাকে বলে দিয়েছি। আর আল্লাহ তাআলাই এ সম্পর্কে সমধিক পরিজ্ঞাত।

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ

১৩১৪ক। ইমাম মুসলিম বলেছেন ঃ আশজায়ী সুফিয়ান সাওরী, আসওয়াদ ইবনে কায়েস, শাকীক ইবনে 'উকবার মাধ্যমে বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণনা করেছেন। বারা ইবনে

'আযেব ফুদাইল ইবনে মারযুক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন ঃ বেশ কিছুদিন যাবত আমরা ও নবী (সা) এ আয়াতটি (পূর্বোক্ত রূপে) পড়তাম।

وحدثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللّٰهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

১৩১৫। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। খন্দক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন 'উমার ইবনে খাত্তাব কাফের কুরাইশদের ভৎর্সনা ও গালমন্দ করতে থাকলেন। তিনি বললেন ঃ হে 'আল্লাহর রাসূল। সূর্য এখন ডুবন্ত প্রায়। কিন্তু আজ আমি এখনো পর্যন্ত আসরের নামায পড়তে পারিনি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, আমিও আজ এখন পর্যন্ত আসরের নামায পড়িনি। এরপর আমরা একটি কংকরময় ভূমিতে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে ওযু করলেন। আমরাও ওযু করলাম। এরপর তিনি (আমাদের সাথে নিয়ে) 'আসরের নামায পড়লেন। তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিলো। এর (আসরের নামায পড়ার) পর তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

১৩১৬। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ওয়াকী, আলী ইবনে মুবারাক ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীরের মাধ্যমে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

ফজর ও 'আসরের নামাযের গুরুত্ব এবং এ দু'ওয়াক্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

১৩১৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ রাতের বেলা ও দিনের বেলা ফেরেশতারা এক দলের পর আর একদল তোমাদের কাছে এসে থাকে এবং তাদের উভয়দল ফজর ও আসরের নামাযের সময় একত্র হয়। অতঃপর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে তারা উঠে যায়। তখন তাদের প্রভু মহান আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা আমার বান্দাদেরকে কিরূপ অবস্থায় রেখে আসলে? যদিও তাদের সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। ফেরেশতারা তখন বলেন, আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলাম তখন তারা নামায পড়ছিলো। আবার তাদের কাছে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা নামায পড়ছিলো।

টীকা ঃ এই হাদীসটি থেকে ফজর ও আসরের নামাযের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দুটি সময়ে দুইদল ফেরেশতা একত্র হয়। তাই তারা ঐ সময়ে নামাযরত লোকদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয়ে যান। তারা ফিরে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ কথাই বলেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ

১৩১৮। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' 'আবদুর রাযযাক, মামার, হুমাম ইবনে মুনাব্বিহ ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা) বলেছেন...'এরপর তিনি আবুয যানাদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, ফেরেশতারা এক দলের পরে আরেক দল তোমাদের কাছে এসে থাকে।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

১৩১৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বসে ছিলাম। এক সময় তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ অচিরেই (বেহেশতে) তো তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহ তা'আলাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যেমন এই চাঁদকে অবাধে দেখতে পাচ্ছ। (সুতরাং যদি এরূপ চাও) তাহলে সাধ্যমত সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায উত্তম সময়ে আদায়ের মাধ্যমে আয়ত্তে রাখো। এ কথা দ্বারা তিনি ফজর ও আসরের নামায বুঝালেন। অতঃপর জারীর ইবনে আবদুল্লাহ এই আয়াতটি পাঠ করলেন "ফা সাব্বিহ্ বি হামদি রাব্বিকা কাবলা তুলইশ্ শামসি ওয়া কাবলা গুরুবিহা' অর্থাৎ তুমি (তোমার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَلَمْ يَقُلْ جَرِيرٌ

১৩২০। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা 'আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের, আবু উসামা ও ওয়াকীর মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এতটুকু কথা অতিরিক্ত বলেছেন ঃ তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর দরবারে পেশ করা হবে। তখন তোমরা তাকে এমনভাবে স্পষ্ট দেখতে পাবে যেমনভাবে এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তিনি আরো বলেছেন ঃ অতঃপর তিনি (আয়াত) পাঠ করলেন। তবে জারীর ('পাঠ করলেন') কথাটা উল্লেখ করেননি।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٍ وَالْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ سَمِعُوهُ

مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي

১৩২১। আবু বকর ইবনে 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা তার পিতা রুওয়াইবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এমন কোন ব্যক্তি কখনো দোযখে যাবে না যে সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায পড়ে। একথা শুনে বসরার অধিবাসী একটি লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি নিজে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এ কথা শুনেছ? সে বললো ঃ হাঁ। তখন লোকটি বলে উঠলো আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজে এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছি। আমার দুই কান তা শুনেছে আর মন তা স্মরণ রেখেছে।

وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْهُ

১৩২২। আবু বকর ইবনে 'উমারা ইবনে রুয়াইবা তার পিতা 'উমারা ইবনে রুয়াইবা থেকে বর্ণনা করেছেন। (উমারা ইবনে রুয়াইবা বলেন) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়বে সে দোযখে যাবে না। এ সময় তার কাছে বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি বসে ছিলো। সে বললো, তুমি কি সরাসরি নবীর (সা) নিকট থেকে এ হাদীসটি শুনেছো? তিনি বললেন, হাঁ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি এ হাদীসটি নবীর (সা) নিকট থেকে শুনেছি। একথা শুনে বসরার অধিবাসী লোকটি বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এ হাদীসটি আমিও নবীর (সা) নিকট থেকে যে স্থানে তুমি শুনেছ সে স্থানেই শুনেছি।

وحدثنا هداب ابن خالد الازدى حدثنا همام بن يحى حدثنى ابو جمرة الضبعى عن ابى بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة

১৩২৩। আবু বকর তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের (ফজর ও আসর) নামায ঠিকমত আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

حدثنا ابن ابى عمر حدثنا بشر بن السرى ح قال وحدثنا ابن خراش حدثنا عمرو بن عاصم قالا جميعا حدثنا همام بهذا الاسناد ونسبا ابا بكر فقالا ابن ابى موسى

১৩২৪। ইবনে আবু 'উমার বিশর ইবনুস সারীর মাধ্যমে এবং ইবনে খারাশ 'আমর ইবনে 'আসেমের মাধ্যমে হাম্মাম থেকে একই সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে খারাশ ও বিশর ইবনুস্ সারী আবু বকরকে আবু মূসার সাথে সম্পর্কিত করে আবু বকর ইবনে আবু মূসা বলে উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪০

মাগরিবের নামাযের উত্তম সময় (আউয়াল ওয়াক্ত) সূর্যাস্তের ঠিক পরক্ষণেই।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن يزيد بن ابى عبيد عن سلمة بن الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب

১৩২৫। সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) সূর্য অস্তমিত হয়ে অদৃশ্য হলেই রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিবের নামায পড়তেন।

وحدثنا محمد بن مهران الرازى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعى حدثنى ابو النجاشى قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلى المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله

১৩২৬। রাফে' ইবনে খাদীজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। অতঃপর আমাদের কেউ তীর ছুড়ে তা পতিত হওয়ার জায়গা পর্যন্ত দেখতে পেতো।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا شعيب بن إسحق الدمشقي حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه

১৩২৭। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম হানযালী শু'আইব ইবনে ইসহাক দিমাশ্‌কী, আওযায়ী ও আবুন নাজাশীর মাধ্যমে রাফে' ইবনে খাদীজ থেকে (উপরে বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটির বর্ণনা শুরু করেছেন এই বলে, আমরা মাগরিবের নামায পড়তাম।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত দুটি হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরপরই মাগরিবের নামায পড়তে হবে। কিন্তু পূর্বের কিছু হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দৃশ্যমান লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামায পড়া যায়। উভয়বিধ হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হলো– পূর্ববর্ণিত হাদীসগুলো মাগরিবের নামাযের সময় সম্পর্কে একজন প্রশ্নকারীকে উক্ত নামাযের শেষ ওয়াক্ত বলে দেয়া হয়েছে ঐ হাদীসগুলোতে। কিন্তু এখানে বর্ণিত হাদীস দুটিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাধারণ অভ্যাস সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ওজর বা অনিবার্য কারণ দেখা না দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণতঃ সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

ইশার নামাযের সময় ও ইশার নামায পড়তে বিলম্ব করা।

وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد

حَرْمَلَةُ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذُكِرَ لِى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

১৩২৮। উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা বলেছেন। এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) 'ইশার নামায পড়তে অনেক দেরী করলেন ইশার নামাযকে এই সময়ে 'আতামা' বলা হতো। অনেক রাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আসলেন না। এমনকি শেষ পর্যন্ত উমার ইবনুল খাত্তাব যেয়ে বললেন, মেয়ে ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আসলেন এবং এসে মসজিদের লোকদেরকে বললেন ঃ এই নামাযের জন্য (এত রাতে) তোমরা ছাড়া এই পৃথিবীবাসীদের আর কেউ-ই অপেক্ষা করছে না। এ ঘটনাটা ছিলো মানুষের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করার পূর্বের। হারমালা তার বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে শিহাব বলেছেন ঃ আমার কাছে বলা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) এসে বললেন ঃ তোমাদের জন্য এটা ঠিক নয় যে তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নামাযের জন্য তাকিদ করবে। 'উমার ইবনুল খাত্তাব যখন উচ্চস্বরে ডাকলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথাটা বললেন।

وحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِىِّ وَذُكِرَ لِى وَمَا بَعْدَهُ

১৩২৯। 'আবদুল মালিক ইবনে শুআইব ইবনে লাইস তার পিতা শুআইব ও দাদা লাইস থেকে আকীলের মাধ্যমে ইবনে শিহাব থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে বর্ণিত হাদীসে তিনি যুহরীর কথা 'ওয়া যুকিরা লি' থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنِى إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ «وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ» قَالُوا جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ

بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

১৩৩০। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। একদিন নবী (সা) 'ইশার নামায পড়তে অনেক রাত করলেন। এমনকি রাতের বড় একটা অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল এবং মসজিদের লোকজনও ঘুমিয়ে পড়লো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসলেন এবং নামায পড়ে বললেন ঃ এটাই 'ইশার নামাযের উত্তম সময়। তারপর তিনি বললেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম (তাহলে এ সময়কে 'ইশার নামাযের সময় হিসেবে নির্দিষ্ট করতাম)। 'আবদুর রাযযাক বর্ণিত হাদীসে কিছুটা বর্ণনার তারতম্য করে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ লাউলা আঁই ইউশাককা আলা উম্মাতী, অর্থাৎ যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে না দাঁড়াতো।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى

১৩৩১। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাতে 'ইশার নামাযে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা তারও বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা জানিনা তিনি পারিবারিক কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন না অন্য কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এসে আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা এমন এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো যার জন্য তোমরা ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের লোকেরা অপেক্ষা করছেনা। (তারপর তিনি বললেন) আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর ও কঠিন না হতো তাহলে

আমি তাদের সাথে প্রতিদিন এই সময়েই (ইশার) নামায পড়তাম। এরপর তিনি মুয়াযযিনকে আযান দিতে আদেশ করলেন। এরপর একামাত দিলে বা নামায দাঁড়ালে তিনি নামায পড়লেন।

وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ

১৩৩২। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একরাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে 'ইশার নামায পড়তে খুব দেরী করে ফেললেন। এমনকি আমরা সবাই মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর আবার জেগে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ আজকের এ রাতে তোমরা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ-ই নামাযের জন্য অপেক্ষা করছে না।

وحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ

১৩৩৩। সাবিত থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) লোকেরা আনাসকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আংটি (বা সিলমোহর) সম্পর্কে জানার জন্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ একরাতে

রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামায পড়তে দেরী করলেন। এত দেরী করলেন যে রাতের অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল অথবা প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হলো। তখন তিনি আসলেন এবং বললেন ঃ অনেক লোক নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। (কিন্তু তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো) যে সময় থেকে তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো সে সময় থেকে তোমরা নামাযরত আছ। আনাস বলেছেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রৌপ্য নির্মিত আংটির চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা এখনও দেখতে পাচ্ছি। একথা বলে আনাস তার বাঁ হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি উঠিয়ে ইশারা করলেন। (অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি বুঝালেন যে, আংটিটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওই আঙ্গুলেই পরিহিত ছিল।

وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة

১৩৩৪। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একরাতে (ইশার নামাযের পড়তে) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এভাবে রাত প্রায় অর্ধেক হয়ে আসলো। এরপর তিনি এসে নামায পড়লেন এবং নামায শেষে আমাদের দিকে ঘুরে বসলেন। আমি যেন এই মুহূর্তেও তার হাতের আঙ্গুলে পরিহিত আংটির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি।

وحدثني عبد الله بن الصباح العطار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه

১৩৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে সাব্বাহ আল-আত্তার উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল মজীদ আল-হানাফী ও কুররার মাধ্যমে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনাতে 'সুম্মা আকবালা আলাইনা বি ওয়াজহিহি অর্থাৎ 'পরে তিনি আমাদের দিকে ঘুরলেন' কথাটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب

قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا

مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي أَمْرِهِ حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أُعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْقَالَ مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ ، لاَ نَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ » قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৩৩৬। আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার সাথে যেসব সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধব জাহাজে চড়ে এসেছিলো সবাই বাকী নামক একটি কংকরময় স্থানে অবস্থানরত ছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাতে অবস্থান করছিলেন। প্রতিদিন রাতে ইশার নামাযের সময় পালা করে তাদের (আমার সাথে জাহাজে আগত বন্ধু-বান্ধব) একদল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে (তাঁর সাথে ইশার নামায পড়ার জন্য) যেতো। আবু মূসা বলেন, একদিন (পালাক্রমে) আমি ও আমার সঙ্গী-সাথীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গেলাম। তিনি সেদিন কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই 'ইশার নামাযের জন্য আসতে দেরী করলেন। এমনকি অর্ধেক রাত গড়িয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসলেন এবং তাদের সাথে করে নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে কিছু অবহিত করছি। তোমরা সু-সংবাদ গ্রহণ করো। কারণ এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত যে, এই মুহূর্তে তোমরা ছাড়া অন্য কোন মানুষই নামায পড়ছে না। অথবা (কথাটা এইভাবে) বললেন যে তোমরা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ-ই নামায পড়লো না। (আবু মূসা বলেন,) এ দুটি কথার মধ্যে কোন্ কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। আবু মূসা বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যা শুনলাম তাতে অত্যন্ত খুশী হয়ে ফিরে আসলাম।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ

أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِمَامًا وَخِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَلِكَ قَالَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَلِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ عَطَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا وَخِلْوًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا وَسَطًا لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً

১৩৩৭। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইশার নামায যাকে লোকে আতামা বলে থাকে– পড়ার জন্য আপনার কাছে কোন সময়টা সব চেয়ে পছন্দীয়? (তা জানতে পারলে) ইমাম হয়ে বা একাকী থেকে আমিও সেই সময়ে ইশার নামায পড়তাম। একথা শুনে আতা বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে বলতে শুনেছি। নবী (সা) একদিন ইশার নামায পড়তে বেশ দেরী করে ফেললেন। এমনকি লোকজন (মসজিদে) ঘুমিয়ে পড়লো। পরে জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। এরপর তারা আবার জেগে উঠলে 'উমার ইবনুল খাত্তাব উঠে গিয়ে (রাসূলুল্লাহ সা.-কে) বললেন, নামাযের সময় হয়েছে। আতা বলেন 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন– অতঃপর নবী (সা) আসলেন। আমি যেন এই মুহূর্তেও দেখছি নবী (সা)-এর চুল থেকে পানি টপকে পড়ছে। আর তিনি মাথার একপাশে হাত দিয়ে আছেন। তিনি

বললেন ঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে এরকম সময়েই (ইশার) নামায পড়ার আদেশ করতাম। ইবনে জুরাইজ বলেন-- নবী (সা)-এর মাথার উপর কিভাবে হাত রাখার কথা 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে বলেছেন আমি তা 'আতাকে দেখাতে বললাম। তখন 'আতা তার আঙ্গুলগুলো কিছুটা ছড়ালেন এবং আঙ্গুলের পার্শ্বদেশ মাথার পার্শ্বভাগে রাখলেন। অতঃপর আঙ্গুলগুলো মাথার ওপর দিয়ে টেনে নীচের দিকে নিয়ে আসলেন। এরূপ এমনভাবে করলেন যে বৃদ্ধাঙ্গলি মুখমণ্ডলের দিকে কানের পার্শ্ব স্পর্শ করলো। অতঃপর কপালের পার্শ্বদেশ ও দাড়ির প্রান্তভাগ পর্যন্ত টেনে নিলেন। এ সময় খুব জোরে চাপ দিচ্ছিলেন না আবার আঙ্গুলগুলো খুব শিথিলও করছিলেন না। শুধু আলতোভাবে টেনে নিচ্ছিলেন। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা) সেই রাতে 'ইশার নামাযে কত দেরী করেছিলেন বলে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি জানিনা। 'আতা বললেন, ইশার নামায আমি ইমাম হিসেবে পড়ি কিংবা একা পড়ি নবী (সা) ওই রাতে যেভাবে দেরী করে পড়েছেন সেইভাবে দেরী করে পড়াই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়। তবে লোকের সাথে জামায়াতে ইমাম হয়ে নামায পড়াকালে কিংবা একাকী পড়াকালে এই সময়টা যদি তোমার জন্য কষ্টকর হয় তাহলে মাঝামাঝি সময়ে পড়ো। বেশী আগেও পড়ো না কিংবা বেশী বিলম্বেও করোনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

১৩৩৮। জাবির ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামায দেরী করে পড়তেন।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلاَتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلاَتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلاَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ يُخَفِّفُ

১৩৩৯। জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের মত করেই নামায পড়তেন। তবে তিনি ইশার নামায তোমাদের চেয়ে একটু দেরী করে পড়তেন। আর তিনি নামায হালকা করে পড়তেন। আবু কামেল বর্ণিত হাদীসে 'ইউখিফফু শব্দটির স্থানে ইউখাফ্‌ফিফু' শব্দ উল্লেখ আছে। তবে উভয় শব্দের অর্থ একই।

وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر

قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل

১৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ গেঁয়ো অশিক্ষিত লোকেরা যেন তোমাদের নামাযের নামকরণের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার না করে বসে। জেনে রাখো নামাযের নাম হলো ইশা। আর তারা উট দোহন করতে দেরী করে তাই এই নামাযকেও তারা 'আতামা' বলে।

টীকা ঃ কুরআন মজীদে রাতের নামাযের নাম ইশা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাম্য আরবরা 'ইশার নামাযকে 'আতামা' বলে অভিহিত করে থাকে। কারণ তারা উট দোহন করতে বেশ বিলম্ব করে। অর্থাৎ রাতের অন্ধকার গভীর ও গাঢ়তর হলে তারা উট দোহন করে। এ কারণে বলা হয়েছে– তোমরা এ নামাযকে ইশার নামায বলবে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان

عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل

১৩৪১। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গেঁয়ো অশিক্ষিত লোকেরা যেন তোমাদেরকে ইশার নামাযের নামকরণের ব্যাপারে প্রভাবান্বিত না করে বসে। কেননা আল্লাহর কিতাবে এই নামাযের নাম ইশা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো তারা (গ্রাম্য লোকেরা) উট দোহনে অনেক বিলম্ব করে থাকে।

টীকা ঃ আরবী 'আতামা' শব্দের অর্থ হলো– দেরী করা, বিলম্ব করা। গ্রাম্য আরবরা উটের দুধ দোহনে দেরী করতো। আর ইশার নামায যেহেতু সন্ধ্যার পরে দেরী করে পড়া হতো, তাই তারা ইশার নামাযকে 'আতামা'

বলতো। কিন্তু কুরআন মজীদে এই নামাযকে 'ইশার নামায বলে উল্লেখ করার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) এই নামাযের 'আতামা' নামকরণ পছন্দ করেননি। সুতরাং হাদীসটিতে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে গ্রাম্য আরবরা 'ইশার নামাযকে 'আতামা' বলে তাই তোমরাও একে আতামা বলবে না। বরং কুরআনে উল্লেখিত নামটি বলবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

ফজরের নামায খুব সকালে অন্ধকার থাকতে পড়া এবং কিরায়াতের পরিমাণের বর্ণনা।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

১৩৪২। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) মু'মিন মহিলারা নবী (সা)-এর সাথে ফজরের নামায পড়তেন এবং তারপর সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে ঘরে ফিরতেন। (তখনও এরূপ অন্ধকার থাকতো যে) তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না।

টীকা ঃ এ হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, নবী (সা) যখন ফজরের নামায শেষ করতেন তখনও বেশ অন্ধকার থাকতো। আর এ কারণেই ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফেয়ী (র) এবং অধিকাংশ উলামা অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

و حدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاَةِ

১৩৪৩। নবী (সা)-এর স্ত্রী 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঈমানদার স্ত্রীলোকেরা সর্বাঙ্গে চাদর জড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ফজরের নামায পড়তো। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়তেন তাই নামায শেষে যখন তারা ঘরে ফিরতো তখনও তাদেরকে চেনা যেতো না।

وحَدَّثَنَا نَصْرُ

ابْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَ إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّفَاتٍ

১৩৪৪। ‘আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, নামায শেষে মেয়েরা শরীরে চাদর জড়িয়ে ঘরে ফিরতো। কিন্তু তখনও এরূপ অন্ধকার থাকতো যে তাদের কাউকে চেনা যেতো না। আনসারী তার বর্ণিত হাদীসে ‘মুতালাফ্‌ফিয়াতু’ শব্দের স্থানে ‘মুতালাফ্‌ফিফাতু’ উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ «قَالَ» كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

১৩৪৫। মুহাম্মাদ ইবনে ‘আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ মদীনাতে আসলে আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর প্রচণ্ড গরম থাকতে, আসরের নামায সূর্যের আলো উজ্জ্বল থাকতে, মাগরিবের নামায সূর্য অস্তমিত হতে এবং ইশার নামায কখনো দেরী করে এবং কখনো আগে ভাগেই পড়তেন। যখন দেখতেন যে লোকজন সব এসে গিয়েছে তখন আগে ভাগেই পড়তেন। কিন্তু লোকজনের আসতে দেরী দেখলে তিনিও দেরী করে পড়তেন। আর ফজরের নামায বেশ অন্ধকার থাকতেই পড়তেন।

وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر

১৩৪৬। 'উবায়দুল্লাহ ইবনে মু'আয তার পিতা মু'আয, শু'বা এবং মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর ইবনুল হাসান ইবনে আলীর মাধ্যমে গুনদার বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি শুরু করা হয়েছে এভাবে-মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনুল আলী বলেছেন ঃ হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) নামায দেরী করে পড়তেন। তাই আমরা জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت آنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة

১৩৪৭। সাইয়ার ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি আমার পিতা সালামা আবু বারযাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি সাইয়ার ইবনে সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নিজে কি জিজ্ঞেস করতে শুনেছো? একথা শুনে সাইয়ার বললেন ঃ হাঁ, আমার মনে হচ্ছে যেন আমি এখনই জিজ্ঞেস করতে শুনছি। সাইয়ার ইবনে সালামা বললেন, আমি শুনলাম আমার পিতা তাকে (আবু বারযা) রাসূলুল্লাহর (সা) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে আবু বারযা বললেন,

ইশার নামায পড়তে রাত দ্বি-প্রহর পর্যন্ত দেরী করতে রাসূলুল্লাহ (সা) মোটেই দ্বিধা করতেন না। তবে ইশার নামায না পড়ে ঘুমানো এবং ইশার নামাযের পরে কথাবার্তা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। শুবা বলেন, পরে এক সময়ে আবার আমি সাইয়ার ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাত করে তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়লেই যোহরের নামায পড়তেন। আর আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যে নামায শেষ করে লোকে মদীনার শহরতলীর দূরবর্তী স্থানে গিয়ে পৌঁছার পরও সূর্যের তেজ থাকতো। এরপর সাইয়ার ইবনে সালামা বললেন ঃ মাগরিবের নামায কোন সময় পড়ার কথা তিনি বলেছিলেন তা আমি মনে করতে পারছিনা। সালামা বলেছেন ঃ পরে আবার এক সময়ে আবু বারযার সাথে সাক্ষাত করে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি ফজরের নামায এমন সময় পড়তেন যে নামায শেষে লোকজন তার পাশের পরিচিত লোকের দিকে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারতো। আবু বারযা আরো বলেছেন, ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) ষাট থেকে সত্তরটি পর্যন্ত আয়াত পড়তেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ

১৩৪৮। সাইয়ার ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু বারযাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামায দেরী করে মধ্যরাতে পড়তে কোন দ্বিধা বা ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তবে তিনি ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না। হাদীসের বর্ণনাকারী শুবা বলেছেন, পরবর্তী সময়ে আমি আবার আবু বারযার সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আগের কথার সাথে একথাটুকু যোগ করে বললেন ঃ অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে 'ইশার নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ (সা) ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ

১৩৪৯। আবুল মিনহাল সাইয়ার ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু বারযা আল-আসলামীকে বলতে শুনেছি। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে পড়তেন। তিনি ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। আর ফজরের নামাযের ষাট থেকে একশ' আয়াত পর্যন্ত পড়তেন এবং এমন সময় নামায শেষ করেন যখন আমরা পরস্পরকে মুখ দেখে চিনতে পারতাম।

টীকা ঃ উল্লেখিত কয়েকটি হাদীসেই ইশার নামায পড়ার পূর্বে ঘুমানো রাসূলুল্লাহ (সা) অপছন্দ করেছেন বলে উল্লেখ আছে। বিশেষ কারণেই নবী (সা) এরূপ বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কেউ ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমালে নামায কাযা হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা থাকে। তবে যদি কেউ রুগ্ন হয় এবং তার রোগ নিরাময়ের জন্য ঘুম একান্ত দরকার হয় কিংবা নামাযের সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ার লোক থাকে তাহলে ঘুমানো যেতে পারে।

আর ইশার নামাযের পরে কথাবার্তা নবী (সা) অপছন্দ করতেন তা শুধু খোশগল্প বা গাল-গল্প করার ব্যাপারে প্রযোজ্য। কারণ এভাবে রাত জেগে অনর্থক সময় নষ্ট হয়। স্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফজরের নামাযও কাযা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং 'ইশার নামাযের পর গাল-গল্প বা অনর্থক কথাবার্তা বলা সব ইমাম ও উলামায়ে কেরাম মাকরূহ বলে মনে করেন।

কিন্তু কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা যদি কোন উপকারী বিষয়ে হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কাউকে ভাল উপদেশ দান করা, শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ করা, রাত্রে আগত মেহমানের সাথে আলাপ করা, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে গৃহস্বামীর তার পরিবারের লোকদের সাথে আলাপ করা, কোন বিপদ-আপদে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য আলাপ-আলোচনা করা, কারো ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য কারো কাছে সুপারিশ করা, মানুষের সংস্কার ও সংশোধনের জন্য ওয়াজ-নসীহত করা, হক ও নাহক সম্পর্কে কাউকে বুঝানো, দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা– এরূপ যত কাজ আছে সে বিষয়ে আলোচনা করাতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

উত্তম সময়ে নামায না পড়ে দেরী করে নামায পড়া মাকরূহ। ইমাম এরূপ করলে মুক্তাদীদের করণীয়।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ

الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا

১৩৫০। আবু যার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ তুমি যদি এমন ইমামের অধীনস্থ হয়ে পড়ো যে উত্তম সময়ে নামায না পড়ে দেরী করে পড়বে তাহলে কি করবে? আবু যার বলেন– একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম (হে আল্লাহর রাসূল), এরূপ অবস্থায় পতিত হলে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ করছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি উত্তম সময়ে নামায পড়ে নেবে। তারপরে যদি তাদের সাথে অর্থাৎ ইমামের সাথে জামায়াতে নামায পাও তাহলে তাদের সাথেও পড়বে। **এটা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। তবে বর্ণণাকারী খালাফ তার বর্ণনায় "আন ওয়াক্তিহা" কথাটা উল্লেখ করেননি।**

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ

১৩৫১। আবু যার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে আবু যার! আমার পরে অচিরেই এমন সব আমীর বা শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা একেবারে শেষ ওয়াক্তে নামায পড়বে। এরূপ হলে তুমি কিন্তু সময় মত (নামাযের উত্তম সময়ে) নামায পড়ে নেবে। পরে যদি তুমি তাদের সাথে নামায পড়ো তাহলে তা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে তুমি অন্ততঃ তোমার নামায রক্ষা করতে সক্ষম হলে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً

১৩৫২। আবু যার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আমীরের বা নেতার আদেশ শুনতে ও মানতে আদেশ করেছেন যদিও সে একজন হাত-পা কাটা ক্রীতদাস হয়। আর আমি যেন সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) নামায পড়ি। এরপরে তুমি যদি দেখ যে লোকজন (জামায়াতে) নামায পড়ে নিয়েছে তাহলে তুমি তো আগেই তোমার নামায হেফাজত করেছো। অন্যথায় (অর্থাৎ, তাদের সাথে জামায়াতে নামায পেলে) তা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।

وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي

حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل

১৩৫৩। আবু যার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার উরুর ওপর সজোরে হাত মেরে বললেন ঃ যারা সময়মত নামায না পড়ে দেরী করে পড়ে, তোমাকে যদি এমন লোকদের মাঝে থাকতে হয় তাহলে কি করবে? বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত বলেন– আবু যার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) নামায পড়ে নাও এবং নিজের কাজে চলে যাও। তারপর যখন নামায পড়া হবে তখন যদি তুমি মসজিদে উপস্থিত থাকো তাহলে (তাদের সাথে জামায়াতে) নামায পড়ে নাও।

وحدثني زهير بن حرب

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال

صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي

১৩৫৪। আবুল আলীয়া আল-বাররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) 'আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ নামায পড়তে দেরী করলো। এরপরেই 'আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত আমার কাছে আসলেন। আমি তাকে একখানা চেয়ার পেতে দিলে তিনি বসলেন। তখন আমি তার কাছে 'আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কৃতকর্মের কথা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি ঠোঁট কামড়িয়ে সজোরে আমার উরুর ওপর হাত মেরে বললেন– আমিও এ ব্যাপারে আবু যারকে জিজ্ঞেস করছিলাম, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলে। আর আমি যেভাবে তোমার উরুর ওপরে সজোরে হাত মারলাম তেমনি তিনিও আমার উরুর ওপর হাত মেরে বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলে ঠিক তেমনি আমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আর আমি যেমন তোমার উরুর ওপর সজোরে আঘাত করলাম ঠিক তেমনি তিনিও আমার উরুর ওপর হাত মেরে বললেন ঃ তুমি সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) নামায পড়ে নেবে। তবে সবার সাথে জামায়াতে যদি নামায পড়ার সুযোগ হয় তাহলে তাদের সাথেও নামায পড়ে নেবে– এ ক্ষেত্রে বলবে না যে আমি নামায পড়ে নিয়েছি। তাই এখন আমি নামায পড়বো না।

وحَدَّثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ أَوْ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ

১৩৫৫। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সামেত আবু যার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার তাকে বললেন– তোমরা অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তুমি যদি এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করো যারা সময়মত নামায না পড়ে দেরী করে পড়ে তাহলে কি করবে? এরপর আবার নিজেই বললেন, তুমি সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) নামায পড়ে নেবে। তারপর জামায়াতে নামায হলে তাদের সাথেও নামায পড়ে নেবে। কারণ এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত কল্যাণের কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ

الصَّلَاةَ قَالَ فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذٰلِكَ فَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ

১৩৫৬। মাতার আবুল আলীয়া আল-বাররা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবুল 'আলীয়া আল্-বাররা) বলেছেন। আমি 'আবদুল্লাহ্ ইবনুস সামিতকে বললাম, আমি এমন সব আমীর বা নেতার পিছনে জুম'আর নামায পড়ি যারা দেরী করে নামায পড়ে থাকে। মাতার বলেন ঃ এ কথা শুনে আবুল আলীয়া আল-বাররা আমার উরুর ওপরে সজোরে এমন হাত দিয়ে চাপড়ালেন যে আমি ব্যথাই পেলাম। এবার তিনি বললেন– এ বিষযে আমি আবু যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও আমার উরুর ওপরে সজোরে হাত দিয়ে চাপড়িয়ে বললেন– আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এমতাবস্থায় তোমরা সময়মত (প্রথম ওয়াক্তে) নামায পড়ে নেবে। আর তাদের সাথে জামায়াতের নামাযকে নফল হিসেবে পড়বে। আবুল 'আলীয়া আল-বাররা আরো বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবনুল সামেত বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে (এ কথা বলার সময়) আল্লাহর নবীও (সা) আবু যারের উরুর ওপর সজোরে চাপড় দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

জামায়াতে নামায পড়ার মর্যাদা। জামায়াতে শরীক না হওয়া সম্পর্কে কঠোর উক্তি এবং জামায়াতে নামায আদায় করা ফরযে কিফায়াহ্ হওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

১৩৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জামায়াতে নামায পড়া তোমাদের কারো একাকী নামায পড়ার চাইতে পঁচিশ গুণ বেশী উত্তম।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

১৩৫৮। আবু হুরায়রা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ জামায়াতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী উত্তম। তিনি আরো বলেছেন ঃ রাতের কর্তব্যরত ফেরেশতারা এবং দিনের কর্তব্যরত ফেরেশতারা ফজরের নামাযের সময় একত্র হয়। একথা বলে আবু হুরায়রা বললেন, এক্ষেত্রে তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআনের আয়াত "ওয়া কুরআনাল ফাজর, ইন্না কুরআনাল ফাজরি কানা মাশ্‌হুদা" অর্থাৎ ফজরের ওয়াক্তের কুরআন পাঠে উপস্থিত থাকে।

وحدثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

১৩৫৯। আবু বকর ইবনে ইসহাক আবুল ইয়ামান, শু'আইব, যুহরী এবং সাঈদ ও আবু সালামার মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে মা'মারের নিকট হতে 'আবদুল আ'লা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা হাদীসটির বর্ণনা শুরু করেছেন এভাবে যে, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি....। তবে আবু বকর ইবনে ইসহাক তার বর্ণিত হাদীসে "খামসাঁও ওয়া ইসরীনা দারাজাতাম" এর পরিবর্তে "বি খামসাতিও ওয়া ইসরীনা জুযআন" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

وحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ

১৩৬০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এক ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে পড়া পঁচিশ ওয়াক্ত একাকী নামায পড়ার সমান।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانَ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ

১৩৬১। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ 'উমার ইবনে 'আতা ইবনে আবুল খুওয়ার নাফে' ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'য়েমের সাথে বসে ছিলেন। ঠিক সেই সময় জুহানী গোত্রের আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে যাব্বানের জামাই আবু 'আবদুল্লাহ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন নাফে ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম তাকে ডাকলেন। তিনি বললেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইমামের সাথে এক ওয়াক্ত নামায পড়া একাকী পঁচিশ ওয়াক্ত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

১৩৬২। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জামায়াতের সাথে পড়া নামায একাকী পড়া নামায থেকে সাতাশ' গুণ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ

১৩৬৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামায়াতে নামায পড়া তার একাকী পড়া নামায থেকে সাতাশ গুণ অধিক (মর্যাদাসম্পন্ন)।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

১৩৬৪। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আবু উসামার মাধ্যমে ইবনে নুমায়ের থেকে এবং ইবনে নুমায়ের তার পিতার মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে নুমায়ের তার পিতার মাধ্যমে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে বিশ গুণের বেশী মর্যাদায় কথা উল্লেখ করেছেন।

وحدثناه ابْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ

১৩৬৫। ইবনে রাফে ইবনে আবু ফুদাইক, দাহ্হাক, নাফে ও আবদুল্লাহ ইবনে উমারের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ বিশগুণের চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। (অর্থাৎ একাএকা নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামায পড়ার মর্যাদা বিশ গুণেরও বেশী।)

وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ

১৩৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) কোন এক ওয়াক্ত নামায জামায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সংখ্যক লোককে না পেয়ে বললেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছি যে কোন এক ব্যক্তিকে আমি নামাযে ইমামতি করার আদেশ করি এবং যারা নামাযের জামায়াতে আসেনা তাদের কাছে যাই এবং কাঠ-খড় দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে তাদের বাড়ী-

ঘর জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করি। তাদের কেউ যদি জানতো যে তারা একখণ্ড মোটা হাড্ডি পাবে তাহলে তারা অবশ্যই হাজির হতো। মোটা হাড্ডির কথা দ্বারা তিন 'ইশার নামাযকে বুঝিয়েছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

১৩৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'এশা ও ফজরের নামায পড়া মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো যে এ দুটি নামাযের পুরস্কার বা সওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দু'ওয়াক্তে জামায়াতে হাজির হতো। আমি ইচ্ছা করেছি নামায পড়ার আদেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ কিছু লোককে নিয়ে যারা নামাযের জামায়াতে আসেনা তাদের কাছে যাই এবং আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا

১৩৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি

মনস্থ করেছি যে, লোকজনকে জ্বালানী কাঠের স্তূপ করতে বলি। তারপর একজনকে নামাযে ইমামতি করতে আদেশ করি এবং লোকজনসহ গিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই, যারা জামায়াতে হাজির হয় না।

و حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر ابن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

১৩৬৯। যুহাইর ইবনে হারব আবু কুরাইব ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ওয়াকী জাফর ইবনে বুরকান, ইয়াযীদ ইবনুল আসাম ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

و حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو اسحق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم

১৩৭০। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) জুমআর নামায পড়তে আসে না এমন একদল লোক সম্পর্কে নবী (সা) বললেন ঃ আমার ইচ্ছা হয় যে এক ব্যক্তিকে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেই আর আমি গিয়ে যারা জুমআর নামায পড়তে আসেনা, আগুন লাগিয়ে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يارسول الله إنه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب

১৩৭১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) অন্ধ একটি লোক নবীর (সা) কাছে এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মত কেউ নেই।'

তাকে বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আবেদন জানালো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকটি যে সময় ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন নবী (সা) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন? তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বললো, হাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নবী (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি মসজিদে আসবে।

টীকা ঃ এই হাদীসে বর্ণিত অন্ধ লোকটি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যে ইমামগণ জামায়াতে নামায পড়া ফরযে আইন বলে মত প্রকাশ করেন এ হাদীস তাদের দলীল।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ

১৩৭২। আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ আমাদের ধারণা হলো মুনাফিক এবং রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই নামাযের জামায়াত পরিত্যাগ করে না। এ ধরনের লোকের মুনাফিকী স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহর (সা) সময় রুগ্ন ব্যক্তিও দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নামাযের জামায়াতে শরীক হতো। তিনি আরো বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের হেদায়াতে কথা শিখিয়েছেন। আর হেদায়াতের কথা ও পদ্ধতির মধ্যে যে মসজিদে আযান দিয়ে জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় সেই মসজিদে গিয়ে নামায পড়াও একটি।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي

هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ

১৩৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল কিয়ামতের দিন মুসলমান হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পেতে আনন্দবোধ করে সে যেন ঐসব নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে যেসব নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের পন্থা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব নামাযও হেদায়াতের পন্থাপদ্ধতি। যেমন এই ব্যক্তি নামাযের জামায়াতে হাযির না হয়ে বাড়ীতে নামায পড়ে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়ীতে নামায পড়ো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পন্থা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন ক'রে (নামায পড়ার জন্য) কোন একটি মসজিদে হাযির হয় তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ করবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি করে নেকী লিখে দেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে গোনাহ দূর করে দেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা মনে করি যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউ-ই জামায়াতে নামায পড়া ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামায়াতে হাযির হতো যাকে দুই জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে নামাযের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِى فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৩৭৪। আবুশ শা'সা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা আবু হুরায়রার (রা) সাথে মসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে মুয়াযযিন (নামাযের জন্য) আযান দিল। এই সময়ে এক

ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে থাকলো। আর আবু হুরায়রা (রা) তার প্রতি তাকিয়ে দেখতে থাকলেন। লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। এ দেখে আবু হুরায়রা (রা) বললেন ঃ এ ব্যক্তি তো আবুল কাসেম (সা)-এর নীতি ও পদ্ধতির নাফরমানী করলো।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ «هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ» عَنْ عُمَرَ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৩৭৫। আশআস ইবনে আবুশ্ শা'সা আল-মুহারেবী তার পিতা আবুশ শা'সা থেকে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা (আবুশ শাসা আল-মুহারেবী) বলেছেন, আমি শুনেছি আযানের পর এক ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে দেখে আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ লোকটি তো আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ লংঘন করলো।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে আযান দেয়ার পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে চলে যাওয়া জায়েয নয়। তবে যদি কারো শরীয়তের বিধানে গ্রহণযোগ্য কোন ওজর থাকে তাহলে সে যেতে পারবে এবং এতে কোন দোষ হবে না।

حدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

১৩৭৬। আবদুর রাহমান ইবনে আবু 'আমরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন মাগরিবের নামাযের পর উসমান ইবনে আফ্ফান মসজিদে এসে একাকী এক জায়গায় বসলেন। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন– ভাতিজা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। (তিনি বলেছেন) যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে এশার নামায পড়লো সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামায পড়লো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়লো সে যেন সারা রাত জেগে নামায পড়লো।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৩৭৭। যুহাইর ইবনে হারব মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল্লাহ আসাদীর মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ইবনে রাফে আবদুর রাযযাকের মাধ্যমে সুফিয়ান থেকে এবং সুফিয়ান আবু সাহল উসমান ইবনে হাকীম থেকে একই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثني نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ «يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ» عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

১৩৭৮। জুনদুব ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন-রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভূক্ত হলো। আর আল্লাহ যদি তোমাদের কারো কাছে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের বিনিময়ে কোন অধিকার দাবী করেন তাহলে তাকে এমনভাবে পাকড়াও করবেন যে উল্টিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

১৩৭৯। আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জুনদুব (ইবনে 'আবদুল্লাহ) আল-কাসরাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো সে আল্লাহর নিরাপত্তা লাভ করলো। আর আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর নিরাপত্তা প্রদানের হক কারো থেকে দাবী করে বসেন তাহলে সে আর রক্ষা পাবে না। তাই তাকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

و حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هرون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم

১৩৮০। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ইয়াযীদ ইবনে হারূন, দাউদ ইবনে আবু হিন্দ, হাসান এবং জুনদুব ইবনে সুফিয়ানের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে তিনি "ফা ইয়াকুববাহু ফী নারি জাহান্নামা" অর্থাৎ 'তাকে উল্টিয়ে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন' কথাটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

কোন (শরয়ী) ওজরের কারণে কাউকে জামায়াতে না আসার অনুমতি দান করা।

حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزير صنعناه له قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك

مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُلْ لَهُ ذٰلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يُرِيدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذٰلِكَ

১৩৮১। মাহমুদ ইবনুর রাবী, আনসারী বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারী সাহাবা ইতবান ইবনে মালিক রাসূলুল্লাহ (সা) র কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। অথচ আমি আমার কওমের লোকদের নামাযে ইমামতি করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে তাদের ও আমার এলাকার মধ্যবর্তী উপত্যকা প্লাবিত হয়ে যায়। তাই আমি মসজিদে গিয়ে নামায পড়াতে পারি না। (এভাবে আমিও জামায়াতে নামায পড়া থেকে বঞ্চিত হই।) হে আল্লাহর রাসূল, তাই আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে একটি জায়গায় নামায পড়বেন। সে স্থানটিকে আমি আমার নামাযের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে নেব। হাদীস বর্ণনাকারী মাহমুদ ইবনুর রাবী আনসারী বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, খুব শিগগীর আমি তা করবো। ইতবান ইবনে মালিক আনসারী বলেন ঃ পরদিন সকালে কিছুটা বেলা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) (আমার বাড়ীতে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলে তিনি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে না বসেই সোজা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরের কোন স্থানে নামায পড়লে তোমার ভাল হয়? আমি তখন তাকে ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললে আমরাও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দুই রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন 'ইতবান ইবনে মালিক আনসারী বলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ছোট ছোট টুকরা করে যে গোশত পাক করেছিলাম তা খাওয়ার জন্য তাঁকে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে বাধা দিলাম। ইতিমধ্যে (খবর ছড়িয়ে পড়াতে) আমাদের আশেপাশের বাড়ীর লোকজন ছুটে আসলো। শেষ পর্যন্ত ঘরে বেশ কিছুসংখ্যক লোক জমে গেল। তাদের মধ্যে একজন বললো, মালিক ইবনে দুখশুন কোথায়? (তাকে তো দেখছি না!) অন্য একজন বলে উঠলো, আরে, সে তো মুনাফিক। সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মোটেই পছন্দ করেনা। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তার সম্পর্কে এভাবে বলোনা। তুমি কি মনে করো না যে, সে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কালিমা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই বলে বিশ্বাস

করেছে। ইতবান ইবনে মালিক আনসারী বলেন, একথা শুনে উপস্থিত সবাই বললো, আল্লাহ এবং তার রাসূলই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। একজন বললো, আমরা দেখি সে মুনাফিকদের সাথে হাসিমুখে আলাপ করে এবং তাদের (উপদেশ দানের মাধ্যমে) কল্যাণ কামনা করে বা তাদের সাথে সলাপরামর্শ করে। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই বলে ঘোষণা করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখের জন্য হারাম করেছেন। বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন– পরে আমি বনী সালেম গোত্রের নেতৃস্থানীয় হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আনসারীকে মাহমুদ ইবনুর রাবী বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি হাদীসটির সত্যতা স্বীকার করলেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَحَلَفْتُ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عِتْبَانَ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نُرَى أَنَّ الأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَغْتَرَّ فَلاَ يَغْتَرَّ

১৩৮২। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে ও আরদ ইবনে হুমায়েদ উভয়ে আবদুর রাযযাক, মা'মার, যুহরী ও মাহমুদ ইবনুর রাবী'র মাধ্যমে ইতবান ইবনে মালিক থেকে ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। (হাদীসটির বর্ণনা শুরু হয়েছে এভাবে) ইতবান ইবনে মালিক বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গেলাম। তবে এ হাদীসে তিনি এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি বলে উঠলো মালিক ইবনুদ দুখশুন অথবা বললো (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মালিক ইবনুদ দুখাইশেন কোথায়? তিনি হাদীসটিতে আরো অধিক এতটুকু কথা বলেছেন যে, মাহমুদ ইবনুর রাবী বলেছেন, আমি এ হাদীসটি একদল লোকের কাছে বর্ণনা করলাম। তাদের মধ্যে (সাহাবা) আবু আইয়ুব আনসারীও ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি যা বললে আমার মনে হয় না রাসূলুল্লাহ

(সা) তা বলেছেন। মাহ্মুদ ইবনুর রাবী বলেন, এ কথা শুনে আমি এ মর্মে শপথ করলাম যে ইতবান ইবনে মালিককে আবার জিজ্ঞেস করার জন্য তার কাছে ফিরে যাবো। তিনি বলেছেন ঃ অতঃপর আমি তার কাছে গেলাম। তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন তার কওমের ইমাম। আমি গিয়ে পাশে বসে এই হাদীসটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি আমাকে অবিকল প্রথমবারের মত করে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী যুহরী বলেছেন, এ ঘটনার পরেও আরো অনেক ফরয ও অন্যান্য বিষয়ে হুকুম আহ্কাম নাযিল হয়েছে। আমরা মনে করি যে (হুকুম-আহকামের) বিষয়টি এর পরেই শেষ হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ধোকায় পড়তে না চায় সে যেন এর দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইতবান ইবনে মালিকের বাড়ীতে গিয়ে তার ঘরে দুই রাকআত নামায পড়লেন। ইমাম যুহরীর বক্তব্য হলো এরপরেও আরো অনেক ফরয এবং অন্যান্য বিষয়ে হুকুম-আহকাম নাযিল হয়েছে। সুতরাং ঐ দুই রাকআত নামাযকে চূড়ান্ত হুকুম মনে করা ঠিক নয়। তাই এক্ষেত্রে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر

১৩৮৩। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম, আওযায়ী ও যুহরীর মাধ্যমে মাহমুদ ইবনুর রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মাহমুদ ইবনুর রাবী) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বাড়ীতে একটি বালতি থেকে পানি নিয়ে যে কুল্লি করেছিলেন তা আমার এখনও মনে আছে। মাহমুদ ইবনুর রাবী বলেন, ইতবান ইবনে মালিক আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি এভাবে হাদীসটি বর্ণনা করে "ফাসাল্লা বিনা রাক'আতাইনে ওয়া হাবাস্না রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হা 'আলা জাশীশাতিন সানা'নাহু লাহু"। অর্থাৎ তিনি আমাদের সাথে নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন। আর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য পাকানো জাশীশা নামক খাবার খেতে তাকে ঠেকিয়ে রাখলাম পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। তবে এরপরে ইউনুস ও মা'মার বর্ণিত অতিরিক্ত কথাটুকু তিনি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

নফল নামায জামায়াতে পড়া জায়েয। আর চাটাই, খেজুরের ছোট পাটি এবং কাপড় ইত্যাদির ওপর নামায পড়াও জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

১৩৮৪। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তাঁর দাদী মুলাইকা তার নিজের হাতে প্রস্তুত একটি খাবার খেতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাওয়াত দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা খেলেন। খাবার শেষে তিনি বললেন ঃ তোমরা সবাই উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের (বরকত ও কল্যাণের) জন্য নামায পড়বো। আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ আমি উঠে গিয়ে আমাদের একটি চাটাইয়ের ওপর দাঁড়ালাম যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে কালো বর্ণ ধারণ করেছিলো। আমি সেটির ওপর কিছু পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ চাটাইয়ের ওপর দাঁড়ালেন। তখন আমি এবং একটি ইয়াতীম বালক তাঁর পিছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধা মহিলারা দাঁড়ালেন আমাদের পিছনে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং তারপর চলে গেলেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে নফল নামায জামায়াতে পড়া জায়েয বলে প্রমাণিত হয়।

وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ثُمَّ يُنْضَحُ ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ

১৩৮৫। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আখলাক বা নৈতিক চরিত্রের বিচারে রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। অনেক সময় এমন হয়েছে যে তিনি আমাদের ঘরে থাকতেই নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি যে বিছানার ওপর থাকতেন সেটিই ঝেড়ে ফেলে পানি ছিটিয়ে দিতে বলতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে ইমামতি করতেন। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়াতাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করতেন। বর্ণনাকারী আবুত তাহইয়া বলেন ঃ আনাস ইবনে মালিকের বাড়ীর বিছানা খেজুর পাতায় তৈরী হতো।

حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم «في غير وقت صلاة» فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه

১৩৮৬। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন নবী (সা) আমাদের বাড়ীতে আসলেন। তখন সেখানে শুধু আমি, আমার মা এবং আমার খালা উম্মে হারাম ছিলাম। নবী (সা) (আমাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ উঠ, আমি তোমাদের নিয়ে নামায পড়বো। তখন কোন ফরয নামাযের ওয়াক্ত ছিলো না। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। এক ব্যক্তি (হাদীস বর্ণনাকারী সাবিতকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সা) আনাসকে তাঁর কোন পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন? তিনি (সাবিত) বললেন ঃ তিনি তাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন। অতঃপর নবী (সা) আমাদের পরিবারের সবার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সব রকম কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আমার মা তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এই ক্ষুদ্র খাদেমের (আনাস) জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। নবী (সা) আমার জন্য সব রকমের কল্যাণের দু'আ করলেন। দু'আর শেষভাগে তিনি যা বললেন তা হলো ঃ হে আল্লাহ, তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও এবং এতে তাকে বরকত দান কর।

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن

أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

১৩৮৭। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এবং তার মা অথবা খালাকে সাথে করে নামায পড়লেন। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) আমাকে তাঁর ডাইনে দাঁড় করালেন এবং মেয়েদের পিছনে দাঁড় করালেন।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

১৩৮৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না মুহাম্মাদ ইবনে জাফর থেকে এবং যুহাইর ইবনে হারব এবং আবদুর রাহমান ইবনে মাহ্দী শুবা থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ

১৩৮৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবীর (সা) স্ত্রী মায়মুনা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়তেন আর আমি তাঁর পাশেই থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন কোন কোন সময় তাঁর কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করতো। আর নবী (সা) চাটাইয়ের ওপর নামায পড়তেন।

وحدثنا

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا

عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

১৩৯০। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু সাঈদ খুদরী (সা) বলেছেন যে, তিনি (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) চাটাইয়ের ওপর নামায পড়ছেন এবং চাটাইয়ের ওপরই সিজদা করছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

জামায়াতের সাথে ফরয নামায পড়া, নামাযের সময়ের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করা এবং বেশী বেশী পদক্ষেপে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার মর্যাদা।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

১৩৯১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে জামায়াতে নামায পড়লে তা তার বাড়ীতে বা বাজারে নামায পড়ার চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। কারণ কোন লোক যখন নামাযের জন্য ওযু করে এবং ভালভাবে ওযু করে মসজিদে আসে তাকে নামায ছাড়া আর কিছুই মসজিদে আনে না। আর সে নামায ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যও পোষণ করেনা। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সে যখনই পদক্ষেপ করে তখন থেকে মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতিটির বদলে ওই ব্যক্তির

মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ যেন সে নামাযরত থাকে। আর তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার পর নামাযের স্থানেই বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে হে আল্লাহ, তুমি তার ওপরে রহমত বর্ষণ করো। হে আল্লাহ, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি তার তওবা কবুল করো। এরূপ দু'আ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ওযু নষ্ট না করে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

১৩৯২। সাঈদ ইবনে আমর ইবনে আশআসী 'আবসার থেকে মুহাম্মাদ ইবনে বাক্কার ইবনে রাইয়ান ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ইবনে আবু হাতেমের মাধ্যমে শু'বা থেকে এবং সবাই একই সনদে আ'মাশ থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ

১৩৯২ক। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের পর উক্ত স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা এই বলে তার জন্য দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লহ, তুমি তাকে রহমত দান করো। এরূপ দু'আ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে যতক্ষণ সে নামাযের জন্য বসে থাকে এবং যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ

১৩৯৩। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত জায়নামাযে বসে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযরত থাকে। আর ফেরেশতারাও ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি তাকে রহম করো। (আর ফেরেশতারা) ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ সে সেখান থেকে উঠে চলে না যায় কিংবা যতক্ষণ ওযু নষ্ট না করে। হাদীস বর্ণনাকারী রাফে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম 'হাদাস' বা ওযু নষ্ট করা কাকে বলে। তিনি বললেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু নিঃসরণ করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ

১৩৯৪। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য কোন ব্যক্তি অপেক্ষা করে এবং শুধু নামাযের কারণেই সে ঘরে (পরিবার পরিজনের কাছে) ফিরে যায় না ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন নামাযরত অবস্থায়ই থাকে (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করলো ততক্ষণ সে নামায পড়লো বলেই ধরে নেয়া হবে)।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

১৩৯৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযের জন্য অপেক্ষা করে তখন ওযু ভঙ্গ না করা পর্যন্ত সে যেন নামাযরত থাকলো। এই সময় ফেরেশতারা এই বলে তার জন্য দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ, তুমি তাকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ, তুমি তার প্রতি রহম করো।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ هَذَا

১৩৯৬। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে আবদুর রায্যাক, মা'মার হুমাম ইবনে মুনাব্বিহ ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ

১৩৯৭। আবু মূসা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার হাঁটার পথ (অর্থাৎ ঘর) মসজিদ থেকে বেশী দূরে সে নামাযের অধিক সওয়াব লাভের হকদার। আর যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা ক'রে ইমামের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়ে সে ঐ ব্যক্তির চাইতে বেশী সওয়াবের হকদার যে একাকী নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবু কুরাইবের বর্ণনাতে "হাত্তা ইউসাল্লীহা মা'আল ইমাম ফী জামায়াতিন" অর্থাৎ "জামায়াতে ইমামের সাথে নামায পড়ে" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ

১৩৯৮। উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি একটি লোক সম্পর্কে জানি যার বাড়ী মসজিদ থেকে আর কোন লোকের বাড়ী অপেক্ষা দূরে ছিলনা। জামায়াতের সাথে কোন ওয়াক্তের নামায পড়া তিনি ছাড়তেন না। উবাই ইবনে কাব বলেন ঃ তাকে বলা হলো অথবা (বর্ণনাকারী আবু উসমান নাহদীর সন্দেহ) আমি বললাম ঃ যদি তুমি একটি গাধা কিনে নাও এবং তার পিঠে আরোহণ করে রাতের অন্ধকারে এবং রোদের মধ্যে নামায পড়তে আসে তাহলে তো বেশ ভালই হয়। একথা শুনে সে বললো ঃ আমার বাড়ী মসজিদের পাশেই হোক তা আমি পছন্দ করিনা। আমি চাই মসজিদে হেঁটে আসা এবং মসজিদ থেকে ঘরে আমার পরিবার পরিজনের কাছে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার জন্য (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ হোক। তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ মহান আল্লাহ তোমার জন্য অনুরূপ সওয়াবই একত্রিত করে রেখেছেন।

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه

১৩৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আ'লা মুতামার ইবনে সুলায়মান থেকে এবং ইসহাক ইবনে ইবরাহীম জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (মু'তামার ইবনে সুলায়মান এবং জারীর) আবার তায়মী থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت

১৪০০। উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক আনসারী ছিল যার বাড়ী মদীনার অন্য লোকদের বাড়ীর তুলনায় (মসজিদে নববী থেকে) দূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু

সে জামায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়তো না। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, আমরা তার জন্য সমবেদনা অনুভব করলাম। তাই তাকে বললাম, হে অমুক! আপনি যদি একটি গাধা খরিদ করে নিতেন তাহলে সূর্যের ক্ষরতাপ থেকে রক্ষা পেতেন এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় থেকেও নিরাপত্তা লাভ করতে পারতেন। সে বললো, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ (সা)-এর ঘরের সাথেই আমার ঘর হোক তা আমি পছন্দ করিনা। তার এই কথা আমার কাছে খুবই দুর্বিষহ মনে হলো। তাই আমি নবী (সা)-র কাছে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে– সে পুনরায় অনুরূপ কথা বললো। সে একথাও বললো যে, এভাবে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সওয়াব বা পুরস্কার আশা করে। একথা শুনে নবী (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি যা আশা করেছো তা তুমি অবশ্যই লাভ করবে।

وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة ح وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الاسناد نحوه

১৪০১। সাঈদ ইবনে আমর আশ'আসী ও মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে উ'আইনা থেকে এবং সাঈদ ইবনে আযহার ওয়াসেতী ওয়াকীর মাধ্যমে উবাই থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা সবাই 'আসেমের মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح ابن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحق حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة

১৪০২। আবুয যুবায়ের বলেছেন, আমি শুনেছি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন। আমাদের বাড়ী মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। আমরা মসজিদের আশেপাশে বাড়ী নির্মাণের জন্য ঐ বাড়ী ঘর বেচে ফেলতে মনস্থ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা করতে নিষেধ করলেন। তিনি (আমাদের সম্বোধন করে) বললেন ঃ (নামাযের জন্য মসজিদে আসার) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তোমাদের মর্যাদা ও সওয়াব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن

عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَابَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ

১৪০৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মসজিদে নব্বীর পাশে কিছু জায়গা খালি হলে বনু সালেমা গোত্র সেখানে এসে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করলো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের (বনু সালেমা গোত্রের লোকদের) উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসতে চাও। তারা বললো– হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তাই মনস্থ করেছি। একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ হে বনু সালেমা গোত্রের লোকেরা, তোমরা তোমাদের ঐ বাড়ীতেই থাক। কারণ, তোমাদের নামাযের জন্য মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা ঃ নামাযের জন্য মসজিদে আসার সময় মানুষ যতবার পা ফেলে ততবার পা ফেলার বিনিময়ে তার জন্য সওয়াব লিখিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি যত দূরত্ব অতিক্রম করে আসে তার সওয়াবও তত বেশী হয়। সুতরাং বনু সালেমা গোত্র দূর থেকে মসজিদের কাছে চলে আসলে দূরত্ব কম হওয়ার কারণে তাদের সওয়াব কমে যাবে। তাই নবী (সা) তাদের বাড়ী মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত করতে নিষেধ করলেন।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَابَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا

১৪০৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মসজিদে নব্বীর পাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। এক সময় বনু সালেমা গোত্রের লোকজন মসজিদে নব্বীর কাছে এসে উক্ত খালি স্থানে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করলো। বিষয়টি নবী (সা) গোচরীভূত হলে তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ হে বনু সালেমা গোত্রের লোকজন, তোমরা তোমাদের বর্তমান ঘর-বাড়ীতেই থাক। নামাযের জন্য মসজিদে আসতে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ (পদক্ষেপের বিনিময়ে সওয়াব) লিখিত হয়। নবী (সা)-এর একথা শুনে তারা বললো ঃ আমরা এতে (একথায় এতো খুশী হলাম যে) আমাদের বাড়ি-ঘর স্থানান্তরিত করে মসজিদের কাছে আসলেও তত খুশী হতাম না।

حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

১৪০৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পাক-পবিত্র হয়ে (ওযু করে) তারপর কোন ফরয নামায পড়ার জন্য আল্লাহ্‌র কোন ঘরে (মসজিদে) যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপের একটিতে গুনাহ ঝরে পড়ে এবং অপরটিতে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيْثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

১৪০৬। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান আবু হুরায়রার মাধ্যমে বর্ণনা করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন...., তবে অপর বর্ণনাকারী বকর বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো বাড়ীর দোর গোড়ায়ই যদি একটি নদী থাকে। আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? এ ব্যাপারে তোমরা কি বলো? সবাই বললো ঃ না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবেনা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এটিই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সব গুনাহ মুছে নিঃশেষ করে দেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ

الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ وَمَا يُبْقِي ذٰلِكَ مِنَ الدَّرَنِ

১৪০৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে তোমাদের কারোর বাড়ীর দোর গোড়া দিয়ে দুকূল ছাপিয়ে উঠা। প্রবহমান নদীর সাথে উপমা দেয়া যেতে পারে। আর ঐ নদীতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান বলেছেন ঃ এভাবে (গোসল করলে) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবেনা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

১৪০৮। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় নামায পড়তে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তা'আলা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারীর উপকরণ প্রস্তুত করেন।

টীকা ঃ হাদীসটিতে আরবী 'নুযূল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবীতে 'নুযূল' বলতে বুঝায় কোন সম্মানিত মেহমানের আগমনে তাকে আপ্যায়ন করা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে খাবার আয়োজন করা হয়। এ হাদীসটি থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও ইশা তথা পাঁচওয়াক্ত নামায যারা মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করে তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। আর সেখানেও তাদেরকে সাধারণভাবে গ্রহণ করা হবে না। বরং মহান আল্লাহর মেহমান হিসেবে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করা হবে। সুতরাং মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা কত বেশী তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর ইসলামী জীবন বিধানে নামাযের গুরুত্ব কত তাও এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

সকালে ফজরের নামাযের পর জায়নামাযে বসে থাকার ও মসজিদের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي

فِيهِ الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ

১৪০৯। জাবির ইবনে হারব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইবনে সামুরাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি (ফজরের নামাযের পর) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বসতেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অনেক দিন বসেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের যে জায়গায় ফজরের নামায (সুবৃহুন ও গাদাতুন) পড়তেন সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে উঠতেন না। সূর্য উদিত হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে উঠতেন। লোকজন তখন জাহেলী যুগের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতো। এসব ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে লোকজন হাসতো আর তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) মুচকি হাসতেন।

টীকা ঃ জাহেলী যুগের কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেদের অজ্ঞতা দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে হাসতো। কারণ তারা বুঝতে পারতো যে জাহেলী যুগে তারা যা কিছু করেছে তা কত অসার ও যুক্তিহীন। আর ইসলাম কত যুক্তিগ্রাহ্য।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

১৪১০। জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (সা) ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য স্পষ্টভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামাযের জায়গায় বসে থাকতেন।

وحدثنا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولَا حَسَنًا

১৪১১। কুতাইবা ও আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আবুল আহওয়াস থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও ইবনে বাশ্‌শার মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ও শু'বার মাধ্যমে এবং তারা উভয়ে (আবুল আহওয়াস ও শু'বা) সাম্মাকের মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।। তবে তারা উভয়ে 'হাসান' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنا هرون بن معروف وإسحق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا أنس بن عياض حدثني ابن أبي ذباب في رواية هرون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها

১৪১২। আবু হুরায়রার আযাদকৃত ক্রীতদাস আবদুর রাহমান ইবনে মাহরান আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদসমূহ আর সবচাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ।

টীকা ঃ বাজারে গালি-গালাজ ও অশালীন কথাবার্তা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মসজিদে নামায, ইবাদত বন্দেগী এবং খোদাভীরুতার আলোচনা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯
ইমাম হওয়ার যোগ্য কে।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤهم

১৪১৩। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিনজন লোক একত্রিত হলে তাদের একজনকে তাদের ইমাম বা নেতা হতে হবে। আর ইমামত বা নেতৃত্বের সবচাইতে বেশী হকদার সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেছে।

وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحي بن سعيد حدثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الاسناد مثله

১৪১৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের মাধ্যমে শুবা থেকে, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আবু খালিদ আল-আহমারের মাধ্যমে সাঈদ ইবনে আবি আরূবা থেকে

এবং আবু গাসসান সাময়ী মা'আয ইবনে হিশামের মাধ্যমে তার পিতা হিশাম থেকে এবং সবাই আবার কাতাদা থেকে একই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৪১৫। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না সালেম ইবনে নূহ থেকে, হাসান ইবনে ঈসা ইবনুল মুবারাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে আবার জুরাইরী, আবু নাদরা ও আবু সাঈদের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا

১৪১৬। আবু মাসউদ আনসারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাদেরকে বললেন ঃ যে সর্বাপেক্ষা বেশী কুরআনী জ্ঞানের অধিকারী সে-ই কওমের (লোকজনের) ইমামতি করবে। সবাই যদি কুরআনের জ্ঞানের সমপর্যায়ের হয় সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নাত সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত হবে সে-ই ইমামতি করবে। সুন্নাহর জ্ঞানেও সবাই সমান হলে হিজরতে যে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে। আর হিজরতের ক্ষেত্রেও সমান হলে যে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না কিংবা তার অনুমতি ছাড়া তার বাড়ীতে

তার বিছানায় বসবেনা। বর্ণনাকারী আশাজ্জ তার বর্ণনায় 'সিলমান' শব্দের স্থানে 'সিন্নান' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হিজরতের ক্ষেত্রেও সবাই সমকক্ষ হলে যার বয়স বেশী হবে সেই ইমামতি করার অধিকারী হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৪১৭। আবু কুরাইব আবু মুয়াবিয়া থেকে এবং ইসহাক জারীর ও আবু মুয়াবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আশাজ্জ ইবনে ফুদাইল থেকে এবং আবু উমার সুফিয়ান থেকে– তারা সকলে আ'মাশ (রা)-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ

১৪১৮। আবু মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদের জ্ঞান যার সবচেয়ে বেশী এবং যে কুরআন তিলাওয়াতও সুন্দরভাবে করতে পারে সে-ই নামাযের জামায়াতে ইমামতি করবে। সুন্দর কিরায়াতের ব্যাপারে সবাই যদি সমকক্ষ হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে হিজরতে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে। হিজরতের ব্যাপারেও সবাই যদি সমকক্ষ হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ সেই ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন কারো নিজের বাড়ীতে (বাড়ীর কর্তাকে বাদ দিয়ে) কিংবা কারো শাসনাধীন এলাকায় নিজে ইমামতি না করে। আর কেউ যেন কারো বাড়ীতে গিয়ে অনুমতি ছাড়া তার বিছানায় না বসে।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم

১৪১৯। মালিক ইবনুল হুয়াইরিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা প্রায় একই বয়সের কিছু যুবক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বিশ রাত (অর্থাৎ বিশ দিন) অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র হৃদয়। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি। তাই নিজ পরিবারে আমরা কাকে কাকে রেখে গিয়েছি এ বিষয়ে তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে, তোমরা নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদান করো। আর এ বিষয়ে তাদেরকে বিভিন্ন কাজ-করতে আদেশ করো। আর নামাযের সময় হলে তোমাদের কেউ আযান দেবে। তবে বয়সে যে সবার বড় সে ইমামতি করবে।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের পূর্বে আযান দিয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে হবে এবং একজনকে ইমামও হতে হবে। আর তাদের সবাই যেহেতু অন্যসব বিষয়ে সমকক্ষ ছিলেন তাই বয়সে বড় ব্যক্তিকে ইমামতি করতে বললেন।

وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قالا حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون واقتصا جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية

১৪২০। আবুর রাবীয যাহ্‌রানী ও খালাফ ইবনে হিশাম হাম্মাদের মাধ্যমে আইয়ুব থেকে উপরোক্ত সনদেই বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবু 'উমার আবদুল ওয়াহ্‌হাব, আইয়ুব ও আবু কালাবার মাধ্যমে আবু সালমান মালিক ইবনুল হুয়াইরিস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার সমবয়সী একদল যুবকের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম। এতটুকু বর্ণনা করার পর তারা সবাই ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الاقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما وحدثناه أبو سعيد الأشج حدثنا حفص يعني ابن غياث حدثنا خالد الحذاء بهذا الاسناد وزاد قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة

১৪২১। মালিক ইবনে হুয়াইরিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার এক বন্ধু নবী (সা)-এর কাছে গেলাম। যখন আমরা তাঁর নিকট থেকে ফিরতে চাইলাম তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ নামাযের সময় হলে আযান দিবে এবং তারপর ইকামাত বলবে অর্থাৎ নামায পড়বে। তবে তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় হবে সেই যেন ইমামতি করে। আবু সাঈদ ইবনে আশাজ্জ হাফস ইবনে গিয়াসের মাধ্যমে খালিদ আল-হিযার থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাফ্‌স ইবনে গিয়াস এতটুকু কথা অতিরিক্ত বলেছেন যে, হিযা বলেছেন, তারা উভয়ে (মালিক ইবনুল হুয়াইরিস এবং তার বন্ধু) উত্তম কিরায়াতের ব্যাপারে সমকক্ষ ছিলেন।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে সর্বাবস্থায় আযান ও ইকামাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, সফরকালেও আযানসহ জামায়াতে নামায আদায় করতে হবে এবং শুধু ইমাম ও আরেকজন মুসল্লী হলেই জামায়াত করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

মুসলমানদের ওপর কোন বিপদাপদ আসলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং সর্বদা ফজরের নামাযে উচ্চস্বরে কুনূত পড়া উত্তম। আর শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর কুনূত পড়তে হবে।

حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ‏ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

১৪২২। 'আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযে কিরায়াত শেষ করে তাকবীর দিয়ে রুকূতে গিয়ে রুকূ থেকে যখন মাথা উঠাতেন তখন বলতেন ঃ "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্" অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তাঁর প্রশংসা শুনেন। হে আমাদের প্রভু, সব প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম ও 'আইয়াশ ইবনে রাবী'আ এবং দুর্বল ও নিপীড়িত মু'মিনদের নাজাত দান করো। হে আল্লাহ, তুমি মুদার গোত্রকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করো। আর (হযরত) ইউসুফের (আ) সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে তাদের শায়েস্তা করো। হে আল্লাহ, তুমি লেহ্ইয়ান, রে'আল, যাকওয়ান ও 'উসাইয়া গোত্রের ওপর লা'নত বর্ষণ করো। কেননা তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। অতঃপর আমরা জানতে পারলাম যে আয়াত, "লাইসা লাকা মিনাল আমরে শাইয়ুন আও ইয়াতূবা আলাইহিম আও ইআয্যিবাহুম ফাইন্নাহুম যালেমুন– হে নবী, এ ব্যাপারে তোমার কোন করণীয় নেই। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করুন আর তাদেরকে শাস্তি দান করুন এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী। কেননা তারা তো জালেম"– নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) এভাবে কুনূত পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আমরুন নাকেদ, ইবনে উয়াইনা, যুহরী, সাঈদ ইবনুল

মুসাইয়েব ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এতে (হযরত) ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী করো পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। পরের অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বনু আমের গোত্রের একজন নেতা নবী (সা)–এর কাছে তাদের এলাকায় গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু লোক চাইলে তিনি চল্লিশজন মতান্তরে সত্তর জন আনসার যুবককে তাদের এলাকায় পাঠান। কিন্তু বি'রে মাউনা নামক স্থানে পৌছার পর বনু সুলাইমের উপগোত্র 'উসাইয়া, রে'আল ও যাকওয়ান বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অকস্মাত তাদের ওপর হামলা করে সবাইকে হত্যা করে। এ ঘটনায় নবী (সা) অত্যন্ত মর্মাহত হন। এ কারণে তিনি একমাস পর্যন্ত নামাযে কুনূত পড়তে থাকেন। এ হাদীসে উক্ত ঘটনার বিষয়েই উল্লেখ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أُرَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا

১৪২৩। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, নবী (সা) এক সময় একমাস যাবত ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে রুকূ থেকে ওঠার পরে কুনূত পড়েছেন। এতে তিনি যখন রুকূ থেকে উঠে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন কুনূত পড়তে গিয়ে বলতেন ঃ হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে মুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ, সালামা ইবনে হিশামকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ, দুর্বল অসহায় মু'মিনদেরকেও মুক্তি দাও। হে আল্লাহ, তুমি মুদার গোত্রকে তোমার কঠোরতা দ্বারা পিষে মারো। হে আল্লাহ, তুমি তাদের ওপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দান করো। আবু হুরায়রা বলেছেন, পরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই দু'আ পরিত্যাগ করতে দেখেছি। এতে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম ঃ আমি দেখছি রাসূলুল্লাহ (সা) এখন তাদের জন্য দু'আ করা ছেড়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন ঃ আমাকে তখন বলা হলো তুমি কি দেখছোনা যে, তারা সবাই মুক্ত হয়ে চলে এসেছেন?

وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده

১৪২৪। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) 'ইশার নামায পড়ছিলেন। সিজদা করার পূর্বে রুকূ থেকে উঠে যখন তিনি "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললেন তখন এই বলে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ, আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে মুক্তিদান করো। এতটুকু বর্ণনা করার পর আবু হুরায়রা আওযায়ী বর্ণিত হাদীসের বা সিনী ইউসুফ (অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ.)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি দান কর) পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। এতে তিনি আওযায়ী বর্ণিত হাদীসের পরের অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

حدثنا محمد بن المثنى

حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار

১৪২৫। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মত করে (প্রায় অনুরূপ) নামায পড়ে দেখাবো। এরপর আবু হুরায়রা যোহর, 'ইশা ও ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন। এতে তিনি মু'মিনদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদেরকে লা'নত করতেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس

ابْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنَسٌ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

১৪২৬। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বি'রে মাউনা নামক স্থানে যে মু'মিনদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের হত্যাকারীদের জন্য ত্রিশদিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদ দু'আ করেছিলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন, বি'রে মাউনা নামক স্থানে নিহতদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছিলেন যা আমরা পাঠ করতাম। অবশেষে তা মানসূখ বা বাতিল করে দেয়া হয়েছিলো। আয়াতটি ছিল ঃ বাল্লেগু কাওমানা 'আন কাদ লাকী-না রাব্বানা ফা রাদীয়া 'আন্না ওয়া রাদী'না 'আনহু' অর্থাৎ আমাদের কওমকে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

টীকা ঃ ইতিপূর্বেই ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

১৪২৭। আমরুন নাকিদ ও যুহাইর ইবনে হারব্‌ ইসমাঈল ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ হাঁ রুকূর পরে সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন।

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

১৪২৮। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একমাস যাবত ফজরের নামাযে রুকূ করার পর কুনূত পড়েছেন। এতে তিনি রে'অল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের জন্য বদ-দু'আ করতেন। আর উসাইয়া গোত্র সম্পর্কে বলতেন যে 'উসাইয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ

১৪২৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম বাহায ইবনে আসাদ, হাম্মাদ ইবনে সালামা আনাস ইবনে সিরীনের মাধ্যমে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস ইবনে মালিক) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একমাস যাবত ফজরের নামাযে রুকূ থেকে উঠার পর কুনূতে বনু উমাইয়া গোত্রের জন্য বদ দো'আ করেছেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ

১৪৩০। আসেম আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিককে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে কুনূত রুকূ করার পূর্বে পড়তে হবে না পরে? জবাবে তিনি বললেন ঃ রুকূ করার পূর্বে পড়তে হবে। তিনি বলেন, একথা শুনে আমি আবার বললাম যে কোন কোন লোক বলে থাকে, রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ করার পর কুনূত পড়তেন। তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক সময়ে একমাস যাবত কুনূত পড়েছিলেন। এতে তিনি ঐসব লোকদের জন্য বদ-দু'আ করতেন যারা তাঁর (নবীর সা.) কিছু কুররা (কুরআন পাঠকারী) সাহাবাকে হত্যা করেছিল।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ

১৪৩১। আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি, বি'রে মাউনার ঘটনায় কুররা বলে পরিচিত সত্তর জন সাহাবাকে হত্যার কারণে নবী (সা) যতখানি বেদনাহত হয়েছিলেন এমনটি আর কোন সেনাদলের ক্ষেত্রে হতে দেখিনি। এই ঘটনার পর তিনি একমাস পর্যন্ত (ঐসব সাহাবার) হত্যাকারীদের জন্য বদ-দু'আ করেছিলেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

১৪৩২। আবু কুরাইব হাফ্স্ ও ইবনে ফুদাইলের মাধ্যমে ও ইবনে আবু উমার মারওয়ানের মাধ্যমে এবং তারা উভয়েই আবার আসেম ও আনাস ইবনে মালিকের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উভয়েই কিছুটা অতিরিক্ত শাব্দিক তারতম্যসহ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

১৪৩৩। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক সময়ে নবী (সা) রে'অল, যাকওয়ান ও উসাইয়া গোত্রসমূহকে লা'নত করে একমাস পর্যন্ত নামাযে কুনূত পড়েছেন। এরা সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে নাফরমানী করেছিল।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

১৪৩৪। আমরুন নাকিদ আসওয়াদ ইবনে আমের, শু'বা, মূসা ইবনে আনাস ও আনাস ইবনে মালিকের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ (অর্থবোধক) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ

১৪৩৫। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না আবদুর রাহমান, হিশাম ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস ইবনে মালিক) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের কিছু গোত্রের জন্য এক সময়ে একমাস যাবত বদ-দু'আ করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

১৪৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও ইবনে বাশ্‌শার মুহাম্মাদ ইবনে জাফর, শু'বা, 'আমর ইবনে মুররা ও ইবনে আবু লায়লার মাধ্যমে বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর এবং মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়তেন।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ

১৪৩৭। ইবনে নুমায়ের তার পিতা নুমায়ের, সুফিয়ান, 'আমর ইবনে মুররা, 'আবদুর রাহমান ইবনে আবু লায়লার মাধ্যমে বারা ইবনে 'আযেব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বারা ইবনে আযেব) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়তেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِى صَلَاةٍ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِى لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ

১৪৩৮। খুফাফ ইবনে ঈমা আল-গিফারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) এই বলে দোআ করলেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি বনী লেহ্ইয়ান, রে'অল, যাকওয়ান ও 'উসাইয়া গোত্রসমূহের ওপর লা'নত বর্ষণ করো। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানী করেছে। আর গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন এবং আসলাম গোত্রকে নিরাপদ রাখুন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءٍ رَكَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِى لِحْيَانَ وَالْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا قَالَ خُفَافٌ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ

১৪৩৯। হারেস ইবনে খুফাফ তাঁর পিতা খুফাফ ইবনে ঈমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (খুফাফ ইবনে ঈমা) বলেছেন, একদিন নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ করলেন এবং তারপর রুকূ থেকে মাথা তুলে বললেন ঃ গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন। আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদ রাখুন। আর উসাইয়া গোত্র তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানী করেছে। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি বনী লেহ্ইয়ান গোত্রের ওপর লা'নত বর্ষণ করো, রে'অল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের ওপর লা'নত বর্ষণ করো। এরপর তিনি সিজদায় চলে গেলেন। খুফাফ ইবনে ঈমা বলেছেন ঃ এ কারণেই কুনূতে কাফেরদের লানত করা হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

কাযা নামায এবং তা অনতিবিলম্বে আদায় করা উত্তম হওয়ার বর্ণনা।

حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ التُّجِيبِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اُكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَاقُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اُسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمُ اُسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَىْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِى أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكْرَى

১৪৪০। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার সময় রাতে সফররত ছিলেন। এক সময় রাতের শেষভাগে তাকে তন্দ্রায় পেয়ে বসলে তিনি সেখানেই অবতরণ করলেন। আর বেলালকে বললেন ঃ "তুমি আজ রাতে আমাদের পাহারার কাজ করো।" সুতরাং বেলাল যতটা সম্ভব রাতের বেলায় নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু ফজরের সময় ঘনিয়ে আসলে বেলাল পূর্বদিকে মুখ করে তার উটের সাথে হেলান দিলেন। এই সময় ঘুমে বেলালের দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা), বেলাল কিংবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাদের কারোরই নিদ্রাভঙ্গ হলোনা। এ অবস্থায় তাদের গায়ে সূর্যের আলো এসে পড়লো। প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-ই ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি জেগে উঠে বেলালকে ডাকলেন, হে বেলাল! বেলাল বললেন– হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি যে কারণে জাগতে পারেননি আমিও ঐ একই কারণে জাগতে পারিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হুকুম দিলেন তাড়াতাড়ি যাত্রা করো। সুতরাং সবাই উটগুলো হাঁকিয়ে কিছু দূরে নিয়ে গেলে এবার রাসূলুল্লাহ (সা) ওযু করলেন এবং বেলালকে নামাযের জন্য আদেশ করলেন। বেলাল নামাযের ইকামাত দিলে তিনি তাদের সবাইকে সাথে করে ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কেউ নামায পড়তে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করে

নেবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– আকিমিস সালাতা লি যিকরী' অর্থাৎ আমার স্মরণের জন্য নামায পড়ো। ইউনুস বলেছন ঃ ইবনে শিহাব 'লি যিকরী স্থানে 'লিয যিকরা' পড়লেন।

وحدثنی محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة

১৪৪১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা একদিন নবী (সা)-এর সাথে শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য কাফেলা থামালাম। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে আমরা জাগি নাই। (নিদ্রা থেকে জেগে উঠে) নবী (সা) বললেন ঃ প্রত্যেকে নিজের উটের লাগাম টেনে নিয়ে যাও। কারণ এ স্থানে আমাদের মাঝে শয়তান এসে হাজির হয়েছে। বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা বলেছেন ঃ আমরা তাই করলাম। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে নিয়ে ওযু করলেন এবং দুটি সিজদা করলেন (অর্থাৎ দুই রাক'আত নামায পড়লেন)। ইয়াকুব বলেছেন, অতঃপর নবী (সা) (ফজরের দুই রাকআত) সুন্নাত নামায পড়লেন। অতঃপর নামাযের ইকামাত দেয়া হলে নবী (সা) ফজরের (ফরয) নামায আদায় করলেন।

وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن

رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي قُلْتُ مَازَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ ثُمَّ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَزِعِينَ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاَتِنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا قَالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ لَاهُلْكَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي قَالَ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَابَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اشْرَبْ فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ إِنِّي لَأُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ حَدِّثْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ قَالَ فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَاشَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ

১৪৪২। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন (যুদ্ধ থেকে ফেরার সময়) রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন ঃ আজকের বিকেল থেকে সারা রাত তোমাদেরকে পথ চলতে হবে এবং ইনশাআল্লাহ আগামী কাল সকালে পানির কাছে উপস্থিত হবে। সুতরাং লোকজন সেখান থেকে এভাবে যাত্রা করলো যে, কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। আবু কাতাদাহ বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা)ও পথ চলছিলেন। এক সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়ে গেল। আমি তাঁর পাশে পাশেই চলছিলাম। এ

সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছিলেন। ঘুমের প্রভাবে এক সময় তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। ঠিক সেই সময় আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ঠেলে ধরলাম (অর্থাৎ ঠেক্না দিলাম)। তিনি সওয়ারীর ওপর সোজা হয়ে বসলেন। কিন্তু তাকে জাগালাম না। এরপর তিনি চলতে থাকলেন এবং এ অবস্থায় রাতের বেশীর ভাগ অতিক্রান্ত হলে তিনি সওয়ারীর ওপর থেকে আবার একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। তখন আবার আমি তাঁকে না জাগিয়ে ঠেলে ধরলাম। এভাবে তিনি সওয়ারীর ওপর সোজা হয়ে বসলেন। আবু কাতাদা বলেন– এরপর তিনি আবার চলতে থাকলেন। রাত ভোর হয়ে আসলো। তিনি এবার প্রথম দু'বারের চেয়েও বেশী করে একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। এমনকি তাঁর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখন আমি গিয়ে পুনরায় ঠেস লাগিয়ে ধরলাম। এবার তিনি মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– কে? আমি বললাম– আবু কাতাদা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে তুমি আমার পাশে পাশে কতক্ষণ ধরে চলছো? আমি বললাম– আমি রাতের প্রথম থেকেই এভাবে আপনার সাথে চলছি। তিনি তখন বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করুন। কারণ তুমি তাঁর নবীকে দেখাশোনা করছো। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখছো যে আমরা লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে আছি? এরপর আবার বললেন ঃ তুমি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, এই তো একজন আরোহী। তারপর বললাম, এইতো আরো একজন আরোহী এসে হাজির হলো। এভাবে আমরা সাতজন একত্র হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) রাস্তা থেকে কিছু দূরে সরে গেলেন এবং মাটিতে মাথা রাখলেন (অর্থাৎ শুয়ে পড়লেন)। এই সময় তিনি আমাদের বললেন ঃ নামাযের খেয়াল রেখো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-ই ছিলেন নিদ্রা ত্যাগকারী প্রথম ব্যক্তি তখন সূর্যের আলো তাঁর পিঠের ওপর এসে পড়েছিলো। আবু কাতাদা বলেন– এরপর আমরা সবাই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা সবাই যার যার সওয়ারীতে সওয়ার হও। তাই আমরা সওয়ারীতে চেপে সেখান থেকে যাত্রা করলাম। সূর্য বেশ কিছু উপরে উঠলে রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারী থেকে অবতরণ করে আমার কাছে অল্প পানিসহ যে ওযুর পাত্র ছিলো তা চেয়ে নিয়ে অন্য সময়ের চেয়ে সংক্ষিপ্ত করে ওযু করলেন। আবু কাতাদা বলেন– এরপরও ঐ পাত্রে কিছু পানি অবশিষ্ট থাকলো। তিনি আবু কাতাদাকে বললেন ঃ পাত্রটি রেখে দাও, দেখবে পরে বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটবে। তখন বেলাল নামাযের আযান দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লেন এবং তারপর প্রতিদিনের মত করে ফজরের ফরয নামায পড়লেন। আবু কাতাদা বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করলে আমরাও সওয়ারীতে আরোহণ করে তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। এ সময়ে আমরা পরস্পর চুপিসারে বলাবলি করছিলাম যে, আমরা নামাযের ব্যাপারে যে অবহেলা প্রদর্শন করলাম তার কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমার জীবন ও কাজ-কর্ম কি তোমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ নয়? এরপর তিনি আবার বললেন ঃ ঘুমানোতে কোন দোষ বা অবহেলা নেই। অবহেলা তখনই বলা হবে যদি কোন ব্যক্তি নামায না পড়ে দেরী করে এবং অন্য নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়। কোন সময় কারো এরূপ হয়ে গেলে সে যখন

জাগ্রত হবে তখনই যেন নামায পড়ে নেয়। পরদিন সকালে যেন সে সময়মত নামায পড়ে। পরে তিনি বললেন ঃ অন্য সবাই কি করেছে তা কি জানো? সকালে লোকজন যখন তাদের নবীকে দেখতে পেলোনা তখন আবু বকর ও উমার তাদেরকে বললেন রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের পিছনে আছেন। তিনি তোমাদেরকে পিছনে ফেলে যেতে পারেন না। কিন্তু লোকজন বললো ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের সামনে আছেন। (নবী সা. বললেন) এ ব্যাপারে তারা যদি আবু বকর ও উমারের কথা মানতো তাহলে সঠিক কাজ করতো। আবু কাতাদা বলেন ঃ যখন বেলা বেড়ে দুপুর হলো এবং সবকিছু সূর্যতাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো তখন আমরা লোকজনের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলছিলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরা পিপাসায় মরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ না, তোমরা মরবেনা। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার ছোট পিয়ালাটা আনো। অতঃপর তিনি ওযুর পাত্রটাও চেয়ে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পিয়ালাতে পানি ঢালতে থাকলেন আর আবু কাতাদা পান করাতে থাকলেন। লোকজন যখন দেখলো যে, পানি মাত্র একপাত্র আর এতগুলো লোক তখন তারা (পানি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে) ভিড় জমিয়ে তুললো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা ধীরে সুস্থে পানি পান করতে থাকো। সবাইকে তৃপ্তি সহকারে পান করানো যাবে। সুতরাং লোকজন তাই করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানি ঢালছিলেন আর আমি পান করাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া পানি পান করতে আর কেউ অবশিষ্ট রইলোনা। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পিয়ালায় পানি ঢেলে আমাকে বললেন ঃ পান করো। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি পান না করা পর্যন্ত আমি পান করবোনা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যিনি পানি পান করান তিনি সবার শেষে পান করেন। আবু কাতাদা বলেন ঃ আমি তখন পানি পান করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহও (সা) পান করলেন। পরে অবশ্য লোকজন পানি পান করার ফলে শান্ত মনে তৃপ্তি সহকারে যেতে থাকলো। হাদীসের বর্ণনাকারী সাবিত বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে রাবাহ্ বর্ণনা করেছেন– আমি জুমআর মসজিদে হাদীসটি লোকজনের কাছে বর্ণনা করে থাকি। একদিন ইমরান ইবনে হুসাইন বললেন ঃ এই বাপু, তুমি কি করে এই হাদীস বর্ণনা করো? আমি নিজে ঐ রাতের কাফেলায় শরীক ছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইবনে রাবাহ্ একথা শুনে বললেন ঃ তাহলে তো আপনি এ হাদীসটি সম্পর্কে ভাল জানেন। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন কওমের লোক? আমি বললাম ঃ আমি আনসারদের একজন। তিনি বললেন ঃ তাহলে বর্ণনা করো। কেননা, তুমি তোমার হাদীস সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভালভাবে অবহিত আছ। আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবাহ বলেন– আমি লোকজনকে হাদীস বর্ণনা করে শোনালাম। তখন ইমরান ইবনে হুসাইন বললেন ঃ আমি ঐ রাতের কাফেলায় শরীক ছিলাম। তবে আমি জানতাম না যে অন্য কেউও আমার মত হাদীসটি স্মরণ করে রেখেছে।

টীকা ঃ এ হাদীসটিতে নবী (সা)-এর কয়েকটি মু'জিযার উল্লেখ রয়েছে।

وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا عبيد الله بن
عبد المجيد حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن
حصين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان
في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا
أبو بكر وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ
عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار
بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا
فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال
يا نبي الله أصابتني جنابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى ثم عجلني
في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة
سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء قالت أيهاه أيهاه لا ماء لكم قلنا فكم بين أهلك
وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما
رسول الله فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها
فأنيخت فمج في العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش
حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أنا لم نسق بعيرا وهي تكاد

تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ ، يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرٍ وَتَمْرٍ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هٰذَا عِيَالَكِ وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْ مَائِكِ فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ فَهَدَى اللّٰهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا ‏.‏

১৪৪৩। ‘ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (সা)-এর কোন এক সফরে তাঁর সাথে ছিলাম। একরাতে আমরা রাতের বেলায়ই পথ চলছিলাম। রাতের শেষ দিকে আমরা বিশ্রামের জন্য একস্থানে অবতরণ করলে ঘুমের প্রভাবে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসলো। এ অবস্থায় সূর্য উদিত হলো। ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি আবু বকর। আমাদের নীতি ছিল নবী (সা) ঘুমানোর পর নিজে নিজেই যতক্ষণ না জাগতেন ততক্ষণ আমরা কেউ তাঁকে নিদ্রা থেকে জাগাতাম না। আবু বকরের পর যিনি প্রথম জাগলেন তিনি উমার। তিনি নবী (সা)-এর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চ শব্দে তাকবীর বলতে শুরু করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) জেগে উঠলেন। তিনি মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলেন সূর্য আগেই উদিত হয়েছে। তখন তিনি সবাইকে বললেন ঃ তোমরা এখান থেকে যাত্রা শুরু করো। এরপর তিনিও আমাদের সাথে যাত্রা করলেন। অতঃপর সূর্যের কিরণ আরো পরিষ্কারভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তিনি সওয়ারী থামিয়ে অবতরণ করলেন এবং আমাদেরকে সাথে করে ফজরের নামায পড়লেন। কিন্তু এক ব্যক্তি সবার থেকে দূরে থাকলো এবং আমাদের সাথে নামায পড়লোনা। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কারণে আমাদের সাথে নামায পড়লে না? সে বললো– হে আল্লাহর নবী, আমার জন্য গোসল ফরয হয়েছে। (তাই নামায পড়তে পারলাম না।) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে বললেন। অতঃপর সে তায়াম্মুম করে নামায পড়লো। তারপর তিনি আমাকে একদল লোকের সাথে সম্মুখের দিকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলেন যাতে আমরা পানি খুঁজে বের করি। আমরা ইতোমধ্যেই যার পর নাই পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা পথ চলতে চলতে এক মেয়েলোককে দেখতে পেলাম। সে তার সওয়ারীতে দু'টি চামড়ার মশকের ওপর দু'দিকে পা লটকিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে পানি কোথায় পাওয়া যাবে? সে বলে উঠলো হায়! হায়! এখানে তোমরা পানি কোথায় পাবে? আমরা তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমার গোত্রের বসতি এলাকা থেকে পানি কত দূরে? সে বললো ঃ একদিন ও একরাতের পথের ব্যবধান। আমরা তাকে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে চলো। সে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ আবার কি? এরপর আমরা আর তাকে নিজের ইচ্ছামত কোন কিছুই

করতে দিলাম না। বরং তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে আমাদেরকে যা বলেছিল তাঁকেও তাই বললো। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরো জানালেন যে, সে কয়েকজন ইয়াতীম শিশুর অভিভাবিকা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার উটকে বসাতে আদেশ করলে সেটিকে বসানো হলো এবং তিনি তার চামড়ার মশকের উপর দিকের মুখ দুটিতে কুল্লি করে দিলেন। এরপর উটটিকে দাঁড় করানো হলো। আমরা তৃষ্ণার্ত চল্লিশ জনে সবাই এবার তৃষ্ণা দূর করে পানি পান করলাম। আমরা আমাদের মশক ও পানির পাত্রগুলো ভর্তি করে নিলাম এবং আমাদের সংগী লোকটিকেও গোসল করালাম। তবে কোন উটকে আমরা পানি পান করালাম না। অথচ মশক তখনও পানির চাপে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো। এরপর নবী (সা) আমাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের যার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। সুতরাং আমরা ঐ মহিলার জন্য খেজুর ও খেজুরের টুকরো এনে জমা করলে সেগুলি দিয়ে তার জন্য একটা পুটলি বাঁধা হলো। (এগুলো দিয়ে) নবী (সা) তাকে বললেন ঃ 'এবার তুমি গিয়ে এগুলো তোমার বাচ্চাদের খাওয়াও। আর মনে রেখো যে আমরা তোমার পানি আদৌ নেইনি।' সে তার লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো ঃ আমি সবচেয়ে বড় যাদুকরের সাক্ষাত পেয়েছি। অথবা সে সম্ভবত বলেছে– একজন নবীর সাক্ষাত পেয়েছি। এমন-এমন বিস্ময়কর দেখলাম তার ব্যাপারটা। আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলার দ্বারা উক্ত জনপদকে হিদায়াত দান করলেন। সুতরাং সেও ইসলাম গ্রহণ করলো এবং উক্ত জনপদের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করলো।

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا النضر

ابن شميل حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَيْرَ ارْتَحِلُوا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ

১৪৪৪। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলা পথ চললাম। রাতের শেষভাগে ভোর হওয়ার অল্প কিছুপূর্বে আমরা এমনভাবে পড়লাম (অর্থাৎ ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে দিলাম) যার চেয়ে অন্য কোন পড়াই কোন মুসাফিরের কাছে অধিক পছন্দনীয় বা সুখকর নয়। একমাত্র সূর্যতাপে আমরা জেগে উঠলাম।... এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি হাদীসটি সালম ইবনে যারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ করে বর্ণনা করলেন। এ বর্ণনাতে তিনি হ্রাস বৃদ্ধিও করলেন। হাদীসটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন– উমার ইবনে খাত্তাব জেগে উঠে যখন লোকদের অবস্থা দেখলেন তখন উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে শুরু করলেন। উমার ছিলেন উঁচু কণ্ঠস্বরের লোক। তাঁর গুরুগম্ভীর শব্দে রাসূলুল্লাহও (সা) জেগে উঠলেন। তিনি জেগে উঠলে লোকজন তাঁর কাছে তাদের অবস্থা জানিয়ে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ ঘুমে কোন ক্ষতি নেই। তোমরা এখান থেকে যাত্রা করো। এরপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ

১৪৪৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সফররত অবস্থায় রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তাঁর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। আর ভোরের কাছাকাছি সময়ে জাগ্রত হলে তাঁর বাহু দাঁড় করিয়ে হাতের তালুতে ভর রেখে শুয়ে থাকতেন।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

১৪৪৬। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে গেলে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন সে তা পড়ে নেয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণ

করা ছাড়া আর কোন কাফ্ফারা তাকে দিতে হবেনা। হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদা তার বর্ণনায় 'ওয়া আকিমিস্ সালাতা লি যিকরী' 'আমার স্মরণের জন্য নামায পড়ো'– এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন।

وحدثناه يحيي بن يحيي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك

১৪৪৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইবনে মানসূর ও কুতাইবা ইবনে সাঈদ আবু আওয়ানা, কাতাদা ও আনাস ইবনে মালিকের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনাতে 'লা কাফ্ফরাতা লাহা ইল্লা যালিকা' অর্থাৎ 'এর কাফ্ফারা এ (স্মরণ হলেই পড়ে নেয়া) ছাড়া আর কিছুই নয়'– কথাটি উল্লেখ করা হয়নি।

وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها

১৪৪৮। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে পড়লে তার কাফ্ফারা হলো যখনই স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নেবে।

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري

১৪৪৯। আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ ঘুম থেকে জাগতে না পারার কারণে নামায পড়তে না পারলে অথবা নামায পড়তে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই নামায পড়বে। কেননা, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ আমার স্মরণের জন্য নামায পড়।